"And I heard as from without,—
"The me within Thee find."—Omar Khayyam

"Self-reverence, self-knowledge, self-contro
These three alone lead life to sovereign power.
Tennyson. Œnone

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

আমি।



"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি।"—শ্বেত।৩।১০।

"যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।"—ঐ।২।১৫।

"স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।"—বৃহদারণ্যক। ৪। ৪। ২৫।



"That God, which ever lives and loves,
One God, one law, one element,
And one far-off divine event,
To which the whole creation moves."—
Tennyson. In Memoriam.



শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি, এ, প্রণীত।

শ্রীযোগানন্দ ও জ্ঞানানন্দ সিংহ কর্ত্তৃক রাইপুর, বীরভূম
হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৩৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

ও

২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, কান্তিকপ্রেসে,
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

৫ই আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।

উৎসর্গ।

মা!

তুমিই পিতা মাতা। তুমিই জীবন। জীবনই তুমি।

জননি আমার! তুমি ছাড়া আমাদেব আর জীবন নাই,—আব গতি নাই। আমি ভালই হই, বা মন্দই হই,—ভোগরতই হই, আর যোগরতই হই,—আমি চিরদিনই আমার বাবাব,—আমার মায়ের,—তোমার। কুপুত্র হইলেও, কুমাতা তো হয় না! শিশু যেমন প্রথমতঃ অনিচ্ছাপূর্ব্বক মাতৃস্তনে মুখ দেয়,—পবে ক্ষুধায়, পিপাসায়, আগ্রহ ভরে, ব্যস্ততা ভরে, মায়ের বক্ষ জড়াইয়া ধরে ও প্রাণপণে স্তনপান করে,তেমনি আমি বড়ই দুষ্টামি করিয়া,তোমাকে ছাড়িয়া, সংসার প্রবাসে সুখশান্তির আশে ছুটাছুটি কবিতেছিলাম। তুমিই জীবন। তাই, তোমাকে ছাড়িয়া, তোমার কথা না শুনিয়া, তোমাব পথে না চলিয়া, তোমার দিকে না চাহিয়া, মৃত্যুর মুখে পড়িয়াছিলাম। তুমি স্নেহভরে আমাকে ডাকিলে, মারিলে, ফিরাইলে, বাঁচাইলে, বলিলে,—"যে আমার নাম করে, সে কি মরে?" তাই, আমি তোমার নাম করিয়া বাঁচিয়া উঠিলাম এবং কতবার মৃত্যুকে ফিরাইয়া দিলাম,—মৃত্যুর ভিতরে পুনরায় তোমাকে ও তোমার নিজহস্ত দত্ত জীবনকে লাভ করিলাম। তাই আজ আমি তোমার শ্রীচরণে এই আমি-কে লইয়া উপস্থিত। মা! তোমার চরণের যোগ্য কর,—তোমার অভয় চরণে বিশ্রাম দাও। আর আমাকে দূরে যাইতে দিও না,—মোহে ভুলিয়া থাকিতে দিও না। **তোমার অযোগ্য ছেলে।**

সাধু, জ্ঞানী, কবি, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, প্রচারক বা সমালোচকগণের জন্য এ প্রবন্ধ নহে। আমি উহার কিছুই নহি। যাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, ইহা তাঁহাদের জন্যও নহে।

আমার জন্য ভাবিলাম ও লিখিলাম। সন্তান সন্ততিগণের জন্য ছাপাইলাম। আর অন্যে যাহারা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের জন্য প্রকাশ করিলাম। "সাধু ইচ্ছা যার, হরি বন্ধু তার," এই কথার উপর নির্ভর করিয়া, ইহা প্রকাশ করিলাম।

যাহা ভাবিলাম, সত্য বলিয়া মনে করিলাম, সরল, অকপটভাবে তাহাই লিখিলাম। সংসারকে সম্মুখে রাখিয়া লিখি নাই। কে কি বলিবে, এক মুহূর্ত্তও ভাবি নাই, কারণ "কর্ম্মেতেই অধিকার আছে, ফলেতে নাই।" উহা ফলদাতার হস্তে। কর্ম্মেতেই সুখ।

যাহা মনে হইয়াছে, অবাধে, সরল, অকপট ভাবে, তাহাই লিখিয়াছি। টমাস কার্লাইল "বীরপূজা" প্রবন্ধের, প্রথমাধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—"Sincerity is, I think,better than grace." সরলতা ও অকপটতা, ভাষার পালিশ ও সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভাল।

আমি যেমন অশেষ দোষপূর্ণ, আমার চিন্তা ও ভাবও তেমনি। আমি আমার স্মৃতিকে ছাড়িতে পারি না! আমার মন স্মৃতিকে ছাড়িয়া চিন্তা করিতে পারে না। স্মৃতির ভিতর দিয়া, মনে যে যে কথা, ঘটনা ও বচন মনে আসিয়াছে, তাহাও, অশঙ্কোচে, অবিকল ভাবে লিখিয়াছি। সামান্য ব্যক্তি হইতেও অনেক কথা শিখিয়াছি। কোন্ কথা কোথাকার তাহা ফুটনোটে উল্লেখ করিয়া দিয়াছি।

আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবনের পাপ তাপ, দুঃখ ও অভাবের ভিতর দিয়া, যে সবিতার নূতন ঊষালোকের পূর্ব্বরাগ নয়ন গোচর

করিলাম এবং যে নূতন আশা, বল ও সাহসের সহিত, সংসার-সুন্দর-বনের ভিতর দিয়া, জীবনের বান্‌চাল্‌ ডিঙ্গিখানি জীবনদাতার চরণ বন্দরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা জানিলে, হয়তো আমার মত কোন কোন বিপন্ন ও বিপথগামী আত্মারও জীবন পথের কথঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে।

ফরাশীষ উক্তি এই,—"Honi soi qui mal y pense!" যিনি যে চক্ষে আমাকে দেখেন, আমি-কেও সেই চক্ষেই দেখিবেন। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতা, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তারই নাই, তো, আমার থাকিবে কি প্রকারে? সংসারে সকল শ্রেণীর লোককেই সন্তুষ্ট করিতে যাওয়া ও ইংরাজ কবি গে বর্ণিত সকলেরই প্রিয় হইতে ইচ্ছুক বানরটীর মত দুর্দ্দশাপন্ন হওয়া, একই কথা।

মানব আত্মার সরল চিন্তা, অকপটভাবে প্রকাশে কোনও ভয় নাই। ভ্রূকুটির অপেক্ষা নাই। "ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং"! সজ্জন পাঠকের হৃদয়ের স্বাভাবিক ভদ্রতা ও সহৃদয়তার উপর আমি যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস করি।

অশেষ বাধা, বিঘ্নের মধ্যে নির্ভুল করিয়া, নিজে প্রুফ সংশোধন করিতে বা দোষশূন্য করিয়া গুছাইয়া লিখিতে পারিলাম না। সুহৃদয় পাঠকের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

৫ই আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।
৩৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

আমি।

"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"—

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।৬।১৮।

" Know Thyself."—Solon & Socrates.

"For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?"—Jesus. Math. 16 26.

আ-জীবন আমি আমি করিতেছি। আমি আমি করিয়াই সংসারের এত গণ্ডগোল। আমি সংসারের তাবৎ বিষয় জানিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। গঙ্গা, যমুনা, নাইল্, সিন্ধু, প্রভৃতি নদনদীর স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে, জানিবার জন্য, আমি বিশেষ উৎকণ্ঠিত। কিন্তু কোন অদৃশ্য, অস্পৃশ্য উৎস হইতে আমি নির্ঝরিত, তাহার কিছুই জানি না। কেবল যে জানি না, তাহা নহে,—জানিবার চেষ্টাও করি না। জানিয়াই বা লাভ কি?

আমি-র কথা শুধাইলে প্রাচীনারা বলেন যে, ১২৭৫ সাল, ৫ই আশ্বিন, রজনী দুই প্রহরের পর, স্বর্গীয় পিতৃদেবের কর্ম্মক্ষেত্রে, বর্দ্ধমান জেলার, বুদ্‌বুদ্ নামক স্থানে, এই ক্ষুদ্র চিৎকণাটী,—এই চৈতন্যের বুদ্‌বুদ্‌টী, সদেহে অবতীর্ণ হইয়া, প্রথম আলোক দর্শন করে। সমাজ বলেন যে, বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি, ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলপথের বোলপুর নামক ষ্টেসনের সন্নিকট, রাইপুর নামক গ্রামে, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে আমার জন্ম। ঐ বংশীয়

স্বর্গীয়, দেবোপম, শ্যামকিশোর সিংহের প্রপৌত্র,—ভুবনমোহন সিংহের পৌত্র, —প্রতাপনারায়ণ সিংহের পুত্র, এই মাত্র আমার সামাজিক পরিচয়। ইহা তো নিতান্ত বাজে কথা। প্রাকৃত জনেরা এই সব কথা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। ইহা এই আমি-র বাহ্যিক, স্থানীয়, সাময়িক ও শোণিতের সম্বন্ধের কথা। আমি কি, ইহা দ্বারা বুঝা গেল না। আমির পশ্চাতে ছদ্মবেশী গোয়েন্দার মত থাকিয়া, দেখিতে হইবে আমিটী প্রকৃত কি ?

এই ধরণীর উপর ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই, চক্ষু কর্ণ ফুটিয়া, নানা অপূর্ব্ব ও অভিনব বস্তুর সহিত আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে। মাতৃক্রোড়ে থাকিবার সময়েই, হস্তপদ সঞ্চালন দ্বারা, সেই সমুদায় বস্তু-সংগ্রহের চেষ্টার আরম্ভ হইতে লাগিল। তৎপরে, যখন বুঝিলাম যে মাতৃক্রোড়ে ও মাতৃস্তন্যে লাগিয়া থাকা ছাড়াও আমার কাজ আছে, তখন ক্রমশঃ ধরণীর ধূলির উপর ধূলি-সাধন আরম্ভ করিলাম এবং প্রথমতঃ হামাগুড়ি, তৎপরে ছুটাছুটী দ্বারা, সেই আমি-টাকে বিকাশ করিতে,—ফুটাইতে, সাধন করিতে লাগিলাম। ভাই বোনদের সঙ্গে অনন্ত খেলাধূলা, —হাতাহাতি,—হাসাহাসি,—কাঁদাকাঁদির মধ্য দিয়া, আমি গঠিত হইতে লাগিলাম। সেই শৈশবকাল শেষ হইয়া আসিলে, পাঠশালায়,—স্কুলে,—কলেজে, পাততাড়ি, স্লেট্ ও পুস্তক বগলে করিয়া, আমি আমাকে অভিব্যক্ত করিতে লাগিলাম। সাধ্য ও সাধন অনুসারে, বিদ্যালাভ কার্য্যে, অসিদ্ধ, অর্দ্ধসিদ্ধ বা সিদ্ধ হইলাম। তৎপরে, এই অশেষ-তরঙ্গ-বিক্ষোভময় সংসার-সাগরের বক্ষে, লীলা-রঙ্গ-রসে মাতিলাম। তৎপরে, প্রৌঢ়াবস্থার উদয়ে, এদেশ, ওদেশ করিয়া, রাজা মহারাজা, লাট্ বড়লাটের প্রসাদ-

কণা ভিক্ষার মানসে, কতই দুঃখ বিপদ, কতই অপমান লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া, এই ক্ষুদ্র বানচাল্ ডিঙ্গিটী বহিয়া জীবনের তীরে আসিয়া লাগিলাম। অর্থ অর্থ করিয়া ও মান সম্ভ্রম চেষ্টায়, নানা অনর্থ ও সঙ্কটেই পড়িলাম। হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর ও কামাখ্যা হইতে পুরুষোত্তমের ধার পর্য্যন্ত টাকা টাকা করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিলাম। যদ্দ্বারা আমাকে জ্যোতিষ্মান করিব মনে করিতাম, তাহাই আমি-কে অন্ধকারে ঢাকিয়া দিল। সংসার-অরণ্যে ভ্রমিয়া আমি-কে আমি হারাইলাম। আমি কে, এখনও জানিলাম না।

সমুদ্রের ঢেউ, যেমন, দাঁড়াইয়া থাকিলে, ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়,—তেমনি, আমি সংসারের বাজারে দাঁড়াইয়াছিলাম বলিয়া, বড়ই ধাক্কা খাইলাম। জ্বর প্রভৃতি এমন রোগগ্রস্ত হইলাম, যে ক্রমাগত দুই বৎসর শয্যাগত থাকিতে হয়। সেই সময় সকলেই বলিতেন যে, আর আমার বাঁচিবার আশা নাই। সকলের মুখই বিষাদমাখা দেখিয়া আমি, ভাবিতে লাগিলাম, —"আমি কি? আমি কে? আমি নহি কে? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব?" রোগ আমাকে নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় এই সকল কথা ভাবাইতে লাগিল। যাহা ভাবিয়া দেখিলাম তাহা এই প্রবন্ধে ও "জীবন" প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি।

আমি মনোদূরবিনে, যতবারই আমি-টিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, ততবারই উহাকে অপূর্ব্ব এক ধাঁধা বলিয়া মনে হইয়াছে। কেবল ধাঁধা নহে। উহা একটী বিস্ময়কর গোলক-ধাঁধা বলিয়া মনে হয়। আমি-র মধ্যে ধাঁধা ও গোলক,-গরল ও অমৃত। আমি-র প্রকৃত মীমাংসা হইলেই, মানব আত্মার সব ধাঁধা মিটিয়া গেল। সব ধাঁধা মিটিয়া গেলেই,—না রাম, না রহিম,—না বেদ, না

কোরাণ,—না কাশী না মক্কা। তখন গঙ্গা, জর্ডন ও জেম্‌জেম্‌ এই হৃদয়ে। তখন পুরী, গয়া, বারাণসী, বৃন্দাবন,—মক্কা, রোম, জেরুসালেম্‌ প্রভৃতি সকল তীর্থ ই এই আমি-র মধ্যে।

জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম,—সীতা, গার্গী, মৈত্রেয়ীর চরণ-ধূলির স্পর্শে পবিত্র মিথিলা দেশে,—বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গ জেলার অন্তর্গত, কামতৌল নামক একটী পল্লীগ্রাম আছে। উহার নিকট অহল্যা ও গৌতম স্থান এবং যাজ্ঞবল্ক্য পীঠ। সেই কামতৌলে, একটী অতি সুশোভন ও সুসজ্জিত গৃহ আছে। কর্ম্মোপলক্ষে, ঐ বাঙ্গলার বারান্দায়, দুই বৎসর পূর্ব্বে, একদিন প্রাতে বসিয়া "জীবন" নামক প্রবন্ধ লিখিতেছি, এমন সময়ে কুমারী কেট্‌ নাম্নী একজন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারিকা, অন্য এক প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" আমি বলিলাম,—"আমি জানি না।" ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন "সে কি?" আমি বলিলাম,—"সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই, ঐ প্রশ্ন লইয়া জীব ব্যস্ত রহিয়াছে, তবু,উহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। শাক্যসিংহ,সক্রেটাস্‌,—শ্রীকৃষ্ণ, ঈশা,—জনক, গার্গী প্রভৃতি সকলেই ঐ প্রশ্নটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তবু আমরা আজ পর্য্যন্তও বুঝিলাম না যে, আমি কে? আমি রাজা মহারাজার কার্য্যে, ভবঘুরের মত, অটনশীল হইয়া, স্থির ভাবে এই প্রশ্ন কি করিয়াই বা বুঝি ও বুঝাই? সকল জ্ঞানী মহাত্মারাই বলিয়াছেন,—"জানো, আমি কে?" তাঁহারা এই প্রশ্ন বুঝিতে ও বুঝাইতে সমস্ত জীবন নিয়োগ করিয়াছেন। আমিও তাঁহাদের নির্দ্দেশ প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আমি-র অনুসন্ধানে জীবন-পথে চলিয়াছি।"

সামাজিক, জাতীয়, বা, সাংসারিক বিবরণ আমি-কে বুঝিতে সাহায্য করে না। তবুও আমি-কে, দেখিতে চেষ্টা করিলেই, প্রথমতঃ, বাহিরটা এবং বাহিরের এই সকল কথা গুলিকেও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়।

পাশ্চাত্য জগতের শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক প্লেটোর গুরু সক্রেটীস্। ঐ দেশের একজন প্রধান জ্ঞানী সোলন। এই উভয়েই লিখিতেন, "আপনাকে জান।"১ ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, ডেল্‌ফির মন্দিরের "দেয়াসীর" মধ্য দিয়া একবার দৈববাণী হয় যে, "সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী সক্রেটীস্।" সক্রেটীস্‌কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন,—"উহা খুব সত্য। কেহই কিছু জানে না। তাহাদের অ-জ্ঞান যে অনন্ত, তাহাও তাহারা জানে না। কিন্তু আমি উহা জানি। অর্থাৎ আমার অ-জ্ঞানের,—না জানার কথা বেশ জানি। সেই জন্যই আমি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী।" আমি মনে করি যে, আত্মজ্ঞানই সক্রেটীস্‌কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী করিয়াছিল। আমরা কি কণামাত্র সেই জ্ঞানলাভ করিতে পারিব না?

অর সকল রথচক্রের মধ্যে, যেমন, অর্পিত থাকে, তেমনি আত্মজ্ঞানের ভিতরেই সর্ব্ব জ্ঞান কেন্দ্রীভূত। ঔপনিষদিক ঋষি বলেন,—"যিনি আত্মবিৎ, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।"২

১। "Know thy-self."

২। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ;
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥
হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"—
অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ।২।২।৮-৯।

প্রত্যেক আমি-রই, "আমি কি?" জানিবার অধিকার আছে। সংসারের সমালোচনার ভয়ে, সে পথ হইতে বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন ও সর্ব্বদেশীয় শাস্ত্রাদির সাহায্যে, এই প্রশ্নটী বুঝিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের মুখে, আমরা অনেকগুলি কথা শুনি। তাহার তাৎপর্য্য দেখা প্রয়োজন। হিব্রু শাস্ত্র বলেন ব্রহ্ম,—"সেই আমি আছি, সেই আমি আছি।"১ আরও বলেন,—"তিনি আপনার ছায়ানুযায়ী মানব আত্মাকে সৃজন করিলেন।"২ মেরী নন্দন বলেন,—"আমি ও আমার পিতা এক।"৩ ইসলামীয় কবিদের মধ্যে, "আনল্ হক্ক"৪ শব্দটী পাওয়া যায়। একজন সাধক সর্ব্বদাই বলিতেন, "আনল্ হক্ক।" ইহার অর্থ "সোঽহং।" হিন্দু ঋষি বলেন, "সোঽহমস্মি।"৫ ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন, "তত্ত্বমসি" বা "তুমিই হও সেই।" শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমিই সেই।"৬ এই সকল মহদ্বাক্যই কি মিথ্যা? ভাষার ভাঁসা অর্থই কি ঠিক, না তাহার কোন গূঢ় অর্থ আছে?

আমি কি? ইহার মীমাংসাই আত্মজ্ঞান,—আত্মবিদ্যা,—অধ্যাত্ম বিদ্যা ও বিজ্ঞান। এই অধ্যাত্ম বিদ্যা, এই আত্মজ্ঞানের

১। "And God said unto Moses, "I AM THAT I AM."—Exodus. 3. 14.

২। "And God said," Let us make man in our own image, in our own likeness."—Genesis. 1. 26.

৩। "I and my Father are one."—St John. 10. 30.

৪। হাফেজ। ৫। "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" ঈশোপনিষৎ। ১৬।

৬। "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।"—গীতা ১০।২০।

গৌরব ঘোষণার মানসেই, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"আমি বিদ্যা সমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা।"১ এতদিনে, জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্যমের কাল ফুরাইলে, বুঝিতেছি যে, বৃথা কাজে এতদিন ঘুরিয়াছি। তাই কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন,—"ওঠ! জাগ। উত্তম গুরুর নিকট যাইয়া উপদিষ্ট হও। ক্ষুরের শানিত ধারবৎ দুরতিক্রমনীয়, সেই পথকে পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন।"২ তবে কি, এতদিন, পূর্ণ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া, যাহা জানিবার জন্য, এত মেহনৎ ও ছুটাছুটি করিলাম, তাহা মিথ্যা ও বৃথা হইয়াছে?

আমি, অজ্ঞানের ঘোরে, তন্তুনাভের ন্যায়, এক বৃথা সংসারের মায়াজাল রচনা করিলাম। মাকড়্সার ন্যায়, নিজের জালে নিজেই জড়িত। তাই আমার অজ্ঞানান্ধকার অমানিশার মত এই অন্ধকারকে আরও ঘনতর করিয়া ফেলাইয়াছে। অজ্ঞানে,—মোহে,—সংযম-অভাবে,—অবশীকৃত চিত্তে,—কল্পিত সুখ ও বিদ্যার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া, আত্মঘাতির ন্যায় আচরণ করিলাম। মরীচিকায় জলচেষ্টা ও সংসারে সুখের চেষ্টা একই কথা। যেমন মতি, তেমনি গতি। যেমন বীজ, তেমনি বৃক্ষ। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। যেমন রোপন, তেমনি ফসল। মোহের বীজ,—কাম ক্রোধাদির বীজ রোপন করিয়া অমৃতের ফল কামনা বৃথা। বায়ুর বীজ রোপন করিলে, ফল হয় ঝড়। মৃত্যুর বীজ রোপন করিয়া, অ-মৃত কোথায় পাইব? কে কবে পাইয়াছে? কাম,

---

১। "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্।"—গীতা। ১০।৩২।

২। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" ৩।১৪॥

ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের সাধনে জীবন অতিবাহিত করিয়া, "আমি কি" বুঝিবার সাবকাশ পাইলাম না।

আত্মবিদ্ ও ব্রহ্মবিদ্ হওয়া একই কথা। "আমি ভাজ্‌ছি খিলে, বল্‌ছি পটল। তাতে তো সে ধন মিলে না।" আমি চলিয়াছি ইন্দ্রিয়-সুখের পথে,—"লেখা পড়া করে যে, গাড়ি ঘোঁড়া চড়ে সে"-র পথে। হঠাৎ, আত্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও ব্রহ্মজ্ঞানের কামনা করিলেই বা চলিবে কেন? আত্মবিজ্ঞানের হিন্দু আচার্য্যেরা ইহাই উপদেশ করিয়াছেন। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,—"যিনি দুঃশ্চরিত্র হইতে বিরত হয়েন নাই, যিনি শান্ত, সমাহিত হয়েন নাই,—যিনি শান্তমানস হয়েন নাই,—তিনি কেবল প্রজ্ঞা দ্বারাই ইহাঁকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয়েন না।"১ মনু বলিয়াছেন,—"যেমন কোন জলপূর্ণ চর্ম্মপাত্রে একটী মাত্র ছিদ্র থাকিলেই, সমুদায় জল বাহির হইয়া যায়, তেমনি, একটী মাত্র ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে বিশেষ ও একান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলে, তাহার আর তত্ত্বজ্ঞান থাকে না।"২ নিউটন্ প্রভৃতি জড়তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন, তবে, অজিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রকারে লাভ হইতে পারে? ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—"বিশ্বের

১। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"—
কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া কঠোপনিষৎ। ২। ২৪।

২। "ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতে পাত্রাদিবোদকম॥"—মনু। ২। ৯৯।

কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা প্রথমেই দেবতাদিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে, **সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা** কহিয়াছিলেন।"১ সেই জন্যই মনু প্রভৃতি সকলেই এই প্রকার বলিয়াছেন, যে, "যেমন সারথী রথের অশ্বসমূহকে সংযত করে, তেমনি বিদ্বান মনুষ্যেরা চিত্তাকর্ষণকারী বিষয় সমূহে ভ্রাম্যমান্ ইন্দ্রিয়গণের সংযমে যত্নবান হইবেন।" ২ মনু পুনরায় বলিতেছেন,—"তপস্যা ও আত্মজ্ঞান এই উভয়ই ব্রাহ্মণের মোক্ষলাভের হেতু। তপস্যা দ্বারা পাপাশক্তি যায় এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়।"৩ এতদ্বারা, ধর্ম্মজীবনে আত্মজ্ঞানের মূল্য কত বুঝা যাইতেছে। সামবেদীয়া তলবকার বা কেনোপনিষৎ বলিতেছেন,—"আত্মজ্ঞানের দ্বারা শক্তি লাভ হয়। আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয়।"৪

আমি কি জানা ও আমার মূল, উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, ইত্যাদির বিষয় অবগত হওয়া একই কথা। তাই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে হইলে, প্রথমতঃ, আত্মজ্ঞ হইতে হয়। আত্মজ্ঞই ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই

১। ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥—
অথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ। ১।১।১।

২। "ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥"—মনু। ২। ৮৮।

৩। "তপো বিদ্যাচ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরং।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥"—মনু। ১২।১০৪।

৪। "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যম্ বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥"—কেন। ১২।

ব্রহ্মবৎ ১,—ঈশার "পিতৃবৎ" ২ হওয়া হইল। এই আমি-কে এবং আমার মধ্যস্থিত সেই "আমি আছি-কে" জানিলেই, আমার জীবন সার্থক হয়। নচেৎ, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ইত্যাদির কথা কেবল ভেক-কোলাহল মাত্র হয়। ক্ষীণ-দোষ, বিগত-পাপ, বিশুদ্ধাত্মা না হইলে, সেই আমি ও আমির মধ্যস্থিত অনন্ত আমিকে কেহ কখনও জানিতে পারেন নাই। ইহা জানিলেই মঙ্গল। না জানিলেই মহৎ অনিষ্ট হয়।৩

আমি ইন্দ্রিয়সুখে মাতোয়ারা। আমার সময় কোথায় যে, আমি আমাকে বুঝি? বুঝিলেই বা স্মরণ থাকে কই? আমি মুখধাবন, স্নান, বেশবিন্যাস, আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চাদি করিতে বেশ সময় পাই। প্রতিদিন, প্রতিবৎসর, সমুদায় জীবন, ঐ সকল প্রিয় কার্য্যে দিতে পারি,—কিন্তু শ্রেয়ঃ যাহাতে হয়,—সে আত্মপরীক্ষা,—আত্মচিন্তা,—আত্মজ্ঞানের বিষয় ভাবিবার সময় খুঁজিয়া পাই না,—করিয়া উঠিতে পারি না। আ-জন্ম সংসারে, "টো টো কোম্পানীর কাজে" বেড়ানই সাধন করিলাম,—দুই দণ্ড বসিয়া কি আর আমি র বিষয় ভাবা চলে? আমি জানিতে চাই, কত ধানে কত চাল,—কিসে কি লাভ হয়,—কিসে কত টাকা আসে। আমি জানিতে চাই উদ্ভিদ প্রস্তরের জ্ঞান,—লোক লোকান্তরের জ্ঞান। কেবল জানিতে চাহি

১। "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"—মুণ্ডক। ৩।২ ৯।

২। "Be ye therefore perfect, even as your Father, which is in Heaven, is perfect."—Math. 5.48.

৩। "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি। ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"—কেনোপনিষৎ। ১৩।

না, "আমি কি?" সেটা, বুঝি, বলপূর্ব্বক ঘুমের ঘোর,—সুখের স্বপ্ন,—আমার কল্পনার দেল্‌খোশ্‌ বাগ্‌টা ভাঙ্গিয়া দেয় বলিয়া![১]

আমি যাহাকে জ্ঞান বলি, উহা প্রকৃত জ্ঞান নহে; কারণ, উহা আত্মজ্ঞানকে স্ফূর্ত্তি পাইতে দেয় না,—বাধা দেয়। আমি যাহাকে দিবালোক বলি, উহাই গহন রজনী। আমির এই মূর্খতা জ্ঞাপন করিবার জন্যই, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গীতার এই শ্লোকটী দেখাইয়া দিতেছেন,—"সকল ভূতের পক্ষে যাহা রজনী, সংযমী তাহাতেই জাগ্রত। ভূত সকল যাহাতে (যে বিষয়ে) জাগ্রত, তাহা মুনি, (মৌনী?) জ্ঞানীর পক্ষে নিশা।"[২]

আমি, ক্ষীণদোষ না হইলেও, আমি কি, ভাবিতে ভাবিতে, যখন, দোষ কি ও গুণ কি, ভাল কি ও মন্দ কি,—আমার পক্ষে হিতকর কি ও অহিতকর কি, বুঝি, তখন, অনেক দোষ ত্যাগ করিতে পারি। দোষ, পাপ, কু-অভ্যাস, একপ্রকার বে-হিসাবী কাজ,—হিসাবের ভুল। যাহাতে অনিত্যের জন্য নিত্যকে,—দু টাকার জন্য, দু কোটীকে,—সান্তের জন্য অনন্তকে হারাই,—সে হিসাব যে ঠিক, কে সাহসী হইয়া বলিবে? আত্মপরীক্ষা ও জীবনের পথে, প্রত্যেক পদনিক্ষেপ হিসাব নিকাশের দ্বারা নিত্য চালিত করিলে, পাপ, দোষ, দণ্ডার্হ কার্য্য আর কি আমি করিতে পারি?

আমি কি, জানিতে হইলে, কেবল চিন্তা করি,—ভাবি। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,—"ভাবিতে ভাবিতে, কৃষ্ণ স্ফূরিবে অন্তরে।" কেবল ভাবিতে ভাবিতে, চিত্ত, একদিন না একদিন, সমাধিস্থ হইবে।

১। "Self-Examination is painful."—Asoka. Edict. 3.

২। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্ তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥২।৬৯।

সমাধি আর কি? আমি কেবল আমারই ধ্যানে,—স্বরূপে, অবস্থান করা। মহর্ষি পাতঞ্জলও ইহাই বলিয়াছেন।১ আত্মারূপ কাঁচকে খুজিতে খুজিতে, পরমাত্মারূপ হীরকখনির আবিষ্কার হইয়া যায়। তাই, তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে বরিষ্ট "নেজারীন্" বলিয়াছেন,"চাও, তবেই, পাইবে। খোজ, তবেই, মিলিবে। আঘাত কর, তবেই দ্বার খুলিবে।"২ কারণ,—"যে চায়, সে পায়। যে খোজে, সে পায়। যে আঘাত করে, তার নিকট খোলে।"

এতই সহজ, তবু সে দিকে আমি-র মন যায় না। চাহিলেই বৈদ্যনাথের ঔষধ পাওয়া যায়, তথাপি চাহি না, এমনই রোগ! চিন্তা করিলেই, সান্ত ও অনন্ত,—নিত্য ও অনিত্য,—সত্য ও অসত্য, বুঝিতে, দেখিতে পাই, কিন্তু তা ভাবি কই? মুসলমান কবি উমার খায়েম্ বলিয়াছেন,—"সত্য ও অসত্যের মধ্যে একটী চুল মাত্র ব্যবধান রহিয়াছে। হাঁ! এবং একটী ছোট আলেফই ("।" অক্ষর) উহার উপায়! কিন্তু উহা যদি খুজিয়া পাও, তবে, সেই রত্নভাণ্ডারের এবং সম্ভবতঃ সেই মালিকের,—সেই স্বামীর,—সেই অধিপতির লাভের উপায়ও পাইবে।"৩

১। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।"—পাতঞ্জলদর্শন।১।৩।

২। 7. "Ask and it shall be given unto you; seek and ye shall find; knock and it shall be opened unto you: 8. For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened."—St. Mathew. 7.

৩। "A hair, perhaps, divides the False and True.
Yes, and a single Alif were the clue,—
Could you but find it,—to the Treasure-house
And peradventure to the Master too."—
Omar Kheyyam.—Rubait.

প্রত্যেক জ্ঞানের তর তম, আছে,—পরিমাণ ও ক্রম আছে। আমি-জ্ঞানের ঘনীভূত সার একবারে নাই বা হস্তগত হইল। যা হাজম হয়,—পরিপাক হয়,—যাহাতে দেহ, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জার বল ও বীর্য্য বর্দ্ধন করে, তাহাই খাইতে হয়। সেই পরিমাণ অনুসারেই, দেহ পরিপাক ও গ্রহণ করে। তেমনি আমির অবস্থা অনুসারে, আত্মজ্ঞানের হীন, পাৎলা সংস্করণ বা ক্রম হইলেও চলিতে পারে। প্রথমতঃ, এই প্রকারেই উহার অ, আ, ও ক, খ, শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। শিখিতে শিখিতেই হ, ক্ষ, আপনিই আসিয়া পড়ে। সা, রি, গ, ম করিতে করিতেই কলাবৎ হয়। লিখিতে লিখিতেই লিখিয়ে হয়। টেবিলে, চেয়ারে, বুকে, পিঠে, "তে,রে, খি,টি, তে,রে,খি,টি," করিতে করিতেই বাজিয়ে হয়। ঘুস্তে ঘুস্তেই খনা লীলাবতী,—শুভঙ্কর নিউটন হইয়া পড়ে। সাধনের এমনই সিদ্ধি! যে যা ভাবে, তার তাই সিদ্ধি হয়।[১] যে যা চায়, সে তাই পায়। ইহাতে সন্দেহ কি?

আমি সংসারে ছুটাছুটী করিতে করিতে, আমাকে যা ভাবি, তা আমি নহি। সংসারের লোকেও আমাকে যা মনে করে ও বলে, আমি তা নহি। আমি-র তিনটী সংস্করণ নয়নগোচর হয়। যথা,—(১) লোকে আমি-কে যেমন দেখে, জানে ও বলে—(২) আমি আমি-কে যেমন দেখি, জানি ও বলি,—(৩) প্রকৃত আমি। আমি-র যত দুর্ব্বলতা, দারিদ্র্য, দুঃখ, কেবল, অজ্ঞানপ্রসূত,— আমি কি না জানার জন্য। জানিলেই দুঃখ সুখে,—দুর্ব্বলতা বলে, —নির্ধনতা ঐশ্বর্য্যে,—কর্কশতা রসে, সঙ্গীত-মাধুর্য্যে পরিণত হয়!

১। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

আমি কর্ত্তা,—আমি করিলাম,—আমার ধন,—আমার বিদ্যা,—আমার বাহাদুরী,—আমার বুদ্ধি ও প্রশংসা, আমার ডাঁক ও নামজারী,—আমার জমিদারী ও ব্যাঙ্কের হিসাব, ভাবিতে ভাবিতে, যে আমি-র ধ্যানে সমাধিস্থ হই,—নিরলে, স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখি যে, আমি সে আমি নহি। আমি তাহার কিছুই নহি!

আমি এই দেহ নহি। এই দেহটা আমার। তাই, আমার শরীর, আমার হস্ত, আমার পদ ইত্যাদি বলি। হস্ত আমি নহি,—পদ আমি নহি, নখ আমি নহি,—চুল আমি নহি,—অস্থি, মজ্জা, চর্ম্মও আমি নহি। আমি মাথা নহি, চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, নাসিকা নহি। তবে আমি কি?

আমি ঐ সকলের ভোগ দখলীকার। আমি এই গৃহে,—এই দেহে,—মালিকের, কর্ত্তার, অধিপতির ইচ্ছা ও অনুমতি অনুসারে আছি। আমার ইচ্ছায়, আসি নাই, থাকি নাই, যাই না। আমি গৃহস্বামীর,—জীবনস্বামীর খাস্ তালুকের প্রজা। তাঁহার ইচ্ছায় রহিয়াছি। যতদিন তাঁহার ইচ্ছা, থাকিব। তাঁহার ইচ্ছা হইলে, যাইব। কবে যে এই জীবন-পাট্টার মেয়াদ্ ফুরাইবে, তা জানি না। তবে এই পার্থিব মেয়াদটা ফুরাইবেই ফুরাইবে। সকল কথা অপেক্ষা ইহাই সুনিশ্চয় ও সুস্থির।

আমি এই দেহে আছি। এই বপুকে আমি ও আমার জ্ঞান করিয়া, কতই মোহজ আনন্দ অনুভব করি,—কতই আত্ম-প্রসাদের সহিত দর্পনে মুখখানি হেলাইয়া দুলাইয়া দেখি! এই দেহ-পশুর আমি পালক। মালিক তিনিই। আমি ইচ্ছা, প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিয়া, এই দেহে প্রবেশ ও এই জীবন গ্রহণ করি নাই। যদি স্বাধীনতা থাকিতো, তবে, হয়তো এই দেহের

পনিষৎ, ভৃগুবল্লীনামা তৃতীয়া বল্লীতে,[১] বলিয়াছেন,—"যাহা হইতে এই ভূত সকল জাত হইয়াছে,—জাত হইয়া যাহাতে রহিয়াছে,—প্রলয় কালে যাহাতে প্রবেশ করে, তাহাকে জান। তিনিই ব্রহ্ম।"১

আমি যাহাতে হইয়াছি, রহিয়াছি, থাকিব,—যিনি এই দেহের, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়াদি কোষের সকল শক্তি ও কার্য্যকে চালিত করিতেছেন,—আমি তিনি নহি।

আমি দেহ নহি। দেহটাও আমার থাকিল না,—থাকিবে না! আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ,—আমার প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল, কেহই আমি নহি,—আমারও নহে। উহারা তাঁহারই দেখা যাইতেছে। আমি সৃষ্টি করি নাই,—আমি শক্তিও সঞ্চার করি নাই,—আমি চালনাও করি না,—উহাদের ক্রিয়া বন্ধ করিতেও পারি না,—বন্ধ হইলে, চালাইতেও পারি না। তবে মিছে আমি, "আমার আমার," বলিয়া, বৃথা মায়া বাড়াইয়া, আত্মপ্রতারিত হই কেন?

আমি-কে বিশ্লেষ করিতে করিতে দেখি যে, আমি খুব ছোট ও সংযত হইয়া পড়িতেছি। কোনও প্রদেশে জরীপ বন্দোবস্ত হইলে, যেমন, উচ্ছৃঙ্খল ভূম্যধিকারীর জমির সীমা হ্রাস হইয়া আইসে,—তেমনি, আত্মপরীক্ষা ও আত্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হইলে, অহঙ্কার অভিমান কর্তৃক অতি স্ফীত এই আমিটা, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া, ক্রমশঃ জ্যামিতির বিন্দুতে পরিণত হই। তখন অণুবীক্ষণ না হইলে আর আমি-কে খুজিয়া পাই না।

১। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি॥" ৩।১

আমি অহঙ্কারে স্ফীত। স্ফীতি মৃত্যুর লক্ষণ। আমিটার স্ফীত শব বিশ্লেষ ও ব্যবচ্ছেদ করিয়া, দেখি যে, আমি ক্রমশঃ হস্তপদ গুটাইতে গুটাইতে দেহ-শূন্য হইয়া পড়ি। সাকার দেহটা খোদার খাশির মত ফেঁপে ফুলে একাকার। তাহাতে আবার অহঙ্কার ভিতর হইতে উহাকে আরও ফুলাইয়া তুলে। কেটে, ছেঁটে, যাহা অবশেষ থাকে, তাহা ধরিতে ছুইতে পাওয়া যায় না। এত বড় আমিটা, দেখিতে দেখিতে, অতি ছোট হইয়া গেল,—বিন্দুতে পরিণত হইল। মাতৃগর্ভে আসি, বিন্দু আকারে। এখনও সেই বিন্দুই আমি,—হয়েছি ও রয়েছি। অকারণ স্ফীতি তো কমিল,—অহঙ্কার কি কমিবে না? "অহঙ্কার নয় ধনে,—অহঙ্কার মনে।" অহঙ্কার কারণশূন্য!

আমি দেহ নহি। আমি ইন্দ্রিয়ও নহি। তবে, উহাদের চক্রে পড়িয়া, আমি জড়ীভূত হইয়া পড়ি কেন? থাকি কেন? খালি হিসাবের ভুল! বে-হিসাব বলিয়া, হিসাব ভুলে থাকি বলিয়াই,—আমি ভোলা।

আরও একটা কথা। দেহখানি আমি না হইলেও, দেহ তো আমি-র সঙ্গী,—ইয়ার! এক সঙ্গে থাকি,—একত্রে বেড়াই, ইয়ারকি দি,—তাই সে আমাকে ছাড়ে না। তাই, সে তাহার নিজ-সুখ চেষ্টাতে আমাকেও নিযুক্ত ও অভ্যাস-বশতঃ অনুরক্ত করে। হিসাব ভুলিয়া যাই বলিয়াই, সে আমার গলায় হাত দিয়া,—বন্ধুতার নিগড়ে বাঁধিয়া,—জড়তার দিকে, পৃথিবীর ধূলীর দিকে,—ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে,—ক্রমশঃ ক্ষয় ও মরণের দিকে, এমনই ভুল ভুলাইয়া, টানিয়া লইয়া যায়!

আমার সঙ্গে দেহের দুই দিনের আলাপ। দুইদিনেই ফুরাইয়া

যাইবে। চিরদিনের তরে নহে। এমন দিন ছিল, যখন আমার এ দেহ ছিল না। মাতৃগর্ভে প্রবেশের সময় হইতে, দশ মাসে এ দেহ গঠিত হয়। বহু যত্নে ও বহু বর্ষে উহা এত পীবর হইয়া পড়িল। ছোটই হউক বা বড়ই হউক,—সুন্দর বা কদর্য্যই হউক, উহার সঙ্গে আমি-র চিরদিনের যোগ নহে,—দিন কতকের যোগ। উহার সুবিধা সুযোগ দূর হইলেই,—দেহ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় সুখ নিশ্চয় ফুরাইবে। তখন, তাহারা আমাকে ছাড়িয়া, সাংসারিক বন্ধুর মত, সরিয়া পড়িবে,—স্বস্থানে প্রস্থান করিবে। তখন আমি যাইব কোথায়? আমার দশা হইবে কি? এখন, তো, দেহের ও ইন্দ্রিয়গণের কুবুদ্ধিতে পড়িয়া, আমি-কে জড়ের অধীন,—জড়ীভূত,—ক্ষয় ও মরণশীল করিলাম। তখন, আমি, দাঁড়াইব কোথায়?

আমি রথী। দেহ রথ। আমি আরোহী। দেহ অশ্ব। আমি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও চালিত করিতে পারিলেই, দেহটী ভাল ঘোড়ার মত হইল। আর ইন্দ্রিয়গণ আমাকে, উত্তেজনার দ্বারা, ক্ষণজীবী সুখের ক্রীতদাস করিতে পারিলেই, দেহটা দুষ্ট তুরঙ্গের মত হইল। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া কঠোপনিষৎ বলেন,—

"আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী, এবং মনকে রশনা (লাগাম) বলিয়া জানিবে। ৩।

মনীষীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, তৎসমূহে (ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপ রসাদি সংগৃহীত) বিষয় সমূহকে পথ এবং আত্মাকে ভোক্তা বলেন। ৪।

যে সর্ব্বদা অ-সমাহিতমনাঃ ও অবিবেকী হয়,—তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ সারথীর দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবশীভূত হয়। ৫।

যে সর্ব্বদা সমাহিতমনাঃ ও বিবেকী হয়,—তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথীর সাধু অশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়। ৬।

যে অবিবেকী, অসমাহিতমনাঃ ও সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই অক্ষর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না। সংসারগতিই প্রাপ্ত হয়। ৭।

যে বিবেকী, সমাহিতমনাঃ ও সর্ব্বদা শুচি, কেবল সেই সেই পদ প্রাপ্ত হয়, যাহাতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৮।

বিজ্ঞান যাহার সারথী, মন যাহার প্রগ্রহ, সেই মনুষ্য সংসার পথের পার স্বরূপ বিষ্ণুর (ব্রহ্মের) সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৯।

ইন্দ্রিয় সমুহ হইতে ইন্দ্রিয়বিষয় সমূহ শ্রেষ্ঠ,—বিষয় সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ,—মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ,—এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। ১০।

মহৎ হইতে, অব্যক্ত (জগতের বীজ) শ্রেষ্ঠ,—অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ,—পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তাহাই শেষ। তাহাই পরা গতি। ১১।

এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাঁকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন। ১২।"[১]

১। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথ মেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।

আমি দেহ নহি, সত্য। কিন্তু আমি দেহ, দেহই আমি, এই ভূলের উপরই সংসার ও সংসারের সমুদায় সংসাজা ও গণ্ডগোল স্থাপিত। দেহকে দমনে রাখিতে পারিলেই, তো, ষোল আনা গোলমাল মিটিয়া গেল। বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলই বৃথা, যদি আমি দেহকে দমনে রাখিতে না পারি, ও, দেহই যদি আমাকে চক্‌ঢাকা বলদের মত চালায়।

ভগবান্ ব্যাসদেব তদীয় মুমুক্ষু পুত্র শুকদেবকে বলিয়াছিলেন, —"জ্ঞান লাভ করিয়াও, যদি মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ না করে, তবে সে জ্ঞানে কি প্রয়োজন? জীবিত সত্ত্বেও যদি জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি

তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮ ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥ ১১ ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াঽঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥"—

কঠ। ৩য় বল্লী। ৩—১২।

অবলম্বন করা না যায়, তবে সেই বৃথা জীবনেই বা প্রয়োজন কি।"[১]

স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় আমাকে বলিতেন,—

"কি হবে সে জ্ঞানে, যাতে তাঁহাকে না পাই।
কি হবে সে ধনে, যাতে তাঁহাকে হারাই॥"

আমি যে কেন এত ভুলি, তা বুঝি না। মনটাকে এত শিখাইয়া পড়াইয়া রাখি, তবু কাজের বেলায় সে যে ভোলা, সেই ভোলা। আমি-র জ্ঞান চক্ষে যখন ঢুল আসে, তখন, দেহ ও ইন্দ্রিয় যা বলায়, তা বলি,—যা করায়, তা করি। আমি তখন আমাতে থাকি না। আমি তখন জড়স্থ, ইন্দ্রিয়স্থ। এই পাঠটা মুখস্থ, মনস্থ, হৃদয়স্থ করিয়া রাখা চাই। ভুলিলে চলিবে না!

আমি কু-অভ্যাসের ফলে,—দেহ হইতেও হীনবল হইয়া পড়ি। দেহ বলীয়ান হইয়া, সেই কু-অভ্যাসের ফাঁস গলায় দিয়া, কুক্কুরের মত,—নাকফোঁড়া ভাল্লুকের মত,—চক্-ঢাকা বলদের মত চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আমি বুঝি, আর বুঝিও না। অভ্যাসের দ্বারা অভ্যাসকে পরাজিত করা যায়। নূতন সদভ্যাসের দ্বারা, প্রাচীন কদভ্যাসকে তাড়ান যায়। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নহে। আমি চিৎ হইতে হইতেই, উবুড়্ হইতে শিখি।

তস্কর যেমন গৃহে প্রবেশ করিয়াই, চুরির সুবিধার জন্য দীপটী নির্ব্বাণ করিয়া দেয়; তেমনি, কাম, ক্রোধাদি ছয়জন তস্কর,—

১। "শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্ম্মমাচরেৎ।
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো বশী॥"—মহাভারত।
মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব। ১৫৭।

শয়তান নামধেয় শত্রু,—আমি-র জ্ঞান, স্মৃতি, বিবেক, বিজ্ঞান প্রথমে হরণ করে,—তৎপরে মন হরণ করে। মন চুরি গেলে, আমি সহজেই চোরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাই। বিগড়ান অশ্ব সারথীকে, আরোহীকে দুঃখ, বিপদ ও মরণের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, সরিয়া পড়ে। ঘরের ঢেঁকি কুম্ভির হইলে, আর প্রাণ বাঁচে কই? দেহই পর হইলে, শত্রুর কাজ করিলে,—মিত্র ও সহায় না হইলে, আমি-রও এই প্রকার দশা ঘটে।

দেহ মাটীর,—ক্ষয়শীল,—মরণশীল। উহার সুখও ক্ষণভঙ্গুর,—পেলব,—অনিত্য,—জলবিম্বের মত অল্পজীবী। দেহের অধীন হইলে, আমিও ইন্দ্রিয়ের দাস,—দেহের ধর্ম্মান্বিত ও জড়ীভূত হই। আমি অনন্তের মধ্যে বসবাস করিলেও, আমি সান্তের মধ্যে আমাকে বদ্ধ করিয়া, জড়াইয়া আমি-কে সীমাবদ্ধ,—ক্ষয়শীল ও মরণশীল করিয়া ফেলি। মহর্ষি ঈশার শিষ্য সেণ্ট পল বলিয়াছেন,—

"কামাতুর হওয়াই মৃত্যু। অধ্যাত্মপথমুখীন্ হওয়াই জীবন ও শান্তি।

ইন্দ্রিয়াসক্ত হওয়াই ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ; কারণ উহা ভগবদ্বিধির অধীন নহে ও হইতেও পারে না।

অতএব যাহারা রক্তমাংসের বশ, তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়ানুশীলন করিতে পারে না।"১

১। "For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.

Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.

So then they that are in the flesh can not please God."-
St Paul. Romans. 8. 6-8.

আমি যদি দেহই নহি, তবে, দেহের সহিত মরি কেন? দেহের ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে আমার নাশ হইবে কেন? দেহগ্রহণের অগ্রেও, তো, পিতৃশুক্রে আমি ছিলাম। তবে দেহত্যাগের পরেও, কোন না কোন সূক্ষ্ম আকারে, থাকিতে পারিব না কেন? নিশ্চয় পারি। তবে দেহেতে নিতান্ত জড়ীভূত হইয়া পড়িলে মনে হয়, যে, আমি বাঁচিব না। তখন মরণের কথা শুনিয়া ভয় পাই ও কাঁদি। মরণ! তোমার কি ভয়? তাই, এই পৃথিবীর নাম মরা,—মরলোক,—যাহাতে আমি মরি।১

আমি আছি। আমি চিন্তা করি, ভাবি, ইচ্ছা করি। আমি চলি, দেখি, শুনি, বলি। আমি শক্তি-বিন্দু। আমি চিৎ কণা। আমি চিৎ-রেখা। যখনই অনুভব করি যে, আমি আছি, ব্যতীত, —আমার অস্তিত্ব ছাড়া, আর কিছুই ধরিতে পাই না, তখনই মনে হয় যে, সেই হিব্রু শাস্ত্রের "আমি আছির"২ ছায়াতে, নমুনাতে আমি নির্ম্মিত। তখনই বুঝি কেন ঈশা বলিয়াছিলেন যে,—"আমি ও আমার পিতা এক।"৩ "আমি ঈশ্বরের পুত্র,"৪ —এবং "পিতা আমাতে, আমি তাঁতে"৫ তখনই "সোঽহং,"—"তৎত্বমসি," ৬— "আনল হক্" প্রভৃতি কথার মর্ম্ম কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

১। "পৃথিবী মরো।"—ঋগ্বেদীয়া ঐতরেয়োপনিষৎ। ১। ২।

২। "I AM that I AM."—Exodus. 3.14.

৩। "I and my Father are one."—John 10. 30.

৪। "I am the Son of God."—John. 10. 36.

৫। "The Father is in me and I in him."—John. 10. 38.

৬। "আত্মা তৎত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।"—
সামবেদীয়া ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৬। ১৪। ৩।

তখনই বুঝি যে, মহাত্মা পল কেন বলিয়াছেন যে, "আমরা ঈশ্বরের সন্তান।"১ ঋষিগণ আমি-কে, "অমৃতের সন্তান"২ বলিয়াছেন। এই আমি-কে (আমি কে ?) জানিলে, সত্য সত্যই দেহকে ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে হয়,— দেহকে আমি হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে, বাদ দিতে হয়,—সেই জন্যই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন, "যিনি ভাবগ্রাহ্য, যাঁহার নাম অ-শরীর, যিনি সৃষ্টি ও লয়ের কারণ, মঙ্গল এবং (প্রাণাদি) দেহভাগের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই দেবতাকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।"৩ সেই অনন্ত, বড়, পরম আমি ও এই ক্ষুদ্র, বিন্দু, আমি একই উপায়ে জানিতে হয়। কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে যেমন কেউটে বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি আমি-র মধ্য হইতে, তিনি প্রকাশিত হয়েন। কাঁচ খুজিতে খুজিতে কাঞ্চন পাওয়া যায়।

এই আষাড়ের নিত্যশ্রাবী ঘনাবলীর শোভাকে বর্দ্ধিত করিয়া, যখন, "মেঘলতা সঞে, তড়িতলতা জনু, হৃদয়ে শেল দেই গেল,"৪

১। "For in Him we live, and move, and have our being ; as certain also of your own poets have said, For we are also His offspring. Forasmuch then as we are the offspring of God."—The Acts. 17. 27-29.

২। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

ঋগ্বেদ। ১০ মণ্ডল। ১৩ শুক্ত। ১ম শ্লোক।

৩। "ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবং।
কলাসর্গকরং দেবং য বিদুস্তে জহুস্তনুম॥" ৫।১৪॥

৪। বিদ্যাপতি।

সেই মুহূর্ত্তেই বেদান্তের, "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং," কথাটীর অর্থ হৃদয়ে পাষাণের উপব বেখার মত, স্থিবভাবে অঙ্কিত হইল। এই বায়ুমণ্ডলেই বিদ্যুৎ রহিয়াছে। অবুঝ সংসাবকে উহাব অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিবাব জন্তই, বুঝি, চিকুর হাসিয়া চলিয়া যায়? ক্ষণপরেই, অনবধানতা প্রসক্ত সংসাব সেই বিজলীর ইসারা না বুঝার জন্য, অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধচিত্ত বজ্রনাদ আকাশবাণী করিতেছেন,—"হে মূঢ়! নিদ্রিত মানব! আমাকে তুমি ভুলিলেও, তোমাকে আমি ভুলি না। আমি আছি, বলিয়াই তুমি আছ। আমি দেখিতেছি। তুমি দেখ না। তুমি দেখিয়াও না দেখার মত, দেখ না।"

আকাশে বায়ু বহিয়াছে। বায়ুব মধ্যে তড়িৎ রহিয়াছে। তাহারও মধ্যে ওজোন, ইথার শক্তি,—আকাশ শক্তি,—ও তন্মধ্যে অনন্ত চিৎ শক্তি প্রচ্ছন্ন,—অব্যক্ত রহিয়াছেন। কবে যে সৃষ্টির আদি হইয়াছে, কেহ জানে না। এই মহাব্যোমে, যখন প্রথম কম্পন ও গতি অনুভূত হয়, তখন সেই প্রাচীন কিছুই-ছিল-না-র ঘন তমোজালের মধ্য হইতে, নবপ্রসূত জ্যোতিরেখা কম্পিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তখনও, যে নিত্যজাগ্রত চক্ষু, নয়ন মেলিয়া প্রথম জ্যোতি-লীলা সন্দর্শন করিতেছিলেন,—আজিও সেই পুরুষ পুরাতন আমাব বোগ, শোক, দুঃখ, যাতনা, হীনতা, অভাবের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া, অণু অণু করিয়া প্রাণ, বুদ্ধি, বল, আশা ও জীবন সঞ্চার করিতেছেন! এই পরব্যোমের কোন বিশেষ স্থান বিন্দুতে,— এই মহাকালের কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে, আমার আত্মা অণুটী—অব্যক্তের গর্ভে ব্যক্ত ভাবে সঞ্চার হইল, এবং অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাবে প্রসূত হইল, তাহা কে দেখিয়াছে,

—কে জানে,—কে বলিতে পারে ? আমি সেই নিত্য নব লহরীশীল চিৎ-সাগরের তরঙ্গ-তাড়িত ফেণ-কণা !

অণু, পরমাণুই আমি। অজ্ঞান,—অহঙ্কার আমি-কে, আমার শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, মাহাত্ম্যকে এত বাড়াইয়া ফেলাইয়াছে। নচেৎ পরমাণু হইতেও, বুঝি, আমি ছোট ! দেহ-বিজ্ঞান বলেন যে, আমার মত কোটি কোটি অণু পরমাণু,—কীটাণুকীট, -প্রটোপ্লাস্‌ম্ এক সূক্ষ্ম সূচিকার অগ্রভাগে থাকিতে পারে ! আমার যত প্রাণ ও চিৎ শক্তি, ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বিটপীর মত,—অটবির ন্যায়, আত্মাতে ভরা রহিয়াছে। উহা ক্রমশঃ ব্যক্ত ও বিকশিত হইতেছে। আমি-র সমুদায় চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা,—আমার আশা ও ভরসা,—ভাল ও মন্দ,—রাগ, রোষ, কাম, ক্রোধ, আদি, সেই চিৎকণার মধ্যে, সম্ভাবনার কোষ মধ্যে, সংক্ষিপ্তসার আকারে ভরা ছিল।

এই সব, অশেষ, অনন্ত, অজস্র, অসীম, স্থাবরজঙ্গমজীবজন্তুময় ব্রহ্মাণ্ডরাশি, সেই একই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-শীল, নিত্য-ক্রিয়াবান্ চৈতন্যসাগরের লহরী-উত্থিত ফেণাম্বুরাশির কণার মত প্রতীয়মান হয় ! "কত চতুরানন তোহে উপজাওল,—তোহে সামাওল,—সাগর-লহরী সমান।"১ বুদ্‌বুদের ন্যায়, "জলের বিম্ব, জলে উদয়, জল হয়ে ফের মিশায় জলে।"২ এই পরব্যোমে, মহাকাশে,—চিদাকাশেই, আমি ছিলাম,—আমি চলিতেছি, ফিরিতেছি, রহিয়াছি, ও, থাকিব। ইহার কখনই অন্যথা হইবে না,—হইতে পারে না,—কারণ আর আমাদের অন্য পন্থা নাই, ৩ —অন্য গতি নাই, গন্তব্য স্থান নাই !

১। গোবিন্দ দাস।

২। রামপ্রসাদ সেন।

৩। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" কৃষ্ণযযুর্ব্বেদীয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।৩।৮।

সেই অনন্ত চৈতন্যই আমার জন্মস্থান,—পিতৃভূমি, মাতৃভূমি, —আমার বাসগৃহ,—আমার দেশ! আমার আর দেশান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই!

আমি সাক্ষীগোপাল সদৃশ,—আলালের ঘরের দুলালের মত। আমি আছি এবং সুখভোগ করিতেছি। আমি কেন আছি, যিনি আমাকে আনিয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। তিনিই আমাকে গড়িয়াছেন। তিনিই কৈফিয়ৎ দিতে পারেন যে, আমি কেন এমন, কেন তেমন,—কেন আরও, রূপে গুণে, সুখে ঐশ্বর্য্যে, শক্তি ও মঙ্গলভাবে, ভাল হইতে পারিলাম না,—কেনই বা, পাপ হইতে পুণ্যের দিকে,—অসত্য হইতে সত্যের দিকে,—মন্দ হইতে মঙ্গলের দিকে,—মরণ হইতে অমৃতের দিকে কোমর বাঁধিয়া চলিতে যাইয়াও, শতবার পড়িয়া যাই,—উঠিতে পারি না,—ধূলায় ধূসরিত হইয়া, মলিন বদনে, ক্ষুণ্ণ প্রাণে, ঘৃণিত জীবনে, দীন হৃদয়ে, ছলছল আঁখিতে, অনন্তের পথে চলিয়া যাই! এমন জনক জননীর সন্তানের এ দুর্দ্দশা কেন?

আমি এই মাত্র জানি, যে এক অনন্ত ক্রোড় আমার জন্য অনন্ত প্রসারিত,—এক অনন্ত বক্ষ, আমার পিতার স্নেহ এবং মাতার অমৃতস্তন্য লইয়া, অনন্তকালে,—অনন্ত নিখিলে, আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন।১ ঊর্দ্ধে,—সম্মুখে,—পশ্চাতে,—দূরে, সেই পিতামাতার স্নেহহস্ত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া, বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন! তিনি আমাকে ছাড়েন না। আমি যেন তাঁহাকে না ছাড়ি। তিনি

১। "অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥"—
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।৫।১৩।

বলিতেছেন, "তুমি আমাকে ভাবিও। আমি তোমাকে ভাবিব। আমি তোমার কথা ও তোমার অভাব ভাবিব। তুমি আমাকে ভুলিলেও, আমি তোমাকে ভুলি না। আর তুমি, আমাকে ভাবিলে, আমি কি, তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি? অনন্ত বলিয়া কি, আমি হৃদয়হীন,—স্মৃতিশূন্য?"

আমি সেই পিতামাতা হইতে জাত। আমি-র মধ্যে যাহা কিছু ছিল, আছে ও থাকিবে, তাহাও সেই তাঁহা হইতে। কেবল যে ভালটাই তাঁহা হইতে, আর, মন্দটা অন্য হইতে, তাহা নহে। ভাল মন্দ, আলো আঁধার সকলই, সেই তাঁহা হইতে। কুম্ভকার কুম্ভটা মন্দ গড়িলেন বলিয়া, রোষপরায়ণ হইয়া, মন্দ কুম্ভটীকে পদাঘাত পূর্ব্বক নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। যদি করেন, তো সে গাজোরীর কথা,—অন্যায় ও অবিচারের কথা,—বিচারকের কথা নহে। আমার সাধ্য কি? সামর্থ্য কি? অনন্ত চিৎসাগরের তরঙ্গাঘাতে আমি বিপন্ন ফেনকণার মত, "কোথা হতে আসি? কোথা ভেসে যাই? ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাঁসি। কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই!"[১]

ইরাণীয় কবি ওমর্ খায়েম গাহিয়াছেন,—

"কে কুম্ভকার? কে কুম্ভ? আর একজন বলিল,—"কেন? কেহ কেহ বলেন যে, এমন একজন আছেন, যিনি পদাঘাতে হত-ভাগ্য, কদর্য্য পাত্রগুলিকে, যে সকল তিনি নিজে সুনির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই, সেই গুলিকে তিনি নরকে নিক্ষেপ করিবেন।"

১। বুদ্ধদেব। শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

বাঃ! তাও কি হয়? তিনি যে ভাল লোক! সকলেরই ভাল হবে!" ১

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা যদি সত্য হয়, যে,—"ঈশ্বর সর্ব্ব ভূতের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক মায়াদ্বারা, দারুযন্ত্রে আরূঢ়ের মত, সকল প্রাণীকে পরিভ্রমণ করাইতেছেন,"২ তবে, চাল্ চুলো না থাকা, ভবঘুরের মত, আমি এত মার্ খাই, দণ্ড পাই কেন? অন্যত্রে উক্ত এই নিম্ন-লিখিত কথা তো তবে মিথ্যাই হইয়া দাঁড়াইতেছে,—"ত্বয়া হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

সেই অনন্ত চিৎশক্তিই আমার মধ্যে ও জগতের তাবৎ পদার্থের মধ্যে কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন। তিনি কর্ত্তা। আমি কৃত। তিনি ফল দাতা। আমি ভোক্তা। "একটা শাখায় (এই দেহে) দুইটী পক্ষী পরস্পর বন্ধুতাভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। একজন মিষ্টফল ভোগ করেন। আর একজন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।"৩ আমার দোষ কোথায়? কর্ত্তৃত্ব কোথায়? আমি নিজেকে কর্ত্তা দাঁড় করাই বলিয়া এত নিষ্ঠুর ও কঠিন মার্ খাই।

১। "Who is the Potter, pray? and who the Pot?
"Why", Said another, "Some there are who tell,
"Of one who theatens He will toss to Hell—
"The luckless pots He marr'd in making!"—Rubait.

২। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"—গীতা।১৮।৬১।

৩। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশিতি॥"—ঋক।১।১৬৪।২১।
মুণ্ডক।৩।১।১। শ্বেতাশ্বত।৪।৬।

আমি কর্ত্তা সাজিতে যাইয়া এত লাঞ্ছনা, অপমান, এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা! "পুরুষ (জীব) একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া, (দেহকে আত্মা মনে করিয়া), শক্তিহীনতা (দারিদ্র্য!) বশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্ত হয়। কিন্তু সে যখন অপরটীকে (ঈশ্বরকে) ও তাহার মহিমা দেখিতে পায়, তখন সে বীতশোক হয়।"১ আমি কি বীতশোক হইবার পথে চলিয়াছি? না উল্টো পথে?

আমি ইহা নহি, উহা নহি, "নেতি, নেতি," তো অনেক বুঝিলাম। প্রকৃত আমিটা কি?

আমি দেহ নহি। আমি মনও নহি। মনটা আমার। মন আমার চিত্তের বৃত্তি,—আত্মার শক্তি বিশেষ। উহা আমার। আমি উহার স্বামী, কর্ত্তা, মনিব, অধিকারী। মন আমার সম্পত্তি। আমি মন অপেক্ষা খুব বড়। আমি স্বামী হইলেও, অনেক সময়, মন আমাকে চালায়। মন আমার বিষয়,—আমার ভৃত্য, তা ঠিক। মাঝে মাঝে মন আমাকে চালাইলেও,—আমি ভৃত্যের বশে চলিলেও, আমি মনকে দমন করিতে পারি,—সংযত করিতে পারি,—মনের কথা না শুনিতেও পারি। আমি মনের ঢের উপরে। মন আমার উপরে নহে। মন আমার তাবে। আমি মনের মত সূক্ষ্ম, অস্থূল, অজড়। আকাশে আমার ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি নাই। আমি জ্যামিতির বিন্দুর মত। আমার অস্তিত্বমাত্রই আছে।

আমি অজড় হইলেও, জড়ের মধ্যে আমার বাস। আমি জড়ের সঙ্গে যুক্ত, বিবাহিত। জড়ের সঙ্গে আমার কারবার। জড়ের

১। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"—
শ্বেতাশ্বতর।৪।৭। মুণ্ডক।৩।১।২।

সঙ্গে কারবার চালাইবার জন্য,—আমি-র জড় ভৃত্য,—জড় মধ্যস্থ,—জড় দো-ভাষী,—জড় ঘটক, জড় দালাল চাই। তা না হইলে,জড়ের জগতে, সংসারে, জড়ের বাজারে, জড়ের আফিসে, কাজ চলে না। কাজের গোমমাল হয়। সেই জন্যই, শরীর। আমি,—আমার শরীর ও জড়জগতের সঙ্গে,—অবুঝ জড় জিনিষগুলোর সঙ্গে, কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা ঠিক রাখিবার জন্য, দূতি, বার্ত্তাবাহিনী চাই। মন সেই কাজ করে। মন কথাবার্ত্তা কয়,—খবর,—বাজার ভাও আনে। স্থির করি, বিচার করি, আমি।

আমি অনেক সময়ে ঠকি। মন ভুল খবর দেয় বলিয়া। সে নিজেও ঠকে, আমি-কেও ঠকায়। তাই, সাবধানে চলিতে হয়। যা মন, তাই করিতে নাই। মনের সব কথা শুনিতে নাই। প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় বিচার করিয়া,—মনের কথা ওজন করিয়া চলিতে হয়। মন অনেক সময়ে, মরণশীল ইন্দ্রিয়গণের সুখচেষ্টার প্ররোচনায়, উদ্দীপনায়, ভুল পথে যাইতে বলে,—জড়ীভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বলে,—মরলোকেই পড়িয়া থাকিতে বলে।

সংসারের মাঝে থাকিয়া, লোকে যা বলে, তা ঠিক নহে। যা চক্ চক্ করে, তাই সুবর্ণ নহে। যা বোধ হয়, তা অনেক সময়ে ঠিক নহে। আমি দেখিতেই কর্ত্তা। তাই বলিয়া, আমি কি সত্য সত্যই কর্ত্তা? না তিনিই প্রত্যক্ষ কর্ত্তা? আমি গৌণ ভাবে, পরোক্ষ ভাবে, নিমিত্ত ভাবে কর্ত্তা। তিনিই পুরুষ! তাঁহারই পুরুষকার! আমি তাঁহার অধীন,—আমি প্রকৃতি। প্রকৃতি হইয়া, পুরুষ সাজিতে চাই বলিয়া এত মার্‌খাই,—ধাক্কা খাই,—এত কাঁদি।

আমি সিংহকুলোদ্ভব, বাৎস্য গোত্রজ, বলিলে, আমার প্রকৃত

পরিচয় কিছুই পাওয়া গেল না। সত্য বটে যে, আমার পিতৃমাতৃ চরিত্রের, পিতৃমাতৃকুলের প্রকৃতির কোন কোন অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে, আমি চিৎসাগরের মোতিবিন্দুর মত, শুক্তিজ তুল্য। সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের তরঙ্গাঘাতেই এই মুক্তা-ফলের জন্ম। আমি তাঁহাতেই জাত, স্থিত। তিনিই আমার পিতামাতা,—বিধাতা—জীবনদাতা,—কেবল এ জীবনের নহে, অনন্ত জীবনের! তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাই কোথা? যাবো কোথা? তিনিই গতি, মুক্তি, সহায়, সম্বল। অন্য গতি নাই। অন্য মুক্তি নাই। অন্য বংশ নাই। আমি ব্রহ্মপুত্র,—সচ্চিদানন্দ সন্তান। আমি সেই অমৃতের সন্তান, সেই সচ্চিদানন্দের ঔরসে ও গর্ভে জাত। আমি সেই সচ্চিদানন্দ গোষ্ঠী,—সেই সচ্চিদানন্দ গোত্র। অণু ও ব্রহ্মাণ্ড,—কীট পতঙ্গ, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ উপগ্রহ, আমার সহোদর ভাই, আত্মীয়,—আমার আপনার, মায়ের পেটের ভাই! আমি এমনই মহৎ ও বিশাল একান্নভুক্ত পরিবারে জাত! কেহই আমার পর নহেন। সকলেরই সঙ্গে আমার আত্মীয়তা,—ঘনিষ্টতা,—নিকট সম্বন্ধ। এই ভাবে যখন দেখি, তখন ছোট বড়, ধনী নির্ধন সাধু অসাধু, ভাল মন্দ, জাতিভেদ, ভেদাভেদ ভুলিয়া যাই। তখনই বুঝি যে আমি কি মহদ্বংশে জন্মিয়াছি—কি মহতো মহীয়ানের বংশধর,—কত বড় বাপের, মায়ের বেটা,—কত বড় ঘরাণা!!! তখনই বুঝি যে জড়ের নীচ সঙ্গে,—ইন্দ্রিয়গণের কু-সঙ্গে পড়িয়া কতই নীচ, লজ্জাজনক, অতএব গোপনীয় কার্য্য করি। তখন বুঝি যে আমার কি প্রকার শিষ্টাচার এবং আচরণ হওয়া উচিত! ব্রহ্মপুত্র, বাদ্‌সাহের পুত্র,—সম্রাটের সন্তান হইয়া,—সাহজাদা

হইয়া, মানব-আত্মার কি আর পশুবৎ আচরণ করা সাজে,—যোগ্য হয়,—শোভা পায়? ইহারই নাম আত্মমর্য্যাদা।

আমি কেবল মনন করি, তাহা নহে। আমি-র একটী বৃত্তি মন। ভাব অনুভব করা, ইচ্ছা করা আমার অন্য দুইটী বৃত্তি। আমি মনন করি, ভাবি, ইচ্ছা ও কার্য্য করি। এই শূন্য, বিন্দু, পরমাণু আমি এবং আমার মধ্যে গুপ্ত সেই অনন্ত আমি-কে জানিবার একই পথ। "শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মার দর্শন হয়, সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ হয়।" ১

আমি সেই অন্তর ও বাহিরে পূর্ণ, অনন্ত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের কব্জার মধ্যে। আমি যাহাই করি না, সেই অনন্ত যাহা মনন ও ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। তাই রক্ষা! নচেৎ, আমি এই সংসারকে অশেষ নরকে পরিণত করিতাম, যদি আমার অজ্ঞান ও ইচ্ছা, যা ইচ্ছা তাই, করিতে পাইত। তত্ত্বদর্শী কবি শেক্স্পীয়ার এই অনন্তের রাগিনীতে জীবনকুঞ্জকে মুখরিত ও সঙ্গীতময় দেখিয়া গাহিয়াছেন,—"আমরা বলপূর্ব্বক যাহাই করি না কেন, এক দৈব শক্তি আমাদের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন!" ২ আমি চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা ও কার্য্যে, কেবল অ-কারণ, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করি, বলিয়াই, এত কষ্ট,—এত লেঠা,—এত মুস্কিল! অনন্ত ইচ্ছা, অনন্ত শক্তি

১। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো।
মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্॥"—
শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।৪।৫।৬।

২। "There's a Divinity shapes own ends,
Rough-hew them how we will."—
Hamlet. Act V. Sc. 2

যখন জয়যুক্ত হইবেই হইবে, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত, বুঝিয়া সুঝিয়া, অনন্তের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ না হওয়া। হেমে,—প্রেমে,—হিসাব নিকাশ করিয়া,—মস্তক অবনত করিয়া,—নিজ ইচ্ছাকে, বাসনাকে, সেই অনন্ত ইচ্ছার অধীন করা, সংযত করা,—সেই অনন্ত ইচ্ছাকে জয়যুক্ত হইতে দেওয়া। ইহাই পরম জ্ঞান,—পরম সাধন,—পরম স্বার্থ,—পরম পুরুষকার! ইহাই হিসাব নিকাশ ও সতর্কতার কথা! ইহাই সুখী হইবার উপায়। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—"আত্মদমনই সুখলাভের উপায়।" ১ নিরাপদ হইবার,—বিপদ নিবারণের,- দুঃখহা সুখলাভের, আর অন্য উপায় নাই। আমি যতটা সেই "আমি আছি"-র, সচ্চিদানন্দের, ইচ্ছার অধীন হই,—ততটাই মঙ্গল,—ততটাই সুখ,—ততটাই আনন্দ। যতটা তাঁহার সৌরভ, মাধুর্য্য ও শক্তি, জীবনের মধ্যে, স্বর্গের বায়ুর ন্যায়, হিল্লোলিত হয়, ততটাই সুখ ও জীবন!

তিনিই রস।২ তিনিই আনন্দ।৩ সুখ কি, আনন্দ কি,—কি প্রকারে উহা লাভ করা যায়, জানি না বলিয়াই,—সুখ সুখ করিয়া, সংসারের মধ্যে, ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাতে, দৌড়িয়া দৌড়িয়া বড়ই দুঃখ পাইলাম,—পদে পদে ঠকিলাম,—চোট্ খাইলাম। হার মানিয়া এখন

১। "This is the greatest happiness,—to subdue the selfish thought of "I."—Udanavarga. Ch. 30. V. 21.

২। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যে বানন্দয়তি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।২।৭।

৩। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"—ঐ।৩।৬।

ভাবি,—"আর ছাই! সুখে কাজ নাই!" সেই "বাসনাতে দি, আগুণ জেলে," অমনি, "খার হয়, তার পরিপাটি।"১ ইহাই নির্ব্বাণ,—ইহা হইতেই, স্যন্দিত সেই মোক্ষ ধারা,—গঙ্গার স্রোত,—নির্ব্বাণ সুধা,—জীবনের অমৃত,—সুখের স্রোত! যত সুখকে অগ্রাহ্য করি, তাচ্ছিল্য করি ততই সে আমার পায়ে ধরে! আর যতই আমি সুখের পায়ে ধরি, ততই সুখ আমার জটে ধরে! অতএব আমি-কে একটা বিদ্যা অভ্যাস, করিতে হইবে। সেটি, ত্যাগ অনুশীলন। ইচ্ছা,—বাসনা,—কামনা, সুখচেষ্টা ত্যাগ,—বর্জ্জন,—ভুলার, বিদ্যা। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টীয়, ইস্‌লাম্ প্রভৃতি ধর্ম্মেরও, ইহাই উপদেশ। এই উপদেশ সমূহ আমার মনের কথাটার পূর্ণ সায় দিতেছে। শাক্যসিংহ বলিয়াছেন,—"ত্যাগের বিদ্যা অভ্যাস কর।"২ বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থের উপদেশ এই,—"আত্মপ্রীতি,—আমার সুখ-ইচ্ছা পূর্ণ হউক এই ইচ্ছা, নাশ কর।"৩ যদি নিজ ইচ্ছায় এ পথে চলি, তো, ভাল। নচেৎ, সেই অনাদি, অনন্ত চৈতন্য সাগরের ঢেউ, কৃপা-পবন উদয়ে, আমি-কে সজোর ধাক্কা দিয়া, বলপূর্ব্বক,—নিষ্ঠুরভাবে,—আমি-কে সেই দিকে লইয়া যাইবে! তাই, আত্মজ্ঞ হাফেজ গাহিয়াছেন,—"আমাকে মারিবার জন্য এত আয়োজন কেন? আমি তো তোমার জুল্‌ফের ফাঁদে বাঁধা! তোমার চূর্ণিত কুন্তলের ফাঁদে বদ্ধ,—আবদ্ধ, জড়িত, যে, সেই মুক্ত!" রাঢ়-কবি চণ্ডীদাস,

১। রামপ্রসাদ সেন।

২। "Practise the Art of "Giving up ."—
Fo-sho-hing-tsan-king. V. 1442

৩। "Root out the love of SELF."—Jataka. 25.

আমার মন যায় সংসারের তব্‌লার চাটীর দিকে,—বাগ বাগিচা, —নাচ গান,—গাড়ি জুড়ি,—হৈ হৈ, রৈ রৈ করার দিকে। যম, কিন্তু, আমি-র কেশ ধরিয়া, নচিকেতাকে১ বুঝাইবার ছলে, সর্ব্বদাই আমাকে বুঝাইতেছেন,—"শ্রেয় ও প্রেয় বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্ন প্রকারে পুরুষকে আবদ্ধ করে। যে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়। আর যে প্রেয়কে (সুখকরকে, আপাত-মধুরকে) গ্রহণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।১।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদিগের বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া পৃথক ভাবে, গ্রহণ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে গ্রহণ করেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ) অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করেন। ২।

হে নচিকেতঃ! তুমি রমণীয় ও আপাত-রমণীয় কাম্য বস্তু সমূহের চিন্তা ত্যাগ করিয়াছ, এবং এই, বিত্তময় পথ, যাহাতে অনেক মনুষ্যই মগ্ন হইতেছে, তাহা অবলম্বন কর নাই।৩ । * * * ।

১।—"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥ ১।
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে। ২।
স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাম্মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ।৩।
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্ প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে।৬।"—
কঠোপনিষৎ।২।১, ২, ৩, ৬।

চিন্তাহীন ও ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীব নিকট পরলোকের প্রয়োজনীয় উপায় প্রকাশিত হয় না। কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এরূপ মনে করিয়া সে পুনঃ পুনঃ আমার (যমের, মৃত্যুর) অধীন হয়।৪।"

আমি মহা পেচে পড়িয়াছি। আমি-র কল্‌কব্‌জা বিগড়াইলে, জবীন ক্ষেত্রটা ঠিক জবীপ্‌ কি প্রকাবে করি? জবীপ যন্ত্র থিয়োডোলাইটের মত, ইহার একটা অস্থায়ী ও একটা স্থায়ী মেরামত (temporary and permanent adjustment) আছে। আমি অল্প বিগ্‌ড়ান সারিতে পারি। বেশি বিগ্‌ড়ান হইলে,—রচয়িতাকে,—কারিকরকে চাই। আমি কু-অভ্যাসের বসে চলিয়া, আমি-কে এমন বিগ্‌ড়াইয়াছি, রুগ্ন ও বিকৃত করিয়াছি, যে শ্রেয় ও প্রেয় কি, উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাই না।

দেহ যন্ত্রে তিনিই যন্ত্রী। আত্মাবথে তিনিই রথী। আমি কেবল এই চেতন যন্ত্রটাকে টানিয়া লইয়া বেড়াই মাত্র! ঠিক পথে চলিবার জন্য, তিনি ভাঙ্গিয়া পিটিয়া মেরামৎ করিয়া না দিলে, আমি স্থায়ী মেরামৎ করিতে পারি না! স্থায়ী মেরামৎ তাঁহার হস্তে! তিনিই এই "চলন্তি,"—সচল রথে রথস্থ জগন্নাথ, পুরুষোত্তম! তাঁহাকে দেখিলে জীবন সার্থক হয়, মহানেরা বলেন।

আমি আমি আমি করি। দেখিতে দেখিতে, তো, সব ফুরাইল। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, কিছুই প্রকৃত পক্ষে আমার রহিল না। কেহই আমার হইল না! কেবল ব্যবহারিক সম্বন্ধ। ভোগ দখলের সম্বন্ধ। যাহা হউক, এই ভোগ দখলের মেয়াদের সময় মধ্যে,—তামাদি হইবার পূর্ব্বে, এমন একটা কিছু কামাইয়া লইতে হয়, যাহাতে ভবিষ্যতের সংস্থান ভালরূপে হয়,—আর ভাবিতে

হয় না,—আর একলা, নিঃস্ব, নিঃসহায়, বন্ধুহীন হইয়া অসীমের, অনন্তের পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে না হয়!

আমি সেই অনন্তের ইচ্ছাধীন প্রজা। অস্থায়ী প্রজা হইলেও, রাজার সঙ্গে আমির সম্বন্ধটা স্থায়ী! রাজা পিতা হইলে,—আমার,—আমাদের,—প্রজার,—সন্তানের, পিতৃধনে, পিতৃরাজ্যে কালে অধিকার হয় না কি? বুঝিলেই হইল! রাজাপ্রজা সম্বন্ধ বুঝা দূরে থাক, ও সম্বন্ধ মানিও না! মানিয়া না চলিলে,—না কাজ করিলেই, না মানা!

আমি বিন্দু। আমি শূন্য। কিন্তু আমি আছি। আমি এই অসীমেতেই হয়েছি,—অসীমেতেই স্থিত,—অসীমের দিকেই ধাবিত! চতুর্দ্দিকে অসীম-বেষ্টিত হইয়া আছি,—অসীমের সঙ্গে সম্বন্ধে যুক্ত। এই আমি শূন্য, বিন্দু হইলেও, আমার ভিতরে যখন অসীমের ভাব,—অসীম রহিয়াছেন, তখন আমিও কি অসীম নহি? অসীম না হইলে, অসীমকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি কেমনে?

আমি কিছুই নহি। কিন্তু আমার মধ্যেই সব। আমার ভিতরেই প্রকৃতির অবাক চৈতন্যের সমুদায় কথার ব্যাখ্যা রহিয়াছে,—সমুদায় সঙ্কেত ও ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে! যাহা আমার মধ্যে নাই, তাহার অর্থ (আমার জন্য), আমার বাহিরেও নাই। আমিই প্রকৃত তীর্থ। আমারই মধ্যে জেরুসালেম্,—মক্কা,—মদিনা। আমারই মধ্যে গঙ্গা, যমুনা,—জর্ডন, জেম্‌জেম্! যে স্রোতে অবগাহন করিলে, আমার আত্মা ধৌত ও বিগত-ক্লেদ হয়, তাহার উৎস,—নির্ঝর,—প্রবাহ এই আমি-র অন্তরে। আমারই মস্তকের,—হৃদয়ের,—জীবনের,—

আত্মার অন্তরতম দেশ হইতে নিস্যন্দিত, খরিত, অমৃতধারাতে স্নাত হইয়া, আমি মৃত্যুঞ্জয় হই! সে জাহ্নবী ধারা আমার শীর্ষে,— হৃদয়ে![১] পুরুষকার যে কূপোদক খনন করিয়া বাহির করে, তাহা উদ্বেল হইয়া মহাসিন্ধুর দিকে ধায় না। স্বর্গীয় পিতামহ দেব সর্ব্বদাই বলিতেন,—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম, সার কেবল গোবিন্দচরণ।" সেই আপাণিপাদ দেবতার রাসবিলাস মঞ্চ,— নিবাস ভূমি, এই আমি-রই মধ্যে!

আমি-রই মধ্যে সেই অনন্ত। আমিই সেই অনন্ত দেবের দেবালয়। আমি আমি-র ভিতরে,—জীবনের উপরে, সেই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই।

আমার দেবালয় আমিই, তিনিই। দেবালয় আর কি?

দেবালয় কি?—সাধারণ লোকে দেবদেবীর মূর্ত্তি থাকিবার আলয়কেই দেবালয় নামে অভিহিত করে। ঘটে, পটে, ধাতু, মৃত্তিকা বা প্রস্তরের মূর্ত্তিতেই দেবতা আছেন, মনে করিয়া, অনেকের চিত্ত সন্তুষ্ট। কিন্তু সকল দেশের ও সকল সময়ের, ভাবুক, চিন্তাশীল ও দার্শনিক মহাত্মাগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তাকে নিরাকার চিৎশক্তি বলিয়া এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

এই নিরাকার বিশ্বকারিকরের আলয়কেই দেবালয় বলা

১। "Oh! never yet hath mortal drunk—
A draft restorative,
That welled not from the depths of his own soul!"—
Goethe. Faust. Prologue in Heaven.

যুক্তি সঙ্গত। অন্য দেবালয় মানবহস্তনির্ম্মিত, মৃত্তিকা, ইষ্টক বা প্রস্তরাদির দ্বারা গঠিত।

আমার দেবতা "অখণ্ড-সৎ-চিৎ-আনন্দময়-বিগ্রহ।" ইহাই শ্রীচৈতন্যের উক্তি। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন যে, তিনি "ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" ১ পরব্রহ্ম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা ইহাঁকে,—

"অদ্ভূত অনন্ত পূর্ণ যাঁর মধুরিমা,
ত্রিজগতে যাঁহার কেহ নাহি পায় সীমা।"

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দেবতা সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"এই জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সমুদায়কেই পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ বিষয়াসক্তি ত্যাগ বুদ্ধির দ্বারা সম্ভোগ কর। আকাঙ্ক্ষা করিও না। ধন কাহার?"২

চিন্ময়ের চিন্ময় নিকেতন,—চেতন নিকেতন প্রয়োজন,—মনোময়,—হিরন্ময় মন্দির দরকার। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং," মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন।

আধারকে আধেয় বলিয়া ভ্রম করা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই, পৌত্তলিক বড় জাঁক্ করিয়া নিরাকারবাদীকে পরাজয় করিবার মানসে বলেন,—"ঈশ্বর কোথায় নাই? ঐ মূর্ত্তিতেও তো আছেন!" হাঁ! মূর্ত্তিতেও আছেন বলিয়াই, মূর্ত্তি ঈশ্বর নহেন। লণ্ঠনের মধ্যে বাতি আছে বলিয়াই, লণ্ঠনকে বাতি বলা সঙ্গত নহে, বা, আলোককে লণ্ঠন বলা সঙ্গত নহে। সে হিসাবে, সবই

১। ২।১।

২। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্।" ১।

ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"১ সর্ব্বময়, বিশ্বময় আমাদের দেবতার মন্দির বলিলেই আমাদের হৃদয় কৃতার্থ হয় না। কেবল ছান্দোগ্যের মত "খং ব্রহ্ম"২ বলিলেও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। তত্ত্বদর্শী ঔপনিষদিক মহর্ষি "হৃদি হ্যেষ"৩,—"প্রাণো হ্যেষ" ৪,—বলিয়া হৃদয়কে তৃপ্ত করিয়াছেন। ইনি হৃদয়ে, প্রাণে রহিয়াছেন। বৈষ্ণব ভক্ত জ্ঞানদাস ঋষিগণ অপেক্ষা ব্রহ্মকে আরও মধুরতর ও নিকটতর ভাবে অনুভব করিয়া, প্রেম বিগলিত হৃদয়ে গাহিয়াছেন,—

"আনের পরাণে, আনেব অন্তরে,
বঁধু! তুমি সে আমার প্রাণ (আমি ?)।
তিল আধ না হেরিলে, মরমে মরিয়ে,
থাকি আমি।"

জীবের প্রাণই চিন্ময়ের মন্দির,—প্রিয় বিলাস ভবন। তিনিই প্রাণ,—প্রাণমন্দিরের জীবন্ত দেবতা। তিনি মৃত দেবতা নহেন,—মৃতেরও দেবতা নহেন,—তিনি জীবের জীবন্ত দেবতা,—তিনি জীবনের দেবতা,—জীবনস্বরূপ! তিনি কেবল অন্নময় দেহে,—চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র,—বাক্যের বাক্য, হইয়া রহিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি"প্রাণস্য প্রাণঃ"৫ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি কেবল প্রাণ-মন্দিরেই রহিয়াছেন। তাহাও নহে। তিনি

১। ছান্দোগ্য।৩।১৪।১। ২। ছান্দোগ্য।৪।১০।৫।

৩। "হৃদি হ্যেষ আত্মা।"—প্রশ্নোপনিষৎ।৩।৬।

৪। "প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।"—মুণ্ডক।৩।১।৪।

৫। কেন।২।

মনোময় মন্দিরে, "মনসো মনঃ"১ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে থাকিয়া বুদ্ধি যোগাইতেছেন, "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।"২ তিনি "জ্ঞানং" হইয়া জ্ঞানময় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত,—"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।"৩

অতএব চক্ষু, কর্ণ, মন, হৃদয়, দেহ ও আত্মার মধ্যে ভগবানের দেবালয়। চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার দেবালয়। প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি চিন্তায়, প্রতি ভাবে, প্রতি ইচ্ছায়,—প্রতি কার্য্যে,—প্রতি জীবনে তাঁহার নিবাস, তাঁহার দেবালয়,—ব্রহ্মমন্দির! প্রতি নয়নে, প্রতি কুসুমে, প্রতি খদ্যোতে,—প্রতি জ্যোতিষ্কে, তাঁহারই সেই প্রিয় মুখের মঙ্গলহাসি বিকশিত রহিয়াছে! প্রতি অণু, পরমাণুতেই, তাঁহার পূর্ণ আবির্ভাব,—"বিরজ ব্রহ্মলোক,"—দেবালয় প্রতিষ্ঠিত! প্রত্যেক জীবনে,—প্রত্যেক পরিবারে, তাঁহার দেবালয় প্রত্যক্ষ করিতে হইবে,—তাঁহার "দেবালয়" নির্ম্মাণ করিতে হইবে! দেবালয়ের "সেবাইৎ", যেমন, স্বীয় মন্দিরটীকে ধৌত ও বিগতক্লেদ করিয়া রাখেন, তেমনি আমি-র হৃদয়-মন্দিরকে অশ্রুকণা দ্বারা ধৌত করিয়া, ভগবানের দেবালয়ের উপযুক্ত করিতে হইবে!

কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মকে ইহলোকে জানিলে জন্ম সফল হয়,—না জানিলে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। জ্ঞানীরা সমুদায় বস্তুতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া,

---

১। কেনোপনিষৎ।২। বৃহদারণ্যক।৪।৪।১৮।

২। গায়ত্রী।

৩। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।"—মুণ্ডক।১।১।৯।

ইহলোক হইতে উপরত হইয়া, অমর হয়েন।"১ আর জরামরণভয়সংযুক্ত জীবন লাভ করিতে হয় না! এখনকার পাঠ্য বিষয় পাঠ করিয়া, উত্তীর্ণ হইলে, আর সে পাঠশালার বিভীষিকাময় রাজ্যে, পুনঃ প্রবেশ করিতে হয় না। সেই অনন্ত চিৎশক্তিকে,—তারস্থ বা যন্ত্রস্থ তড়িৎ-প্রবাহেব মত, জীব মধ্যে নিরীক্ষণ করিলে, এবং আমার মধ্যে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যন্ত্রস্থ, ঘটস্থ, ও জীবস্থ দর্শন করিলে,—অসত্যের জীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে, জীবের জীবনের লক্ষ্য কি আর সকল হইল না?

সংসারকে ভগবৎলাভের অন্তরায় জ্ঞান করিলে চলিবে না। উহাকে ভগবানের দেবালয় মনে করিয়া, উহাকে পাপ ও মলিনতা হইতে দূরে রাখিতে হইবে। আমি-কে তাহার ব্রহ্মনিয়োজিত সেবক,—দাস, "সেবাইৎ,"—প্রহরী জ্ঞান করিতে হইবে এবং সেই বিশ্বপিতার নিত্য সেবা ও অর্চ্চনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। যেন তাঁহার কার্য্যে ক্রটী না হয়,—বিরক্তি না হয়—ক্লান্তি না হয়,—অমনোযোগ, অবহেলা না হয়,—যেন সেবাপরাধ না হয়! আমার হৃদয়কে,—জীবনকে,—সংসারকে দেবালয় করিতে হইবে, —ব্রহ্মমন্দির করিতে হইবে,—তবেই উহা আমি-র শান্তিনিকেতন হইবে,—নচেৎ নহে। আমার ভাষা, কবিত্ব, সঙ্গীত বা ঐশ্বর্য্যের দ্বারাই, আমার দেবালয়, ব্রহ্মমন্দির, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

১। "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" ।১৩।

যেন সংসার-সংগ্রাম-শ্রান্ত নরনারী, ইহার সুশীতল ছায়ার নিকট আসিবামাত্রেই, কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারেন,—যেন এই দেবালয়ের দ্বার হইতে সংসারের অতিথি অভুক্ত ফিরিয়া না যান,—যেন আমার স্নেহাভাব বশতঃ, তাঁহারা তৃষিত, অতৃপ্ত হইয়া না যান,—যেন আমার পবিত্র হৃদয়-দ্বার সদাই উদার ও উন্মুক্ত থাকে এবং আমিও দেখি ও সকলেই দেখে যে, আমার হৃদয়ে প্রকৃত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,—আমার দুঃখ-পাপে মলিন প্রাণ দেবালয়ের হিরণ্ময় আভাতে প্লাবিত হইয়াছে। যেন এই প্রকার দেবালয়ের সৌরভে ও পুষ্পনিশ্বাসে ভবমরুও আমোদিত হইয়া উঠে! এই প্রকার মন্দির স্থাপনা করাই আমার পক্ষে জীবনের সফলতা ও গৌরব! এই প্রকারে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইলেই, আর এ জীবন যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। ইহাই হিন্দুগণের মতে জন্মরাহিত্যের উপায়। এত দুঃখ কষ্ট, এত পাপ তাপ ভুগিয়াও, এত মার খাইয়াও, যদি এই জীবনের পাঠটা আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে এত কষ্ট, যন্ত্রণা ও এই জীবন কি বিফল হইল না? যত বার ও যত ক্ষণ না অঙ্কটা কশা যায়, তত বার, ততক্ষণ, উহা বার বার যেমন কশিতে হয়, তেমনি, যতক্ষণ জীবন সত্যের দেবালয় না হয়, ততক্ষণ আর আমি-র, আত্মার বিশ্রাম কোথায়?

এই ক্ষুদ্র জীবনে সত্যের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেই, আমার ক্ষুদ্রতা,—আমার শূন্যতা, অপদার্থতা সেই মহৎ-যশের মহিমাতে পূর্ণ হয়,—আমার জীবন অনন্ত যৌবনপ্রাপ্ত হয়,—আমি আর জরা, মৃত্যু, শোক তাপের অধীন থাকি না,—আমার নশ্বর জীবন অনন্ত জীবনের সহিত মিশিয়া যায়,—আমি

অমর হই,—অমৃতলাভ করি। তখনই বুঝিতে পারি যে, আমি ব্রহ্ম-কুমার,—অমৃতের সন্তান, ও পিতৃধনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার। এই পিতৃশক্তি অণু ও ব্রহ্মাণ্ডে,—সাধু এবং অসাধুর জীবনে সমভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। অণু অনন্তকে বলিতে পারেন,—"হে অনন্ত! তোমাকে যখন স্মরণ করি, তখন আমি যুবক হই,—অনন্ত যৌবন প্রাপ্ত হই,—আমি সুখী হই,—অমর হই!" কোনও শাস্ত্র, স্মৃতি, তন্ত্র, মন্ত্র, বা, মনুষ্যের মতামত আমার পিতার সহিত আমি-র সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারে না,—পিতামাতার ক্রোড় ও সন্তানের মধ্যে দাঁড়াইতে পারে না। তখন সমুদয় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়,—সর্ব্ব সংশয় দূর হয়,—সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় হয়। তখনই মানব-আত্মা বলে,—"হে জ্যোতির্ম্ময়! আমি তোমার জ্যোতিতে অন্ধ হইলাম,—আত্মহারা হইলাম!" তখনই আত্মা প্রেমানলে, পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়া, অক্ষয়, অজর, অমর, জীবনলাভ করে!

এই এক দেবালয়। আর এক দেবালয়, তিনিই স্বয়ং। "স্বে মহিম্নি",১ তিনি বিরাজিত। ব্রহ্মকে ধারণ করিবে কে? তিনি নিজেই এই সমুদয়কে,—আকাশ ও কালকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম তাঁহাকে ধারণ করিতে অক্ষম। অনন্তকে অনন্তই ধারণ করিতে পারেন। দুইটি অনন্ত কল্পনা না করিলে, অনন্তের আলয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা হইলেই, অনন্তের অনন্তত্ব লোপ পাইল। ব্রহ্ম নিজেই নিজের উপমান। তিনি নিজেই নিজের আলয়,—আপনিই আপনার মহিমাতে বিরা-

১। ছান্দোগ্য।৭।২৪।১।

জিত। তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মমন্দির। তিনি নিজের মহিমাতে, "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান" হইয়া বিরাজিত এবং তাঁহাতেই সৃষ্ট আমরা সকলে হইয়াছি, রহিয়াছি, চলিয়াছি, ফিরিতেছি ও থাকিব! তিনি নিজেই নিজের কাবা,—কৈলাস,—বৈকুণ্ঠ!

তিনি সর্ব্ব বস্তুর ও বিষয়ের সমুদয় সত্ত্বকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি যেমন আমাতে, আমিও তেমনি তাঁহাতে রহিয়াছি। আমি যেমন তাঁহার মন্দির, তিনিও তেমনি আমার মন্দির। তাঁহাকে লইয়াই আমি। আমাকে লইয়াই তিনি। এই প্রকারে দেখি যে, এই বিশ্বমন্দিরে,-এই—বিশ্বেশ্বর মন্দিরে,—ব্রহ্ম ও জীবে, জীবে ও ব্রহ্মে এক নিত্য যোগে যুক্ত! আহা! কি সুন্দর যোগ! কি সুন্দর দেবতা ও দেবালয়! আমরা তাঁহাকে বক্ষে ধারণা করিয়া অনন্ত হইয়া যাই, বুকটা কতই বড় হয়,—ফাটিয়া যায়! তিনি সর্ব্ব প্রকারেই অনন্ত! তাঁহার বিনয়ও অনন্ত! তাই, অনন্ত হইয়াও,—আত্মগোপন পূর্ব্বক,—শূন্য যে আমি, আমাকে এত বাড়াইয়া দিয়া, নিজে অণুর মধ্যে অণু হইয়া রহিয়াছেন! মুখোস খুলিয়া বহুরূপীকে দেখা চাই,—চেনা চাই,—ধরা চাই!!! অচেনা, অজানা মুখোস দেখিয়া, পিতামাতাকে ভুলিলে চলিবে না,—ভয় করিলে চলিবে না। আমার বাসনা,—জীবন-মন্দিরের দেবতাকে, এই পিতামাতাকে চেনা ও ধরা,—জীবনকে দেবালয় করা!

আমি দেশকালকে অতিক্রম করিতে পারি। সর্ব্বদাই জয় করিতে পারি না, তাহার কারণ, আমি আমি-কে ভুলিয়া আছি,—আমি-কে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বলিয়া।

১। "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।"—কঠ। ২।২০।

পক্ষী যেমন খাঁচার মধ্যে উতলা হইয়া বেড়ায়, বাহির হইবার পথ পায় না, তেমনি, বন্ধনছেদনের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিলে, একদিন না একদিন, এই খাঁচা হইতে পলাইবার পথ পাইবই পাইব। কিন্তু এই পিঞ্জরের মধ্যে দাঁড়ে বসাইয়া, খাবার ও জল দিয়া, যেমন, বিহগকে ভুলাইয়া, সীমাবদ্ধ করা যায়, তেমনি আমি, সংসারের আহার, নিদ্রাদি কার্য্যেই মগ্ন থাকিলে,—সন্তুষ্ট থাকিলে, আর মুক্তির পথ পাইব কি রূপে? ইহা কেবল কল্পনার, কবিত্বের, অ-কর্ম্মা, নিষ্কর্ম্মা রাজনীতির কথা নহে। মুমুক্ষুতাই মুক্তিলাভের উপায়। যে চায়, সে পায়। যে পুত্র পরিবার হইতে,—বিত্ত বৈভব হইতে, প্রিয়তর ভাবে, আত্মার মোক্ষ,—মুক্তি,—নির্ব্বাণ, কামনা করে,—তজ্জন্য, ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসিত,—লালায়িত ও চেষ্টিত হয়,—সে পায়। যেমন, নির্ঝরের উদ্দেশে তৃষিতা হরিণী ধাবিতা হয়,—তেমনি লোলজিহ্ব হইয়া যদি আমি মুক্তি প্রার্থী হই, তবে, এক দিন না এক দিন, উহা লাভ করিবই করিব। যে শুভ মুহূর্ত্তে, আমি, ক্ষণকালেরও নিমিত্ত, হঠাৎ, ঐ অবস্থায় উপনীত হই, সেই মুহূর্ত্তেই দেখি, যে, আমি মুক্ত। জড়, আকাশ আমাকে অন্যায়রূপে অবরোধ করিতে পারে না। আমি খগের মত, আকাশে, অবাধে বেড়াইতে পারি। তখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আমার সম্মুখে। দূর হইতে সুদূরে যাহা আছে, তাহা আমার কাছে আসে,—আসিতে পারে। ইহা কবিত্বের কথা নহে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। আমি দেশ কালকে নাশ করিয়া, দূরস্থ প্রিয়জনকে দর্শন, তৎসঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে পারি। আমি কাম, ক্রোধ প্রভৃতির বশে থাকি, তাই, সর্ব্বদা আত্মার এই শক্তি খেলায় না। কখন কখনও এই

ঘুমন্ত শক্তি আমি-র মধ্যে জাগে। ক্রমাগত জাগে না। সর্ব্বদাই ইহাকে জাগ্রত করিবার পথে চলিতে পারি না, তাই, সংসার-চেষ্টা এই শক্তিকে জাগিতে দেয় না। তাই, সংসার ও ধর্ম্ম, বা, আত্মজ্ঞান,—আত্মশক্তির পথ বিভিন্ন,—উল্টো!

আমি ১৩১৪ সালের ফাল্গুন চৈত্র মাসে, দারবঙ্গের মাননীয় মহারাজা বাহাদুরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সে সময়ে আমার প্রথমা কন্যা আনন্দময়ী আমার বর্দ্ধমানের বাসাতে আসন্নপ্রসবা অবস্থাতে ছিলেন। আমি ছুটী পাইলাম না। তাই বর্দ্ধমান আসিতে পাইলাম না। কিন্তু সন্তানের সঙ্গে কেবল রক্তেরই সম্বন্ধ নহে। আত্মা হইতেই সন্তান পৈত্রিক অংশ লাভ করে। একদিন, ৩রা মার্চ্চ, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ, রাত্রিতে, কবি শেক্‌স্‌পিয়ারের একটী নাটক পড়িতেছি, এমন সময়ে, ঘরের পাশ য়িদা রেলপথে রেলগাড়ি ভুস্‌ভুস্‌ করিয়া চলিয়া গেল। বুঝিলাম রাত্রি সাড়ে বারটা। শয্যাপার্শ্বে টেবিলের উপর ঘড়িটী, মৃদুভাবে, টিক্‌ টিক্‌ করিতেছিল। অধিক জাগিলে পরদিন কার্য্য করিবার অসুবিধা হইবে বলিয়া, বাতিটী নিবাইয়া দিলাম। সেই অন্ধকারের মধ্যে, খুব জোর করিয়া চক্ষু মুদিয়া, ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম। নিদ্রা হইল না। যেই মন স্থির হইল, অম্‌নি, দেখি, কচি ছেলের,—সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে প্রবেশ করিল। উদ্গ্রীব হইয়া, শব্দের পানে শ্রবণ মন ধাবিত করিলাম। প্রকাণ্ড হাতা। তাহার পরই মহারাজার "আনন্দবাগ" উদ্যানের হাতা। অন্যদিকে মাঠ। আর একদিকে রেল। সদ্যজাত শিশুর রোদনধ্বনি, রুদ্ধ দ্বারের মধ্যে কি প্রকারে আসিয়া প্রবেশ করিল? কোথা হইতে এই শব্দ আসিল ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল,—ইহা স্বপ্ন না কি? তখনই

আমার বারান্দার পাহারাদার সিপাহিগণকে ডাকিয়া দেখিলাম। আমিও যেমন জাগ্রত, তাহারাও তেমনি। তাহারা বলিল কোন আওয়াজ শুনে নাই। তখন চক্ষু মুদিত করিয়া, ভাবিতে লাগিলাম, এ ক্রন্দনধ্বনি কোথা হইতে আসিল? হঠাৎ, বায়স্কোপের ছবির মত, জল্‌জল্‌ করিয়া, চক্ষের সামনে, একখানি কচি মুখ উদিত হইল। প্রায় ১৫ মিনিট চিত্রটী চক্ষের সম্মুখে রহিল! যেই, মনে হয়, ইহা কি স্বপ্ন, অমনি সিপাহিগণকে ডাকিয়া দেখি, না, আমরা সকলেই জাগ্রত! ফের, সেই ছবি, চক্ষের সামনে, যেন, একটী আভার মধ্যে নাচিতেছে! অনেক ভাবনার পর মনে হইল, শিশুর ললাট, চক্ষু ও মুখ, আমার জামাতা শ্রীমান্ যামিনীমোহন সরকারের মত। একান্ত মনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আনন্দময়ীর সন্তান হইয়াছে কি?" বুঝিলাম, হইয়াছে, সে ভাল আছে, কোন ভয় নাই। সেই রজনীর অবসানে উঠিয়াই যে পত্র লিখি এবং তাহার উত্তর, ডাকঘরের ষ্ট্যাম্পসহ পোষ্টকার্ড দুইটী, আমার নিকট আছে।১ আমি লিখি, "মা আমার, গত রজনীতে নাতির কপাল ও

১। আমার পোষ্টকার্ড,—

শিরোনামা,—Srimati Anandamayee Sarkar.
C o H. Sinha. Esq
Amirchand Baboo's Balakhana.
Shyambazar. Burdwan.

Darbhanga.	Burdwan.	
	6 am. Dely.	
4. Ma. 07.	5. Ma .07.	

পত্র,—

My mother. Monday. Darbhanga 4 3. 07.

I saw last night, in a dream, as it were, the face of my grandson, his forehead and face, like Jamini's. Is he born? * * Yours afily Hem.

মুখ, স্বপ্নের মত, (ঠিক স্বপ্ন নয় !), দেখিলাম, ঠিক যেন যামিনীর মত। নাতি হইয়াছে না কি ?"

আমার কন্যাকে আমি মা বলিয়া ডাকিয়া, শিশুকালের হারান মা'র খেদটা কতক পরিমাণে মিটাই। আমার মা উত্তর দিলেন,— "তোমার পত্র এখনই পাইলাম। তোমার স্বপ্ন মিথ্যা নহে। কিন্তু নাতি নাতিনীতে পরিণত হইয়াছে। আমরা প্রসবের পরই তোমাকে তার দিয়াছি। তুমি কি টেলিগ্রাফ্ পাও নাই ?"১ হিন্দুগৃহে ভাল করিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা হয় নাই বলিয়া, আনন্দের ইংরাজি ভাল নহে।

ঠিক, যে সময়ে বর্দ্ধমানে প্রসব হয়, সেই ৩রা মার্চ্চ ১৯০৭, খৃঃ, রাত্রি সাড়ে বারটার সময়েই আমি এই দৃশ্য দারবঙ্গে বসিয়া দেখি ও তখনি জাত শিশুর ক্রন্দন শব্দ শুনিতে পাই। পৃথিবী শুদ্ধ একদিক

১। আমার কন্যার কার্ড,—

শিরোনামা, Baboo Hemendranath Sinha

Submanager.

Durbhanga B. N. Ry.

Rajbati-Bardwan	Darbhanga
5. Ma. 07.	2-30 p. m.
5-45 p. m.	6. Ma. 07.

পত্র,—

Shambazar.
Amarchand Bati.
Bardwan. 5th March 07.

My dear father,

Your letter reaches here just now. Your dream is not false, but the grandson now stands out as a granddaughter. We wired you after the delivery. Have you not got the Telegram ? * *

Yours affly Ananda.

হইলেও, আমার সে দৃষ্টির ও সে শ্রবণের সত্যতা ও উজ্জ্বলতা কখনই স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইবে না। তার পর, যখন, আমার কন্যা, নাতিনীকে দেখাইতে, দ্বারবঙ্গ আসেন, তখন দেখি যে, ঠিক সেই মুখ! তাহাকে আমি, তাই, "চিন্ময়ী" বলিয়া ডাকি।

এই এক ঘটনা ছাড়াও নানা ক্ষেত্রে, সর্ব্বদাই নহে,—মাঝে মাঝে,—দু ছয় মাস,—দু চার বৎসর অন্তর, এমন এক একটী ঘটনা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে, আত্মা ইন্দ্রিয়ের ধূম ও বাষ্পে কুজ্ঝটিকাগ্রস্ত না থাকিলে,—বিনা চক্ষে ও আলোকে আত্মা দেখিতে পায়,—বিনা পদক্ষেপে চলিতে পারে,—বিনা শ্রবণে শুনিতে পায়,—ভূত ও ভবিষ্যৎ কথা বুঝিতে, দেখিতে ও শুনিতে পায়। জীবনের অনেক ঘটনার মধ্য দিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি,—পরীক্ষা করিয়াছি,—এবং তাহার বিশেষ ফলভোগীও হইয়াছি। তবে যখন যুক্তাহার, যুক্তবিহার, যুক্তনিদ্র, যুক্তচেষ্ট থাকিতে পারি, তখনই! অন্য সময়ে নহে! বিদ্যুতের, চিকুরের প্রবাহের মত,—বিনা তারে,—মাঝে মাঝে, হঠাৎ, এই চিৎশক্তির প্রকাশ, দেখি, অনুভব করি এবং বিস্মিত হই। কি খাইব, কি পরিব, কি করিব, কোথায় থাকিব, ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মার সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত হইল,—জীবনের শক্তি ক্ষয় ও ব্যয় হইল! আর এই সমুদয় শক্তির অনুশীলনের সুবিধা, সুযোগ, সুশিক্ষা হইল না।

আমি ইচ্ছা করিলেই সে শক্তির প্রবাহ বহাইতে পারি না। "সে যে কখন আসে, কখন যায় গো, না পারি জানিতে।"[১]

আমি-র মধ্যে নানা শক্তি, অব্যক্ত ভাবে, অস্ফুট ভাবে, ভূমির

১। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রিয় গীতাংশ।

মধ্যস্থিত ও নয়নাতীত লিলি ও রজনীগন্ধার মত, লুক্কায়িত রহিয়াছে। উপযুক্ত ঋতুতে উহারা, যেন, মুখ তুলিয়া চাহে। বীণার তন্ত্রিতে নিক্বণের ন্যায়,—কণ্ঠের মধ্যে সঙ্গীতের ন্যায়, চিৎশক্তিসমূহ আমি-র মধ্যে ঘুমন্ত রহিয়াছে। সুদক্ষ কলাবতের অঙ্গুলী-আঘাত ও শিরা-কম্পন অপেক্ষা করে। বাজাইতে বাজা-ইতেই বাজিয়ে। সাধিতে সাধিতেই সাধক হয়। তা জানি। কিন্তু জেনেও না জানা! সাধন নাই। জীবন বৃথাই হইল!

এই শক্তি যে কেবল আমাতেই রহিয়াছে, তাহা নহে। সকল আমি-র মধ্যেই, এক প্রকৃতি। আমি এক। সকল আমি-রই মধ্যে সেই এক আমি রহিয়াছি। কেবল, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে, প্রকৃতি, জাতি, আকার, রূপ, বর্ণ, শক্তি, ব্যক্তি ভেদ মাত্র। সেই একই অনন্ত চিৎ সকলেরই মধ্যে! আমি-র ভিতর আমি হইয়া,—তুমি-র ভিতর তুমি সাজিয়া,—তাঁর মধ্যে তিনি সাজিয়া লীলা করিতেছেন,—জীব সাজিয়া নিজেই নিজের কর্ম্মভোগ করিতেছেন!

আমি ইহাও বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যে বাহিরের কার্য্যে শক্তি ক্ষয় ও ব্যয় হইলে, আত্মার ভিতরকার কোন শক্তিই খেলে না। বাহিরের উপর পর্দ্দা পড়িলে, ভিতরের পর্দ্দা খোলে। নচেৎ নহে। বাহিরের পর্দ্দা খোলা থাকিলে, উহা খোলে না। যখন, যে মুহূর্ত্তে, বাহির বন্ধ হয়, তখনই ভিতর খোলে। অপর সময়ে নহে। বাহিরের দৃশ্য, শব্দ, প্রভৃতি, বন্ধ হইলেই, ভিতরের দৃশ্য, শব্দ দেখা ও শুনা যায়। প্রথমেই এই প্রকার সাধন চাই। পরে, চক্ষু খুলিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভেক, সর্প, হিমালয়ের ভল্লুক, বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র, বন্ধ, অকার্য্য, অচল, অসম্ভব দেখিলে,—বাহিরের ঋতু ও

বাহিরের কার্য্য ফুরাইলে, আপনাআপনিই ভিতরে,—গভীর গহ্বরে প্রবেশ করিয়া, কুম্ভক করিয়া, আপনাতে আপনি থাকে,—আর আপনাকে দেহের, গর্ত্তের বাহিরে বিচরণ ও কার্য্য করিতে দেয় না। তাহারা যখন বাহিরে বিচরণ ও জীবিকা চেষ্টা করে,—তখন কখনই সে প্রকার করিতে সক্ষম হয় না। এক কালে দুই কার্য্য হয় না। হয় এই; নয় ঐ। একসঙ্গে দুই হবে না। আমরাও চেষ্টা করিলে, ঐ প্রকার করিতে পারি। আমি আমি-র ভিতরে ঢুকিলে, আর বাহিরে আমিকে অভিব্যক্ত করিতে পারি না। প্রথমে, ভিতরে ঢোকা, নীরবতা ও চিন্তা সাধন করা চাই। আমি কি, ইত্যাদি চিন্তার একাগ্রতা সাধন চাই। ভিতরের কাজটা সমাধা করিতে পারিলে, আর বাহিরের কষ্ট, গণ্ডগোল থাকে না। আমি ভিতরে,—আত্মার অন্তরে,—গ্রীনরুমের মধ্যে, যাহা সাজি, বাহিরে তাহারই অভিনয় করি!

আমি দর্শনশাস্ত্র বড় ভাল বাসি। কিন্তু বয়স গেল। আর উহা পড়া হইল না। দার্শনিক-চূড়ামণি, পিতৃবন্ধু, পূজ্যপাদ, ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে উপদেশ দিয়া বলেন,—"আর দর্শন দর্শন করে, বৃথা বেড়াইও না। তুমি যে পথে চলিতেছ, তাই চল।" এক একবার পাপ মনে বড় ইচ্ছা হয় যে, নিজেই সত্য দর্শন করি। কেবল পরের চক্ষে দেখা, পরের কানে শোনা, কোন কাজের কথা নহে। তাহাতে মন নির্ম্মল হয় না। আপনার হৃদয় হইতে, মস্তিষ্ক হইতে, সহস্রার হইতে, বিগলিত অমৃতই পবিত্র জাহ্নবী ধারা।[১] তাহাতেই অবগাহন করিতে হয়।

১। "Faust.—Are mouldy records, then, the holy springs
Whose healing waters still the thirst within?

আমি বিচিত্রতাময়। বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি, প্রকৃতি, কার্য্য, দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। হিন্দুগণ বলেন, যে, দেহ যেমন বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিন ধাতুর মিশ্রণে উৎপন্ন, আমিও, তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, গুণত্রয়ের যোগ ও মিশ্রণেই উৎপন্ন।

আমির মধ্যে একটী প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে। ভিতরে শক্তি-প্রবাহ ঘুমন্ত, নিহিত, প্রচ্ছন্ন। ভূমধ্যস্থ শক্তির নড়াচড়াতেই ভূমিকম্প,—আগ্নেয়গিরির উৎপাৎ। উপযুক্ত জাগরণ হইলে,আমিও ভূমিকম্প সংঘটন করিতে পারি। তবে, হয় না কেন? চাই কি? কুলকুণ্ডলিনীর সুষুপ্ত শক্তি জাগে না কেন? সাধন কই? পূর্ব্ববঙ্গের বাউল সঙ্গীতে আছে,—"আমি ভাজ্‌ছি ঝিঙ্গে, বল্‌ছি পটল, তাতে তো সে ধন মিলে না।" টাকা টাকা, মান মান কর্ব্বো, আর ফলের সময় চাব, আত্মার শক্তি! বাঃ! আব্দার তো মন্দ নহে! নীচের জলের কল বন্ধ না করিলে, উপরের নলে প্রায়ই জল আইসে না। আমি-র পশুভাব, কামক্রোধাদি শক্তির প্রভাব,বিনষ্ট না হইলে, আমি-র দেবভাব,—ব্রহ্মভাব,—চিৎভাব স্ফূর্ত্তি পায় না। পশুতামুখীন্ হইলে, ঈশ্বরপ্রবণতা জন্মে না। ভিতরের দরজা খুলিতে হইলে, বাহিরের দরজা বন্ধ করা চাই। বাহিরের,—ইন্দ্রিয়ের,—জড়তার, জড়ের দরজা, খোলা থাকিলে,—ভিতরের, আত্মার, চৈতন্যের দরজা খোলে না,—প্রবাহ ছুটে না,—উৎস উৎসারিত হয় না। বাধা হটাইয়া দিলে,—ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিলে,—বাক্য, চিন্তা, কার্য্য ও জীবনে, সত্যকে অনুশীলন করিলে,—নিত্য, সত্য, অনন্ত, অবি-

---

Oh! never yet hath mortal drunk a draught restorative, That welled not from the depths of his own soul!"—Goethe. Faust Prologue in Heaven.

নাশীর ইচ্ছা ও শক্তির সম্মুখে, নতজানু হইয়া, আমি-র অনিত্য, নশ্বর, মরণশীল, ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও শক্তিকে প্রণত ও রজোঃতে লুণ্ঠিত করিলে,—অম্‌নি প্রাণের মধ্য দিয়া, তড়িৎ প্রবাহের মত চিৎশক্তির তরঙ্গ পর্য্যায় ছুটে। ধাতুর তার, যেমন, বিজুলীর বাহক, পরিচালক,—তেমনি আমি চৈতন্যের তার,—সচ্চিদানন্দের ঘট,—ধারক,—বাহক,—প্রণালী,—পরিচালক,—যন্ত্রাগার !

আমি ও আমার মত কত অসংখ্য আমি-র মধ্যে, এই চিৎশক্তির প্রবাহ অনন্ত ভাবে ছুটিতেছে, কিন্তু আমরা সে বিজ্ঞান ও সে বৈজ্ঞানিক প্রণালী, প্রথা, কার্য্যবিধি, জানি না, যদ্দ্বারা এই অসীম অপচয় নিবারণ করিতে পারি। প্রত্যেক বহমানা নদীর জল-স্রোতের মধ্যে কতই জলশক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমরা উহার উপযুক্ত ব্যবহার জানি না বলিয়া, উহার অপচয় হইতেছে। তেমনি, সত্য সত্যই আমাদের মধ্যে কতই চিৎপ্রবাহ অপব্যয়িত হইতেছে। তাহার ফিকির, হদিস্ জানিলেই, উহা আমি-র, তুমির, তাঁর, ভারতের, জন সমাজের, মানব জাতির কাজে লাগান যায়,—হিত ও মোক্ষ সাধন করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য্য বিনা, অধ্যাত্ম রাজ্যে ঢোকা যায় না। কামিনী কাঞ্চনের বিড়ম্বনা হইতে আমি-কে মুক্ত করিতে না পারিলে, চিৎ শক্তি খুলিবে কেন ?

ভারতে যখন ব্রহ্মচর্য্য ছিল, সুদিনও তখন ছিল। হিন্দুদের সেই গৌরবের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আর কই ? শক্তি জাগিবে কেন ? অ-ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কি ব্রাহ্ম হওয়া যায়,—না ব্রহ্ম সাধন, ব্রহ্ম লাভ হয়,—না আত্মার শক্তি জাগে ? কবিতা, গান, উচ্চ সাহিত্য, বাগ্মিতা, হৈ চৈ, রাজনীতি, কখনই আমি-র জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। ভারতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রচার

করিতে,—প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবে ভারতের শক্তি জাগিবে। ব্রহ্মচর্য্য আত্মার সার, (manure),—আত্মার বল বৰ্দ্ধন করে। তাই কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন,—"এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন, মেধা বা বহু শাস্ত্র জানার দ্বারাও লাভ করা যায় না।"১ মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন,—"যাহার বীর্য্য নাই, সে এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ঔদাস্য ও সন্ন্যাস রহিত জ্ঞান দ্বারাও লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যে জ্ঞানী এই সমস্ত উপায়ে (বীর্য্য, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাস যুক্ত জ্ঞান সহ) যত্ন করেন, তাঁহারই আত্ম ব্রহ্মধাম, (Kingdom of Heaven ?), লাভ করেন।"২ কঠ পুনরায় বলিতেছেন,—"যে সকল কামনা মর্ত্ত্য-জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্যে মানব অমর হয় এবং এই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।" ৩ ভগবান পিপ্পলাদ মহর্ষির নিকট, সমিৎপাণি, ব্রহ্মান্বেষমাণ, ব্রহ্মপর, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ঋষিপুত্রগণ উপস্থিত হইলে, মহর্ষি আদেশ করেন, —"তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ও, শ্রদ্ধা অবলম্বন পূর্ব্বক সংবৎসর যাপন কর,

---

১। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"—
কঠোপনিষৎ। ২।২৩। মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩।২।৩।

২। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"—
মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩।২।৪।

৩। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা, যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"—কঠ। ৬। ১৪।

তৎপর যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিও, আমি যদি জানি, তবে বলিব।"১ প্রশ্নোপনিষৎ পুনরায় বলিতেছেন,—"যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আছে, এবং যাঁহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদেরই এই ব্রহ্মলোক (Kingdom of God ?)।" ২

ভারতের গৌরবের দিনে, আত্মসাধন বা ব্রহ্মসাধন যাহাই বলি, এই ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়া উদ্বোধিত হইত,—স্ফূর্ত্তি পাইত। তাই, সে সুদিনের ইতিহাস, এতই গৌরবজনক! কালে তাহার অভাব হইলে, কেবল ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে, (ছান্দোগ্য।৬।১।১।), এবং শাক্য সিংহের প্রচারের মধ্য দিয়া, বৌদ্ধগণ ভিতরে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইত। বৌদ্ধগণের মধ্যে পরে তাহাও লোপ পায়। কাজে কাজেই, বৌদ্ধ ধর্ম্মও লোপ পায়। ব্রহ্মচর্য্যের যুগ, ভারতের কি সুদিন! শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে, দেখা যায় যে, মহর্ষি গৌতম, পঞ্চালরাজ জীবল-তনয় প্রবাহণের নিকট গমন করিলে, রাজা এই প্রকার কহিয়াছিলেন,—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগণ আপৎকালে, উপযুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে, উপনয়ন শুশ্রূষাদি ব্যতিরেকে, কেবল বাক্য দ্বারা, শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক, ক্ষত্রিয়কে গুরুত্বে বরণ করিতেন। গৌতমও তাহাই করিলেন। রাজা বলিলেন,—"গৌতম, আপনি আমাদিগের অপরাধ

১। "তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎসথ। যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি।"—অথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ। ২।

২। "তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।"-ঐ। ১৫।

গ্রহণ করিবেন না। আপনার পিতামহগণ আমাদিগের অপরাধ গ্রহণ করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে, কোন ব্রাহ্মণই আপনার ন্যায় বিদ্যাগ্রহণার্থ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন নাই। আমি আপনাকে ঐ বিদ্যা প্রদান করিব। আপনার প্রার্থনা কোন্ ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয়।" ১

মহাত্মা মনু বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে একান্ত আসক্তি হওয়াতেই মনুষ্যগণ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ সমস্ত প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই, তাঁহারা অনায়াসে সকল বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।"২ মহাত্মা মনু আরও বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তিকে সর্ব্বদা শুদ্ধস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, বিদ্যারূপ নিধির প্রতিপালক সেই সাবধান বিপ্রের হস্তে আমাকে সমর্পণ কর।"৩ অন্যত্র বলিয়াছেন,—"জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে আয়ত্ত করিয়া ও মনের সংযম করিয়া এবং

১। "স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি বাচা হ
স্ম বৈ পূর্ব্ব উপযন্তি স হোপায়নকীর্ত্ত্যোবাস। ৭।
স হোবাচ তথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহা
যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং
ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি।৮।"
শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৬। ২।

২। "ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।"—২। ৯৩।

৩। "যমেব তু শুচিং বিদ্যান্নিয়তং ব্রহ্মচারিণং।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে।"-২। ১১৫।

দেহকে যাতনা না দিয়া, কোন প্রকারে, সমুদায় পুরুষার্থের সাধন করিবে।"১

শাক্যসিংহ ব্রহ্মচর্য্য, মন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সম্বন্ধে নানা উপদেশ করিয়াছেন। তিনি কামকে এই প্রকার সম্বোধন করিয়াছিলেন,—"ওরে প্রমত্ত পুরুষের বন্ধু! পাপিষ্ঠ কাম! তুই স্বকার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিস্! আমি অণুমাত্র পুণ্যপ্রার্থী নহি। যে পুণ্য কামনা করে, তুই তাহাকে যাইয়া ঐ সকল কথা বল্! তুই! আমাকে মবণের কথা বলিতেছিস্? আমি মরণ মানি না। কেন না, মরণান্তই আমার জীবন। আমি তোর কথা শুনিব না। ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিব।"২ ব্রহ্মচর্য্যের এই প্রকার আদর না জানিলে, কি, জগতে বাসনার নির্ব্বাণ ও নির্ব্বাণ সুখ প্রচার করিতে সিদ্ধার্থ সক্ষম হইতেন?

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ উপদেশ দিয়া শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত, তাঁহারই তত্ত্বজ্ঞান স্থির।"৩ অন্যের নহে। পুনঃ,—"কচ্ছপের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে জ্ঞানীরা অনায়াসে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেই, তত্ত্বজ্ঞান

১। "বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুং॥"—২। ১০০।

২। "প্রমত্তবন্ধো! পাপীয়াং স্বেনার্থেন ত্বমাগতঃ।
অণুমাত্রং হি মে পুণ্যৈরর্থো মার! ন বিদ্যতে।
অর্থো যেষান্ত পুণ্যেন তানেবং বক্তুমর্হসি।"—ললিতবিস্তর।

৩। "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"—২। ৬১।

স্থির হয়।”১ অন্যথা হয় না। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে! বৃথা চেষ্টা!

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—“সেই সকল শুদ্ধচিত্ত, কামক্রোধহীন তত্ত্বজ্ঞানীদের, কি জিবদ্দশা, কি মরণ-দশা সর্ব্ব কালেই ব্রহ্মভাব সমান থাকে।”২ সেণ্ট পল রোমানগণকে বলিয়াছিলেন,—“যে কামাতুর, সে ভগবৎবিরোধী,—ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে না।” ৩ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—“পাপ কর্ম্মাদি (কামাদিতে) আসক্ত ব্যক্তি আমার উপাসনা করে না। অতএব তাহারা দম্ভদর্পাদি অসুরত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহারা শাস্ত্র বা গুরু হইতে, জ্ঞানলাভ করিলেও, মায়া সে জ্ঞানকে হরণ করে।”৪ বড়ই সত্য এই কথা! যিনি নিজ জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই উহা জানেন। ভগবৎ “অনুকূলানুশীলনই”৫ ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্যহীন, অযুক্ত-চরিত্র হইলে যোগভ্রষ্ট হয়,—দুঃখহারী সুখ, যোগফল লাভ হয় না।” ইহাও, কহিয়াছেন,—“হে অর্জ্জুন! অত্যনশনশীল, একান্ত অনশন শীল, অতিনিদ্রালু, বা নিতান্ত জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ হইতে পারে না। যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ, নিয়মিত,

---

১। “যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।”-২। ৫৮।

২। “কামক্রোধবিমুক্তানাম্ যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্।”—৫।২৬।

৩। Romans. 8.6—8.

৪। “ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।—গীতা।৭;১৫।

৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যুক্ত, তাঁহারই দুঃখনাশী যোগসাধন হইতে পারে।”১ তথাগতেরও এই একই উপদেশ, সমুদয় বৌদ্ধ গ্রন্থময় সুবর্ণ-রেণুর মত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন,—“অনেকে, মাতৃগর্ভেই নপুংসক হয়। অনেককে খাশি করা হয়। আবার অনেকে, স্বর্গরাজ্যের অভিলাষে, নিজেকেই হিজ্‌রে (কামহীন) করে।”২ আরও বলিয়াছেন,—কামচক্ষুও বর্জ্জনীয়,—“চক্ষু যদি পাপাসক্ত করে, তো, উহা তুলে ফেল। এক চক্ষু লইয়া স্বর্গরাজ্যে যাওয়া ভাল, তবু দুই চক্ষু লইয়া নরকে যাওয়া ভাল নহে।”২ এবং “হস্ত যদি পাপ করায়, তো উহা কাটিয়া ফেল, কারণ এক হস্ত লইয়া স্বর্গে যাওয়া ভাল, তবু দুই

১। “নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥”—৬। ১৬-১৭।

২। “For there are some eunuchs, which were so born from the mother's womb: and there are some eunuchs which were made eunuchs of men; and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the Kingdom of Heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.”—Mathew. 19. 12.

৩। “And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the Kingdom God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire.”—Mark. 9.27.

হস্ত লইয়া নরকে যাওয়া উচিত নহে।"১ পল্, বৈষ্ণব সাধকগণের ন্যায়, ইহাও বলিয়াছেন যে,—"মনেতে দিয়ে ডোর কপিন, হতে হবে দীনের অধীন।"২ স্বর্গরাজ্য, অমর জীবন, অমৃত-লাভের উপায়, ঈশার মতে, ব্রহ্মচর্য্যের পথে। ব্যভিচার এবং কুচক্ষে নবনারীদর্শন নিষেধ। ৩ কর্ত্তাভজাদের একটী উক্তি এই যে, "মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্ত্তাভজা।"

এই প্রকার ব্রহ্মচর্য্যই ভারতে স্বর্গরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। আমি-র ভিতরেও যাহা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে, তুমি-তে, সমাজে, দেশেও তাহাই করিবে। আমি তো আর অন্য পথ,—অন্য আশা দেখি না,—অন্য উপায় জানি না। নরকের পথে যাইয়া, কেহ কখনও স্বর্গে উপনীত হন নাই!

এই আমি-র মধ্যে, এবং, সমাজে কোটী কোটী আমি-র মধ্যে, জলশক্তির মত কতই চিৎশক্তির অপব্যয় হইতেছে। বিজ্ঞান জানিয়া, উহাকে ব্যবহার করিতে শিখিলে, উহার দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতীয়

১। "And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go to Hell, into the fire that never shall be quenched."—
Mark. 9 43.

২। "And circumscision *is that* of the heart, *in the spirit*, and not in the letter,—whose praise is not of men, but of God."—Romans. 2. 29.

৩। "But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart."—Mathew. 5. 28.

মুক্তি অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। অধ্যাত্ম উপায়েই, ধর্ম্মের পথেই ভারতের মুক্তি হইবে! অন্য উপায়ে নহে। এই উপায়েই বেদ উপনিষদের সময়ে,—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সময়ে,—বুদ্ধদেব ও অশোকের সময়ে, ভারতের ভাগ্যনক্ষত্র উজ্জ্বলভাবে জগতের উপর শোভা পাইয়াছিল! এই অধ্যাত্ম মার্গেই ইস্‌লাম পতাকা, কাবা ও মদিনা-র পর্ব্বতশিখর হইতে, স্পেন, ফ্রান্স্, কন্‌ষ্টেন্টিনোপল্, দিল্লি, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতিতে, "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়াম্" নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং এক ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন! এই অধ্যাত্ম শক্তির কোমলতার বলেই উদ্ধত, দুর্দ্দমপ্রকৃতি, নূতনত্বের গর্ব্বে স্ফীত, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি, আজ পূর্ব্ব দেশীয় ও পুরাতন, মহর্ষি ঈশার চরণে লুণ্ঠিত! এই শক্তির বলেই আজ ব্রহ্ম, চীন, সিংহল, ও নবোদিত জাপানের রাজমুকুটের উপর কৌপিনবস্ত্র গৌতমের চিরবর্দ্ধনশীল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত!

আত্মার মধ্যে যে চিৎশক্তি রহিয়াছে, ইতর জনেরা উহাকে দেখে না। কেবল প্রতিভাশালী ব্যক্তিই দেখিয়া, এবং বুঝিয়া, উহাকে নিজের, সমাজের, জগতের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন,—জানেন। আমি তা জানি না। এইজন্যই আমিটীর ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে আকাশ জমিন্ ফরক্!

আমি চিৎ যন্ত্র। আমি যন্ত্রস্থ, বদ্ধ চৈতন্য কণা। বিজুলী যেমন, বিশেষ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারস্থ,—যন্ত্রস্থ,—ঘটস্থ, আমিও তেমনি! কোনই প্রভেদ নাই। এই কথাটী সম্যক্ প্রকারে যখন বুঝি, তখনই বুঝি যে, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষৎ কেন বলিয়াছেন,—"ইনিই বিদ্যুৎ, সর্ব্বভূতের মধু ও সর্ব্বভূতও এই বিদ্যুতের মধু। এই পরমাত্মাই অমৃত। এই

পরমাত্মাই সর্ব্বময় ব্রহ্ম।"১ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন যে এই বায়ুতে বিদ্যুৎ রহিয়াছেন। এই বায়ুর মধ্যেই ওতঃপ্রোতঃভাবে বিদ্যুৎ রহিয়াছেন। এই বিদ্যুৎ হইতেই জীবনপ্রদ ওজোন (OZone) নির্গত হয়। জীবনরক্ষক অম্লজান অপেক্ষা তাহা তিনগুণ জীবনপ্রদ (o^3)। ইটালীদেশে কোন কোনও মিউনিসিপালিটী, নির্ম্মলীকৃত (filtered) জলের মধ্যে, বিদ্যুতের প্রবাহ চালিত করিয়া, উহাকে ওজোনে পূর্ণ ও স্বাস্থ্যপ্রদ করিয়া লয়। সেই অনন্ত বিদ্যুৎ ও তন্মধ্যস্থিত জীবনধারা,—ওজোন-প্রবাহ আমি আমার আত্মার মধ্যে কি ছুটাইতে পারিব না? না। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত উহার ধারা,—ফোয়ারা কখনই খোলে না! "যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মকে বিদিত হয়েন, তাঁহারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অন্যে নহে। তাঁহাদিগের সকল লোকেই স্বচ্ছন্দ গতি লাভ হইয়া থাকে।"২

আমি যদি, চিৎযন্ত্র, তবে, আমার এত দুঃখ কষ্ট কেন? আমি সর্ব্ব দুঃখ তাপের অতীত হইতে পারিতাম,—যদি, সেই অনন্ত চিৎস্বরূপকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে সেই চিৎস্বরূপকে দর্শন করিয়া, শাক্যসিংহের মত, সর্ব্বজীবে অহিংসা ও স্নেহ করিতে

১। "ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। * *। অয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।"—২।৫।৮।

২। "তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৮। ৪। ৩।

পারিতাম, ১—কিম্বা, যদি, সেই পরমাত্মাই সর্ব্ব বস্তুরূপে রহিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় রূপে, সম্যক প্রকারে, জানিতাম। আমি তো আজীবন পাপের বৃশ্চিকদংশনময় পথেই চলিয়াছি,—সুখের, মঙ্গলের পথে, চলি কই, যে, সে সুখ, সে আনন্দ লাভ করিব? এখনও যখন প্রশংসাতে আনন্দ,—নিন্দাতে দুঃখ, ক্রোধ,—ধনে লোভ,—দারিদ্র্যকে ভয়, ঘৃণা,—মানুষের কাছে, দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ তাপ ঢাকিতে চাই,—ভোগ্য বিষয় লাভে সুখ, অলাভে নিরানন্দ রহিয়াছে,

---

১। "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥"—
ঈশোপনিষৎ। ৬—৭।

Buddha,—
"Look with friendship on the evil and on the good."—
Jataka. V. 169.

"A loving heart is the great requirement! To regard the people as an only son; not to oppress, not to destroy; not to exalt oneself by treading down others, but to comfort and befriend those in suffering."—Fo-sho-hing-tsan-king. V. 1632.

"He cares for and cherishes people more than one would an only, naked and perishing child."—
Fo-pen-hing-tsih-King. Ch. 8.

"I consider the welfare of all people as something for which I must work."— Asoka. Edict. 6.

"To attain perfection that he may profit others."—
Fo-pen-hing-tsih-king. Ch. 24.

"A friend to all creatures in the world."—
Saddharma Pundarika. Ch. 73. V. 59.

তখন, তো, কষ্টিপাথরে আমাকে কষিয়া দেখা হইয়াছে, যে, আমি দগ্ধ হেমবৎ, এখনও, শুদ্ধ ও নির্ম্মল, হইতে পারি নাই।১ ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম প্রচারক মহর্ষি মহম্মদ কোরানের এক সুরাতে উপদেশ করিয়াছেন,—“দুষ্টামি ও দুষ্টামির ভাবও পরিত্যাগ কর। যাহাদের পাপই অর্জ্জন, তাহারা যে ফল উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাই পাইবে?”২ তবে, আমি সুখ, শান্তি পাইবার কামনা করি কেন? মহাপ্রাণ মহম্মদ অন্যত্রে বলিয়াছেন,—“যাঁহারা জীবনের বৃথা আড়ম্বর এবং কামাদি ইন্দ্রিয় চর্চ্চা হইতে বিরত হয়েন, ভিক্ষা দেন, প্রার্থনা উপাসনা করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও বাক্য পালন করেন, তাঁহারাই চিরসুখের,—অনন্ত সুখের উত্তরাধিকারী হইবেন।” ৩ হজরৎ আরও বলিয়াছেন,—“যাঁহার সৎ কার্য্যের খাতায় জমা বেশি

"Bent on promoting the happiness of all created beings."
Lalita Vistara. Ch. 7.

"The words of Buddha are, even when stern, as full of pity as the words of a father to his childern."—
Questions of King Milinda. Book 45 ch. 3.Sec. 18.

"Thenceforth he devoted himself to caring for others alone."— Ditto. ch. 1. Sec. 37.

১। “শুদ্ধ নির্ম্মল যেন দগ্ধ হেম।”—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

২। "Abandon the semblance of wickedness and wickedness itself. They, verily, whose only acquirement is iniquity shall bə rewarded for what they shall have gained."—
Koran. Sura. VI. 120.

৩। "Those who abstain from vanities and the indulgence of their passions, give alms, offer prayers, and tend well their trusts and convenants, these shall be the heirs of ETERNAL HAPPINESS."—Sura. XXIII. 8.

হইবে, তিনিই সুখের জীবন যাপন করিবেন। যাঁহার জমা কম হইবে, তিনি নরকের গর্ত্তে বাস করিবেন।" ১ এ জীবনের সুখের ও উপভোগ্য প্রেয় বস্তু লইয়াই থাকিলে, আমি হৃদয়ে,—জীবনে নরক যন্ত্রণাই ভোগ করিব,—স্বর্গ সুখ কেনই বা পাইব ? ২

আমি এত দুঃখ কষ্ট পাই, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, আমি নিজ চেষ্টার দ্বারা, দুঃখের হাত ছাড়াইয়া, সুখের,—এবং যদি পারি তো,—অনন্ত সুখের অধিকারী হইব, বলিয়া। দুঃখ কষ্ট, পাপ তাপ আমার আত্মাকে ফুটাইয়া দেয়,—রসিক, রসপূর্ণ করিয়া দেয়। যেমন, রসপূর্ণ হইলে সুপক্ক দাড়িম্ব ফল ফাটিয়া যায়,—যেমন, নিদাঘের প্রচণ্ড তপন-তাপে তাপিত না হইলে, বোম্বাই, ফজ্‌রী, লেঙ্‌ড়ার মধুক্ষরণ হয় না, তেমনি, রসপুষ্টি ও রস-সঞ্চারের জন্য বিধাতা দুঃখের ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমি যা চাই, তাই পাই। চাই মানে, আমার আত্মাতে যাহার

১। "Moreover he whose balance shall be *heavy with good works*, shall lead a pleasing life : but as to him whose balance shall be light, his dwelling shall be the pit of Hell."—
Koran. Sura. cl. 4-7.

২। "The emulous desire of multiplying riches and children emlpoyeth you, until ye visit the graves. By no means, should ye thus employ your time : hereafter shall ye know your folly. Again, by no means : hereafter shall ye know your folly. By no means, if ye knew the consequence hereof with certainty of knowledge, ye could not act thus. Verily ye shall see hell : again ye shall see it with the eye of certainty. Then shall ye be examined, on that day, concerning the pleasnres with which ye have amused yourselves in this life."—Koran, Sura. CII.

প্রকৃত অভাব,—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয়,—তা পাই। তা যোগাইবার বন্দোবস্ত আপনা হইতেই কার্য্য করিতেছে। এক অদৃশ্য আকর্ষণের গুণে, লৌহ-ধূলি, লৌহরেণু যেমন, চুম্বকের দিকে দৌড়িয়া যায়,—তেমনি, আমার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে, এক অদৃশ্য টানে, আমার আত্মার দিকে টানিতে পারি। তাই ঈশা বলিয়াছেন, "চাও, তবেই পাবে। খোঁজ, তবেই মিলিবে। আঘাত কর, তবেই খুলিবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসিত হন, তাঁহারা ধন্য, কারণ তাঁহারা পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিবেন।"

আমি-র চাই কি, না ব্যাকুল চাহা, পিপাসা, পূর্ণ বিশ্বাস। তবেই যা চাই, তাই পাই। টাকা চাহিলে, টাকা পাই,—পুস্তকের অভাব হইলে, ঠিক যে পুস্তক প্রয়োজন, তাহাই হাতে আসিয়া পড়ে,—যে লোক, বা, যে, সাধু,বন্ধুব, সহবাস দরকার, তিনি আপনিই আসিয়া জুটেন,—যে অবস্থাতে উপনীত হওয়া উচিত,তাই লাভ হয়,—এমন কি, যে দুঃখ ক্লেশ,—যে পাপ, তাপ না হইলে, আমি দাঁড়াইয়া থাকিব,—অগ্রসর হইতে পারিব না,—সেই চোট্ ও সেই পতনই আমার জন্য প্রস্তুত দেখিতে পাই! প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে লুকায়িত পুরুষ, সেই অভাবের বস্তুর এমনই সুন্দর সর্‌বরাহ করেন!

আমির-মধ্যে এমন একটা আপনাপনিই হিসাব নিকাশ করিবার যন্ত্র বা বন্দোবস্ত আছে, যে, চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা হইবামাত্র, উহা আমি-তে স্থায়ী ভাবে আঁচড় মারে,—দাগ দেয়,—যেন, রেজিষ্টার্ হইয়া যায়! প্রত্যেক রোগ, যেমন, শরীরে একটা স্থায়ী দাগ রাখিয়া যায়,—তেমনি প্রত্যেক কু চিন্তা, কু ভাব, কু ইচ্ছা, কু কার্য্য আমি-র মধ্যে,—আমি তে,—আমি-র জীবনে একটা চিহ্ন,—একটা

রং রাখিয়া যায়। আমি পরকে ঠকাইলে, সেই অধ্যাত্ম বিচার-যন্ত্রের তুলা দণ্ডের নিকট আমি নিজেই ঠকি। ঠকাইতে না পারিলেও,—ঠকাইবার ইচ্ছা প্রাণে উদিত হইলেই, আমি ঠকিলাম,—প্রাণের উপর ময়লা পড়িল, -দাগ লাগিল,—আমি-কে নীচ, ছোট, প্রতারিত করিল।

কু হইতে, কু ইচ্ছা, ভাব, ও, চিন্তা হইতে, নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলেও,—মুক্ত হইবার কামনা, পিপাসা, মুমুক্ষু ভাব, উদিত হইলেই, কোথা হইতে সাহায্য পাই! কবিকুলতিলক মিল্টন গাহিয়াছেন,—"আত্মা একান্ত শুদ্ধির ইচ্ছুক হইলে, সহস্র দেবদূত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে ও রক্ষা এবং পরিচর্য্য করিবে।"১ "ধর্ম্ম হীনবল হইলে, স্বর্গের দেবতা তাঁহার নিকটে, এই মর্ত্ত্যেই নামিয়া আসিবেন।"২ আমিটাকে ফুটাইয়া, গড়িয়া তুলিবার জন্য এতই বিচিত্র আয়োজন! বিশ্বস্রষ্টার রাজ্যে অণু পরমাণুই লুপ্ত হয় না, তবে আমি একেবারে হারাইব,—ডুবিব কেন?

আত্মপরীক্ষার অভাবে আমি ভাল হইতে পারি না। আমি আত্মপ্রসাদে,—ভ্রান্ত আত্মমর্য্যাদাতে পরিপূর্ণ! কেবল পরের দোষ ও ছিদ্র দেখি। এ কেমন, ও কেমন, সে কেমন, এই বিচার ও রায় ফয়সালাতেই দিন গেল,—জীবন কাটিল! আমি-র ভিতরটা,—

১। "So dear to Heaven is saintly chastity,
That, when a soul is found sincerely so,
A thousand liveried angels lacky her,
Driving off each thing of sin & guilt."—
Comus, Line. 453. etc.

২। "Or, if Virtue feeble were
Heaven itself would stoop to her."—Do. 1022.

আমি-র দোষগুণ একবার দেখাও হইল না,—তো, সংশোধনের চেষ্টা হইবে কি প্রকারে? তাই মহাত্মা সক্রেটীশ বলিয়াছেন,— "এই প্রকার আত্মপরীক্ষা ব্যতীত জীবন জীবনই নহে।"১ তিনি আরও বলিয়াছেন,—"আত্মপরীক্ষাই মানবের উপযুক্ত পাঠ, বিচার্য্য বিষয়।"২ আমি আমার এই অশেষ অজ্ঞানের বিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। অজ্ঞানের কথা জানিলে, নিউটন, সক্রেটীসের মত জ্ঞানী হওয়া যায়। না জানিলে, মহা মুর্খ হইতে হয়।৩ তবু আমি, এই অজ্ঞানকেই জ্ঞান মনে করিয়া, এত দম্ভ করি।৪ কবে যে এই ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিবে, তা জানি না! তাই, প্রাণ-স্বামীর চরণ তরণীর পাল্ দেখিতে পাইবার আসায়, ভবের কুলে বসিয়া আছি। আমি

১। "Life without such examination is no life at all."—
Socrates. Plato. Apology. Socrates. C. 28.

২। "The proper study of mankind is man."—
Xenophon. Memorabilia. 1.1.16.

Also—
"Know, then thyself, presume not God to scan;
The proper study of mankind is man."—
Pope. Essay on Man. 2. 1.

Also "And all our knawledge is, ourselves to know."
Do. IV. 397.

৩। "The fool who knows his foolishness is wise at any rate so far. But the fool who thinks himself wise, he is a fool indeed."—Dhammapada. V. 63.

৪। "Faust.—Believe me, dearest, best beloved,
That which the world calls information,
Is often but the glitter chilling
Of vanity and want of feeling."—Goethe. Faust.

মন্দ হইলেও জানি, যে, আমি যেমন করিয়াই হউক ভালই হইব।১

আমি অতীতে ছিলাম,—বর্ত্তমানে আছি,—ও ভবিষ্যতে থাকিব। আমি ক্ষণিকের হইলেও, অনন্তেই লীন। আমি অনন্তকে জানিব,—উপভোগ করিব। কাজে কাজেই, তজ্জন্য অনন্তকাল আমার থাকা চাই, নচেৎ অনন্তকে জানিব,—ভোগ করিব,—কেমন করিয়া ? আমি অণু হইলেও,—এই ধরণীর ধূলি হইলেও,—ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে,—অনন্তে, অসীম আকাশে ও কালে, চলিয়া ফিরিয়া, তাঁহার অনন্ত-মঙ্গল ও অনন্ত-সুন্দর, শক্তি ও কার্য্য, দর্শন এবং উপভোগ করিব,—এবং, মনে মনে, ইহা সকলি আমার মায়ের,—পিতার,—অতএব, আমার, ভাবিয়া, অসীম, অতুল, অশেষ, সুখানুভব করিব। আমার সুখটাই নিত্য, অনন্ত। আমার অসুখটাই সাময়িক,—পেলব,—ভঙ্গুর। সেই অশেষ আনন্দেই আমির উৎপত্তি, স্থিতি, লয়। তবে, আর ভয় কার ? কিসের ?

আমি বিন্দু,—শূন্য ! আমি যতই সাজ সজ্জা,—দম্ভ অভিমান করি না,—যতই হীরক মরকত জড়িত হই না,—আমি শূন্য ! ছোট শূন্য, বড় শূন্য,—হীরক জড়িত শূন্য, একই, কিন্তু, যখন এই শূন্য সেই একের পার্শ্বে,—চরণে দাঁড়ায়,—তখন—তাহার মূল্য কতগুণ বৰ্দ্ধিত হয়, কোন্ গণিতকার তাহার গণনা ও পরিমাণ করিবেন ? পার্শ্বে দাঁড়াইলে, বড় হই বটে, কিন্তু, চরণে পড়িলে, খুব অসীম বড় হই। তাই শূন্য আমি, কেবল সেই একের

১। "Oh yet we trust that somehow good,
Will be the final goal of ill."—
Tennyson. In Memoriam. LIV.

চরণেই চিরদিন পড়িয়া থাকিতে চাই। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া,—নতজানু হইয়া,—চরণে পড়িয়া থাকাই, শ্রেষ্ঠ স্বার্থের সিদ্ধির উপায়।

আমি সর্ব্বোত্তম স্বার্থসিদ্ধির উপায় জানি না। কেহ কখনও তেমন করিয়া শেখান নাই। স্বার্থপরতাই স্বার্থহানি,—ঠকিবার সহজ, উত্তম, সদুপায়! স্বার্থত্যাগই সর্ব্বোত্তম মঙ্গল, সর্ব্বোত্তম স্বার্থ সাধনের উপায়। আপাতলাভের সম্ভাবনা আমাকে নীচ বুদ্ধি দেয়। স্বার্থপরতা পশুত্বের পথ। কুক্কুর, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, স্বার্থত্যাগ করিতে জানে না। সন্তান বা প্রভুর জন্য, যখন, করে, তখন আমি তাহাদিগকে নমস্কার করি। মনুষ্যের মত, পশু হইতে, পশুরাও জানে না। তাহারা প্রকৃতির বশেই চলে। মানুষ তা করিলে তো বাপের ঠাকুর হইত। মানুষ পশু অপেক্ষাও ভয়ানক জানোয়ার।১ আমি আমার এই পশুত্বকে বড় ভয় করি। আমি পশুর মত ভদ্র এবং, নিয়মের বশ, হইলে, তো, বাঁচিতাম। আমি তা জানি না। অনেক সময়ে, সাময়িক উন্মাদের বশে মানুষ গর্হিত কর্ম্ম করে। আমিও, সেই প্রকার, কামের সেবায়, অনুরোধে, দুর্ব্বল,—ক্রোধের উত্তেজনায় ভ্রান্ত,—লোভের ছলনায়, মোহের ভ্রমে, মদের মত্ততায়, হিংসার বৃথা তৃপ্তিচেষ্টায়,—নীচ, ছোট, হৈয়া যাই,—আত্মার ধন, বল ও বুদ্ধি হারাই। সাময়িক উন্মাদে, রিপুগণকে বন্ধু বলিয়া মনে হয়,– আত্মঘাতির মত আচরণকে ঠিক মনে হয়,—নিজের পায়ে নিজে কুঠার আঘাৎ করি। আমি যতটা তৃণাদপি ভাবে থাকি, ততই ভাল, মঙ্গল।

১। "Than the Brute beast Man is a beastlier Brute."—
Goethe. Faust. Prologue in Heaven.

বিনয়ই আত্মার কষ্টিপাথর। এখন বুঝিতেছি শ্রীচৈতন্য, শ্রীমদ্ভাগবত, ঈশা, "তৃণাদপি সুনীচ" ভাবের,—"অমানী মনদঃ" ভাবের, এত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কেন। উহাই যে ধর্ম্মের লক্ষণ! আমি ধর্ম্মের চিন্তা করি,—কথা কই,—চিন্তা লিপিবদ্ধ করি,—ধর্ম্মের ধার তো ধারি না। তাই তৃণাদপি ভাবের এতই অভাব! ধর্ম্ম তো কথা নহে, বক্তব্য নহে, কবিত্ব নহে, রচনা নহে। ধর্ম্ম কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্য! ধর্ম্মই জীবন,—হওয়া! তৃণাদপি হইতে পারিলে, তো, বুঝিতাম, অনেকটা পথে আসিয়াছি। "বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ, তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ!" আমার স্বর্গীয় পিতা ও মাতা সর্ব্বদাই শিখাইতেন,—"বড় হবি, তো, ছোট হ।" তা হতে পারিলাম না। তৃণাদপি হওয়া তো সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন! কিন্তু, হইতে চেষ্টা করিলেও, মহৎ হওয়া যায়।

সত্যের পথে,—ধর্ম্মের পথে,—স্বার্থত্যাগের পথে থাকাই, উচ্চ স্বার্থসিদ্ধির পথ। উহাই হিসাবের কাজ। পবিত্রতার পথই লাভের পথ। কাম, ক্রোধাদির পথ কণ্টকময়,—পাপময়, —বিষময়! স্বার্থপরতার পথ মরণের পথ। স্বার্থত্যাগই জীবন-লাভের পথ। জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ সিদ্ধিলাভের উহাই পথ। সংসারের পাস্ ফেল্টা কিছুই নহে। সংসার যাহাকে অকৃতকার্য্যতা বলে, তাহার মধ্যেই উত্তম কৃতিত্বের বীজ থাকিতে পারে। স্বার্থ স্বার্থ করিয়া মানুষ আত্মার উপরে, সংসারের ধূলি, কর্দ্দম, লেপন করে। স্বার্থত্যাগের দ্বারা, সেই আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া দিলেই, অনন্ত ফল লাভ করি। আপনার জন্য পুঁটুলি বাঁধিতে যাইয়া দেখি, সর্ব্বস্বান্ত হই। পরের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিলে, জীবন ধন্য হয়। কেবলই নিজের সুখ সুখ করিয়া, দুঃখ

লাভ করি। পরকে সুখ দিতে পারাই, সুখী হইবার, সহজ, সুলভ, রাজকীয়, পথ, উপায়। আমি অসুখী। কিন্তু, তোমার সুখে সুখী হইতে জানিলে, তো, মোফৎ, বিনা মূল্যে, খানিকটা সুখ অর্জন করিলাম, বিনা ব্যয়ে, বিনা মেহনতে, বিনা পরিশ্রমে, তোমার জুড়ি চৌঘুড়িতে চড়ার, সুখের, খানিকটা সুখ, আমার করিয়া লইলাম। এটা যেন ফাও পাইলাম। এ কেমন উপরি রোজগার বল দেখি? তাই বুদ্ধের ত্যাগে, তিনিও লাভবান,—ও, জগৎও লাভবান। ঈশা, মহম্মদের ত্যাগে মানব জাতিই লাভবান।১ ঈশা বলিয়াছেন,—"বড় হতে হলে, ছোট হতে হবে। ছোট হলে, বড় হবে।" এবং "শেষই প্রথম হবে। প্রথমই শেষ হবে।"২ আমি যতই ছোট হই, ততই বড় হইয়া পড়ি!

১। "So true it is, what I then said, that the Fraction of Life can be increased in Value, not so much by increasing your Numerator, as by lessening your Denominator. Nay, unless, my Algebra deceive me, Unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wages Zero, then; thou hast the world at thy feet. Well did the Wisest of our time write,—"It is only with Renunciation (Entsagen) that Life, properly speaking, can be said to begin."—

Thomas Carlyle. Sartor Resartus II. Ch IX.

২। "11. But he that is greatest among you shall be your servant.

12. And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted."—

Mathew. 23.

"16. So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen."—Mathew. 20.

আমি যতই বড় হইতে চাই, ততই ছোট হইয়া পড়ি! অধ্যাত্ম রাজ্যের ইহাই বিধি! এই দুর্গতির দিনে ভারতীয় গুরু মনুষ্যের মাথায় পা দেন! কিন্তু মহর্ষি ঈশা শিষ্যদের চরণ ধৌত করিয়া দিয়া, (জন্। ১৩। দেখ।), চিরদিনের জন্য মানব ইতিহাসে ও মানব হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন স্থাপিত ও উপার্জ্জিত করিয়া গিয়াছেন। নেপোলিয়ান্, তাই, খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমার সাম্রাজ্য থাকিবে না, কিন্তু মেরীনন্দনের সাম্রাজ্য চিরবর্দ্ধনশীল!" বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্যের মত, রজেতে লুণ্ঠিত হওয়ার কি এমনই গুণ!!!

চিকুরের মত, মনে অহঙ্কার উদিত হইলেই বুঝি, যে, এইবার পতন হইবে। আমি ভাল, বেশ,—অন্যের চেয়ে ভাল, এই জাতীয় চিন্তা হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করিলেই, ঐ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই, আমি ছোট হইয়া যাই,—আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই,—আমার অধ্যাত্ম জীবন নষ্ট হয়। জ্বরের প্রতাপে, যেমন, তাপমান যন্ত্রের পারা উঠে ও নামে, তেমনি, অহঙ্কারবিকারগ্রস্ত হইলেই, আমি-র ধাং নামিয়া পড়ে, আমি ছোট হইয়া যাই,—আত্মা ভারি হইয়া পড়ে,—নীচে পড়িয়া যায়। কখনই তাহার অন্যথা হয় না। অনেক আত্মা কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফল ভোগে না। শীঘ্র ফল ফলাই সৌভাগ্য। আর ফল জমে না, শুদে আসলে বাড়ে না। অনেক সময়ে দর্পনে দেহলতাকে দেখিয়া, যেই মনে হয়, এইবার শরীরটী বেশ পূর্ব্ববৎ হইয়াছে, অম্‌নি বুঝি, যে, শীঘ্রই উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে, বা, রোগগ্রস্ত হইবে। একটু আত্মপ্রসাদ ভোগ করিব, তার যো নাই! যেই মনে হয়, আত্মা এইবার সরস হইয়াছে, অম্‌নিই দেখি,—বসন্ত নিদাঘে,—পুষ্পনিশ্বাস অগ্নিশিখায়

পরিণত! পৃথিবীর ঋতুর মত আত্মারও ঋতু ও তাহাদের পরিবর্ত্তন আছে! যেই মনে হয়, এই বার ভাল লোক হইয়াছি, অম্‌নি, দেখি, হঠাৎ, অকারণ এমন কুকাজ করি, যা ভাবিলে অবাক হই। মনে, যে যে বিষয়ের গৌরব ছিল, দর্পহারী, একে একে, সকলই হরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। গ্রীক্‌দের মত, মনে করিতাম, "বলেতেই যুবা পুরুষের গৌরব।" ক্রমে ক্রমে দেখি, দেহটি চিরদিনের মতই ভেঙ্গে গেল। এম্‌নি, একে একে, পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধু, বিষয় সম্পত্তি সকলই গেল। চরিত্রের গৌরব করিয়া দেখিয়াছি, হঠাৎ গভীর পাপের মধ্যে পদস্খলন হইয়া পড়িয়া যাই। এ-তই ক্ষুরধারের এই পথ! মহা মুস্কিল! একটুও ফূর্ত্তি, অহঙ্কার করিবার যো নাই! তাই, অহঙ্কারকে দুর হতে দেখিলেও ভয় পাই, কিন্তু তাহার মোহ ছাড়াইতে পারি কই?

আমি দেখি যে চিৎরাজ্যের ও সংসারের পথ উল্টো,—গতি বিপরীত দিকে। যে পথে চলিলে সংসারের উন্নতি হয়, সেই পথে আত্মার উন্নতি হয় না। যে পথে চলিলে আত্মার কল্যাণ হয়, সে পথে সংসারটা ভাঙ্গিয়া যায়। সেই জন্যই ঈশা বলিয়াছিলেন, "তুমি ঈশ্বর ও সংসারের, এককালে, দুইয়েরই সেবা করিতে পার না", কারণ, "হয় একটীকে ঘৃণা করিবে ও অপরটীকে ভাল বাসিবে; নয়, একটীকে ধরিয়া থাকিবে ও অপরটীকে অগ্রাহ্য করিবে।" তাই, "কি খাব, কি পরিব, ভাবিও না, কারণ, সাংসারিকগণ উহা লইয়াই ব্যস্ত, এবং, তোমার পিতা জানেন, যে, তোমার কি জিনিষের অভাব আছে?

অতএব, আমি বলি, প্রথমে ভগবানের রাজ্য ও ধর্ম্ম

অনুসন্ধান কর; তাহা হইলেই এই সকল বস্তু তোমাকে প্রদত্ত হইবে।"১

১। "24. No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he wil hold to the one, and despise the other. Ye can not serve God and Mammon.

25. Therefore, I say unto you, take no thought for your life; what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than raiment?

26. Behold the fowls of the air; for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns: yet your Heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

27. Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?

28. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin;

29. And yet? I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to-day is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith?

31. Therefore take no thought, saying, what shall we eat? or, what shall we drink? or wherewithal shall we be clothed?

32. For all these things, do the Gentiles seek; for your Heavenly Father knowth that ye have need of these things.

33. But seek ye first the KINGDOM OF GOD and its righteousness; and all these things shall be added unto you.—"Mathew. 6. 24-34.

ঈশা ভগবানকে কেবল তাঁহারই পিতা বলেন নাই। এক স্থলে "তোমার পিতা"১ বলিয়াছেন; এবং শিষিশুঙ্গের প্রার্থনাতে "আমাদের স্বর্গীয় পিত"২ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অন্যত্রে, নানা স্থানে, কি প্রকারে ছেলের মত ছেলে হইতে হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন।৩

এই সংসারের লোক বড় হতে চায় ও বলে। কিন্তু ঈশা বলেন, "ছোট হও"৪ "জীবন দাও, তবে পাবে। জীবন রাখিলে, হারাবে। ত্যাগ করিলে পাবে।"৫ সংসারের বন্ধু, আত্মীয় স্বজন বলেন,—"টাকা আনো,—তা নৈলে কি হয়,—সংসার কর।" ঈশা বলেন,—"প্রথমে স্বর্গীয় রাজ্য খোঁজ, পরে এ সবই পাবে।" "টাকা টাকা করিও না।"৬ আমার পুত্র কোমলহৃদয় শ্রীমান্ যোগানন্দ আপন্ মনেতেই গাহে,—

১। Also Mathew. 6. 4.

২। "9. Our Father which art in heaven, Hallowed be Thy name. 10. Thy Kingdom come. Thy will be done on Earth, as it is in Heaven. 11. Give us this day our daily bread.
12. And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
13. And lead us no into temptation, but deliver us from Evil, for Thine is the Kingdom and the Power, and the Glory, for ever. Amen."—Mathew. 6. 9—13 and 43.

৩। Mathew. 5. 1—48. etc.

৪। He that shall humble himself shall be exalted.''—
Mathew. 23. 12.

৫। "Whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for, my sake, shall find it."—
Mathew. 16. 25. Vide also John. 12. 25.

৬। Mathew, 6. 33. and "Lay not up for yourselves treasures on Earth."—Do. 6. 19-21. and also Koran.—
Suras. CII, CIII, & CIV.

"মিছে ছুটাছুটি, মিছে সব আশা।
দুদিনের তরে, পৃথিবীতে আসা।
ভুলোনাকো, সেই ভুবন পিতায়।"

শিশুর কথা হইলেও, ইহা বড়ই সত্য। সংসারের কুমন্ত্রণা অপেক্ষা ইহা খুব সত্য! সেই পিতার পথে চলাই ঠিক! সংসারের মতে ইহা উন্মাদের লক্ষণ! সংসার যে নিজেই উন্মাদগ্রস্ত তা বোঝে না! বুঝিলে আর উন্মাদ থাকে কই?

যতক্ষণ আমি হৃদয়কে পূর্ণ করে থাকি, ততক্ষণ তিনি প্রকাশিত হন্ না। তাঁহার জন্য, হৃদয়ে স্থান না হইলে, তিনি প্রকাশিত হইয়া বসিবেন, দাঁড়াইবেন কোথায়? পারশিক কবি নিজামীর গজলের টীকায় একটা সুন্দর গল্প পাড়িয়াছি। সেটা এই,—"একদা আমি সংসার তাপে তাপিত হইয়া, ঘনঘটা ও মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া, বিশ্রাম নিকেতনের দ্বারে আঘাত করিলাম ও ডাকিলাম। আওয়াজ্ আসিল, "কে হে?" উত্তর দিলাম,—"আমি।" পুনর্ব্বার ধ্বনি আসিল,—"ভিতরে, আছি আমি। তুমি-র স্থান নাই।" ভিতরের লোক আমি-কে ঢুকিতে দিল না। ফের যখন আসিয়া চিৎকার ও আঘাত করি, তখন ফের সেই প্রশ্ন,—"কে হে?" এবার বলিলাম, "আমি নই,—তুমিই।" তখন কবাট্ খুলিল ও আওয়াজ্ হইল, "তবে, এসো।" আমিটা সংযত,—দমিত,—খর্ব্বিত হইলে, তবে, সে আওয়াজ্ আসিল! যতক্ষণ আমি, ততক্ষণই বাহিরে ঘুরা ফেরা। আমি না ঘুচিলে, দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। আমি-টাকে ঘুচাইয়া দাও, লোপ কর,—আমি তৎক্ষণাৎ তিনি! সবই তিনি-ময়!

তাই চৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ!" তিনি অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, সুনিপুণ ছিলেন, তাই,এই অধ্যাত্ম তত্বটী, সত্য ও উপদেশ আকারে, প্রকাশ করিয়াছিলেন! তাই, বৈষ্ণবগণ বলেন, "বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ। তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ।" তাই, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বিৎ ঈশা বলিয়াছেন,—"দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।" ১

আমিই,—আমারই মধ্যে স্বর্গরাজ্য। আমারই মধ্যে আমার সংসার,—ব্যাবিলনের, আশ্মানের, বাগানের মত, একটা আমার কল্পনার সৃষ্ট,—উর্ণনাভের জালের মত, আমার স্বরচিত জাল মাত্র। আমিই স্বর্গ। আমিই নরক। আমার স্বর্গ, নরক আমিই সৃষ্টি করি,—নির্ম্মাণ করি,—গঠন করি। আমার তরে করিলেই, আমার চতুর্দ্দিকের সংসার-শুদ্ধ লোকদের জন্যও করা হইল। আমি যেমন, আমার স্বর্গ ও নরকও তেমন। ঈশা বলিয়াছেন,—"দেখ! তোমারই মধ্যে স্বর্গরাজ্য।"২

মহাকবি মিল্‌টন তাঁহার স্বর্গচ্যুতি কাব্যে গাহিয়াছেন,—

"তাহার অন্তরেই নরক। অন্তরেই নরক আনে,—চতুর্দ্দিকেই রহিয়াছে,—নরক হইতে এক পা চলিবার যো নাই, যেমন স্থান পরিবর্ত্তন দ্বারা নিজেকে (নিজের ছায়াকে ?) ছাড়িবার যো নাই।"৩

১। Mathew. 5. 3.

২। Luke. 19. 21.

৩। "The Hell within him ; for within him Hell
He brings, and round about him, nor from Hell
One step, no more than from himself, can fly
By change of place."—P.L. IV. 20-27.

নন্দনের পারিজাত,—মান্দার-সুরভি নিশ্বাস, আমারই প্রাণের মাঝে,—দূরে নহে। স্বর্গের সুধাবহ, অমৃতক্ষর, পবন হিল্লোল, আমারই ভিতর বহে! স্বর্গ নরক, আমারই মধ্যে, ইহাই বুঝাইবার মানসে, বোধ হয়, শিরাজ নগরের, সুরসিকা, সুপণ্ডিতা যোষিতাগণ, ("মথুরা নগর যোষিতা, তারা সবহুঁ পণ্ডিতা।"), তত্ত্বজ্ঞানে মাতোয়ারা হাফেজকে, একদা, এক আসবাবের দোকানে লইয়া যাইয়া, এক দর্পণের ভিতরে, শয়তানকে দর্শন করিতে বলেন। হাফেজ নিজ মুখ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তাঁহার প্রতি তাঁহারা বিস্তর রসকৌতুক করিয়াছিলেন?

আমি যেমন, আমার সংসার,—আমার স্বর্গ,—আমার নরকও তেমন। আমি উহাকে যেমন সাজে সাজাই,—যেমন চক্ষে দেখি,—তাহাই হয়। আমি যেমন, আমার উপাস্য দেবতাও তেমন। আমি মুখে "হরি! হরি! আল্লা! আল্লা!" করি, কিন্তু হৃদয়ে কেবল স্বার্থ-সাধন মন্ত্র জপি। একদা এক মুসলমান বাদসাহ, মসজিদে নমাজ করিতে করিতে দেখেন, যে, উচ্চৈঃস্বরে নমাজকারী পুরোহিতের দিকে ইঙ্গিত করিয়া, একজন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি বলিতেছে, "খোদা তেরা পা-কা নীচে! খোদা তেরা পা-কা নীচে!" এই কাফেরের বাণী শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, বাদসাহ তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। দেহ হইতে ছিন্ন হইয়াও, মস্তক হইতে শব্দ নির্গত হইতে লাগিল,—"খোদা তেরা পা-কা নীচে! খোদা তেরা পা-কা নীচে!" পরে সকলে, বিস্ময়পরবশ হইয়া, নমাজীর পদতল খনন করিয়া দেখে, যে, তন্মধ্যে এক হাজার টাকার একটী তোড়া রহিয়াছে! কারণ, উপাসনা কালে, সে খোদাকে না ভাবিয়া, ভাবিতেছিল, যে, বাদসাহ যদি আমাকে এখন সহস্র মুদ্রা খয়রাৎ করেন, তো বড়ই

সুবিধা হয়। আমি, মুখে যাহাই বলি, আমার হরি,—আমার খোদা,—গড্, হয় তো, আমার টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি, না হয়, আর কিছু না কিছু!

আমি সত্য সত্যই আমি-কে ভুলিয়া যাই বলিয়া, এ প্রকার দুর্দ্দশা আমার ভাগ্যে ঘটে। সংসারের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ ও করতালী কটাক্ষপাতের প্রতি, দৃষ্টি না রাখিয়া, যখন আমি-র প্রকৃত স্বরূপ কি ও কিসে আমার হিতাহিত হয়, মনে রাখিয়া চলি, তখন আমি সত্য সত্যই ভাল লোক হইয়া পড়ি,—অন্ততঃ যতক্ষণ ঐ ভাব হৃদয়ে, জীবনে, অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণেরও জন্য।

আমি আমি-কে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। সংসার-ক্ষেত্রে, কত দেশ বিদেশে,—কতই লোকের রাজ্য বাগাইয়া দিলাম,—কিন্তু এই শূন্য, ছাই, ধর্ত্তে ছুঁতে নাই, আমি-টাকে, আমার রাজ্য বিন্দুকে, কিছুতেই বাগাইতে পারিলাম না। উহা ছেঁদা ঘটের মত! যতই জলপূর্ণ, চিন্তাপূর্ণ, সঙ্কল্পপূর্ণ করি,—ততই আবার খালি হইয়া পড়ে। ভরে, আর ভরেও না। কত ঔষধ ও টোট্‌কা ব্যবহার করিলাম।—আমি, দেহ মনে,—সুস্থ, ব্যাধিমুক্ত হইতে পারিলাম না!

তাই, একবার মুক্তবায়ু চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিব, ভাবিতেছি। দেখি, একবার, তাঁহারই জীবনপ্রদ সুরভি নিশ্বাসে, আমাকে ভাসাইয়া দিলে,—অবাধে তাঁহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইলে,—তাঁহারই জীবনপ্রদ, সহবাস-নিশ্বাসের, ওজোন, সেবন করিলে, আমি সুস্থ, সবল, সুন্দর, হইতে পারি কি না,—দুঃখ জ্বালার হস্ত এড়াই কি না,—ভববন্ধন,—এই সুদীর্ঘ রোগবন্ধন, মুক্ত হই কি না? আমি অনেক বিপাকে পড়িয়া,—হাবুডুবু খাইয়া,— অবশেষে তাঁহারই

চবণবন্দরে উপনীত! দেখি একবার, গীতা মিথ্যা লিখিয়াছেন, না, সত্য,—"আমার ভক্ত শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়,—স্থির শান্তিলাভ করে, বিনাশ পায় না!"১

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ কি মিথ্যা হইতে পারে? "তাঁহারই শরণ লও। পরম শান্তি ও নিত্য স্থান পাইবে।" ২

আমার অজ্ঞান, অবিশ্বাস, অভক্তিই কি সত্য, এবং, সমুদয় শাস্ত্র ও অবতারগণের বাণী কি মিথ্যা?

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিগুলি কি মিথ্যা, সত্য নহে?—"যাঁহারা আমাতে সতত যুক্ত ও ভক্তির সহিত আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধি দি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে পান।"৩

এবং,—

"সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করিব। দুঃখ করিও না। ভাবিও না।"৪

ঈশা বলিয়াছেন,—"যাহারা ভেবে ভেবে সারা,—ক্লান্ত,

১। "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"—গীতা।৯।৩১।

২। "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং।" গীতা।১৮।৬২।

৩। "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"—গীতা। ১০।১০।

৪। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"—
গীতা। ১৮,৬৬।

দেখিতে ও শুনিতে পাই,—তখনই, মনে হয়, সেই অধরাকে ধরিয়াছি! কিন্তু, পরক্ষণেই দেখি,—সেই মুক্তকেশী, উলঙ্গিনী, সুদূর-শ্রুত অট্টহাস্যে, গগন মেদিনীকে নিনাদিত করিতেছেন! এই প্রকার ঘন আঁধারে পড়িয়া, কোলের মানুষকে,—বুকের মানুষকে,—প্রাণের মানুষকে, মনের মানুষকে, কখন কোন্ বিঘোরে, হারাইয়া ফেলি! আমি জাগিয়া ঘুমাই,—সাত রাজার ধন হাতে পাইয়াও, কাঙ্গাল বেশে, সংসারের দ্বারে দ্বারে, অভুক্ত, লাঞ্ছিত, অবমানিত হইয়া, কাঁদিয়া বেড়াই!!

তিনি কেমন? তা ভাল করিয়া, জানি না। কেবল আমার জীবন বলিয়া, তাঁহাকে জানি। যিনি, জীবন কি, জানেন না, তিনি তাঁহাকে জানেন না। তিনিই জীবন এবং জীবনই তিনি। তিনি প্রাণে আছেন, বলিলে তাঁহাকে তফাৎ করিয়া দেওয়া হইল,—তাঁহাকে জানা হইল না। আমার জীবনটা, যে শক্তি, উহাই খোদ্ তিনি। তাই, বুঝি, তাঁহার নাম খোদা? তাঁহার আবির্ভাবেই, আমার এই জড়দেহটা চেতনাবান। তাঁর শক্তির প্রবাহ, যেই তিনি সঙ্কোচ করিবেন,—অম্নি আমার প্রাণ হারাইব,—চৈতন্য লোপ পাইবে। আমাকে যতটুকু চৈতন্য,—চিৎশক্তি লইয়া কারবার, লীলা করিতে দিয়াছেন,—ঐ লীলা সমাপ্ত করিবার, যখন ইচ্ছা করিবেন, তখনই আমি জড়দেহে আর ব্যক্ত না থাকিয়া, অব্যক্ত হইয়া পড়িব। ঐ সুনীল আকাশ প্রান্তে,—পেঁজা তুলোর মত স্তূপীকৃত, সাদা সাদা মেঘগুলোর মধ্যে, সংসারের লুটপাট ও কোলাহলের মধ্যে,—বিহঙ্গমকণ্ঠের বিচিত্র, অশেষ রাগানুশীলনের মধ্যে,—জীবের হিংসা দ্বেষ, প্রেম ভক্তির মধ্যে,—চন্দ্রসূর্য্যাদির অবিশ্রান্ত নয়নভঙ্গি, নৃত্য ও

পরিভ্রমণের মধ্যে,—প্রকৃতির আলো ও ছায়া লইয়া, নিত্য, বিস্ময়কর, নিত্য নবীন, বিভ্রম কার্য্যের ভিতর, এবং, আমার প্রাণে, মনে, হৃদয়ে, জীবনে, সেই একই অনন্ত চিৎশক্তি, নিত্য নব লহরী তুলিয়া, লীলা করিতেছেন এবং জগৎকে সংমোহন শক্তিতে মোহিত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন! আমিও সেই সাধারণ সংমোহনে সংমোহিত!

আমি বড় ভাবি। "কি হবে, কি খাব, কি পরবো, কেমনে ছেলেপিলে মানুষ কর্ব্বো,"—ইত্যাদি অশেষ ভাবনাই ভাবি। এই আমিই আমার নহি। আমার একটা রোম পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি ও স্বাধীনতাও আমার নাই। তবে সংসারটাকে আমি আমার করিয়া ফেলি কি করিয়া? উহা আমার লীলাক্ষেত্র হইলেও, সংসারটা যাঁহার, তিনিই উহার চালক ও কর্ত্তা। আমি খামখা, তাঁহার ভারটা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া, ভূতের বোঝা, বেগার, ঘাড়ে চাপাইয়া, খাটিয়া মরি কেন? ইহাকেই বলে "গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল"-গিরি। ইহারই নাম ফতুরের দালালী। যাহার কিছুই নাই, তার জন্য আবার দালালী কিসের? আমার নয়নের আলো—বাহুর বল,—চলিবার, ও, নিশ্বাস লইবার শক্তিটুকু পর্য্যন্তও, সেই অনন্তের, সত্যের! তবে এই অসত্য আমি, বৃথা ভাবিয়া মরি কেন? খাটিতে হয়, খাটিব,—বাঁচিতে হয়, বাঁচিব,—মরিতে হয়, মরিব,—তৎপূর্ব্বে, ভাবিয়া ভাবিয়া, সারা হই কেন, —মারা পড়ি কেন?

সেই জ্ঞানময় জীবনস্বরূপ আমার জীবনের সঙ্গে দণ্ডায়মান রহিয়াও, কি, আমি-কে, আমাদিগকে অনাহারে মরিতে দিবেন এবং আমাদের অভাব সমূহ অপূর্ণ রহিয়া যাইবে? ঈশা ইহার উত্তরে

বলিয়াছেন,—"কি খাব, কি পার্ব্বা, কি হবে, ভেবে, আকুল হইও না। তোমার স্বর্গীয় পিতা জানেন যে, এই সমুদয় তোমার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ, স্বর্গরাজ্য ও ধর্ম্মের অনুসন্ধান কর, তবেই, পরে, এই সকলও তোমাকে দেওয়া হইবে।"১

সমুদ্রকূলে বসিয়া দেখিয়াছি, দুইখণ্ড কাষ্ঠের ভেলা বাঁধিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, তাহা অবলম্বন করিয়া, ধীবররা, দুস্তর সাগরের তরঙ্গ দলিয়া, চলিয়া যায়। আর আমি কি বিশ্বাস-যোগ্যতার এত পরিচয় পাইয়াও, চিরদিনই কি সেই জীবনকে,—জীবন-সহায়কে অবিশ্বাস করিতে থাকিব,—বিশ্বাস করিতে পারিব না? ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া, কেহ কখনও ঠকে নাই,—তাঁহাকেই অবিশ্বাস! এবং যাহারা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, অতি পেশল হইলেও ভঙ্গুরতা যাহাদের ধর্ম্ম,—তাহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া এই জীবনের দুঃখ পারাবার উত্তীর্ণ হইব কি?

আমি বড়ই বিচিত্র মনোভাবপূর্ণ। বিশ্বাস অবিশ্বাস, জ্ঞান অজ্ঞান, ভক্তি অভক্তি, স্থিরতা অস্থিরতা, সাহস ভীরুতা, সত্য মিথ্যা, উচ্চ নীচ, দেব দানব, নানা পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাব-পূর্ণ। আমার হৃদয়টাও ঐ রূপ প্রেম অপ্রেম, দয়া হিংসা, প্রভৃতি, নানা উল্টো রকমের ভাবের মিশ্রণে, আলো ও ছায়াময়,—উচ্চ চিন্তা ও নীচ কামনা পূর্ণ। বসন্ত আদি ঋতুর ন্যায় আমি-রও, যেন হৃদয়, মন ও আত্মার পরিবর্ত্তন আছে। আমি ঋতুর অধীন। কখনও প্রাণের মধ্যে, বসন্ত নিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া, এই সংসারটাকে মধুময় ও সৌরভময় করিতেছে,—আবার, কখনও বা, শুষ্কতা উহাকে

১। Math. 6. 24-34.

গ্রীষ্মকালের, দীর্ঘনিশ্বাসে ও নিষ্ঠুরতাপে, তাপিত এবং ওষ্ঠাগতপ্রাণ করিতেছে,—কখনও বা ভাবপ্রবাহে উহা বর্ষাকালীন নদ নদী স্রোতের ন্যায় উদ্বেল হইয়া, অনন্তমুখীন হইয়া ধাইতেছে,—আবার, কখনও বা, উহা ক্ষীণকলেবর হইয়া, হিমঋতুর নদীবক্ষের ন্যায়, কেবল বালুকাময় অনুভাত হইতেছে,—কখনও বা মুখের হাসি রাশি, অন্তরের হর্ষ প্রেমের তরঙ্গকে ব্যক্ত করিতেছে,—কখনও বা, কপালরেখা ভ্রুকুটীর ভ্রূভঙ্গ সঙ্কেতে মনোভাবের বিদ্যুৎ-বার্ত্তা বহন করিতেছে।

আমি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। শিশুকালে, মাতৃক্রোড়ে শায়িত হইয়া, যখন, মাতৃস্তন্যের অমৃত আস্বাদ করিতাম এবং হস্তপদ বিক্ষেপ ও সফরীচঞ্চল নয়নভঙ্গি দ্বারা আত্মসাধন করিতাম, তখন, এক আমি,—আর, এই প্রৌঢ়াবস্থায়, পিতৃমাতৃহীন, বৃদ্ধ বালকের বেশে, সংসারের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, বারবার অনুত্তীর্ণ হইয়া, আশা ভরসার বিদায় লইয়া, চিতাধূমের ভিতর দিয়া, যে শান্তিনিকেতনের পথ, তাহারই উদ্দেশে, সেই পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছি,—এ আমি আর এক আমি! কিন্তু এই প্রকার নানা আমি-র,—নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে, যেন, এক পারিবারিক সাদৃশ্য দেখিতেছি এবং সেই প্রাচীন আমি-কে সর্ব্বদাই চিনিতেছি!

যখন সংসারে থাকি,—যখন বাক্ বিতণ্ডা ও বিবাদকলহে ব্যস্ত থাকি,—সংসার কোলাহলে ও কামক্রোধাদির সাধনে লিপ্ত থাকি,—যখন মদমাৎসর্য্য ও হিংসাদ্বেষের হানাহানির মধ্যে মগ্ন থাকি,—এবং পরের ক্রন্দন শুনিয়া, যখন অশ্রুপাত করি,—পরদুঃখ অপনোদনের জন্য যখন নিজ সুখ, স্বার্থ, ও সুবিধা ভুলিয়া যাই,—পরের, দেশের,—সুখ ও হিতের জন্য, যখন, আমাকে আমি

একবারেই ভুলিয়া যাই, তখনকার আমি,—এই আমি ও সেই আমি, একবার মিলাইয়া দেখি। কি বিভিন্ন চিত্র ? দুইটী পৃথক ব্যক্তি,—সত্তা,—চরিত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা নহে। মানব গ্রীকদেশীয় সেটার বা সিলেনাস নামক দেবতার মত, কতকটা পশু, কতকটা মানুষ,—বাহিরটা পশু মূর্ত্তি,—ভিতরে দেবমূর্ত্তি !!!১

আমি বহুরূপী। নানা বেশে, নানা রঙ্গে,—নানা চিন্তা,—নানা ভাবে,—থাকি,—চলি,—ফিরি। আমি এক কিন্তু আমি নানা চরিত্রের একত্র সমাবেশ। একই আমি আমার সমুদয় অংশের ও চরিত্রের অভিনয় করি।

আমি বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়। হঠাৎ দেখিতে, জড়,—দেহ,—চক্ষু, কর্ণ, নাক,—মুখ,—হাত,—পা বিশিষ্ট। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে,—তলাইয়া বুঝিলে, আমি অ-জড়,—জড়াতীত,—কেবল জড়ীভূত ! আমার চক্ষু আছে, তাই দেখি,—মুখ আছে, তাই বলি,—কাণ আছে, তাই শুনি,—নাক, ফুস্‌ফুস্ আছে, তাই ঘ্রাণ পাই, নিশ্বাস লই,—পা আছে, তাই চলি। কিন্তু পা না থাকিলেও চলিতে পারি,—হাত না নাড়িলেও ধরিতে পারি,—নয়ন মুদিয়াও, দেখিতে পাই,—মুখ বুজিয়াও, কথা কহিতে পারি,—বিনা কাণেও শুনিতে পাই। স্বপনে, সকলেই ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। ধ্যানে ও সমাধিতে ইহা আরও স্পষ্টতরভাবে, প্রতীয়মান হয়। সকলেরই না হউক, কেহ কেহও ইহার অভিজ্ঞ। সব সময়ে না হউক, মাঝে মাঝে, অনেকের জীবনেই, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

১। Sokrates. Plato. Sympos. C. 32. p. 215 A. Xenophon. Sympos C. 5 ; Plato. Theætat. p. 143. D. Grote History of Greece. Vol. 7. Part 2. Ch. LXVIII.

দূরের দৃশ্য ও আত্মীয় দর্শন,—দূরের, অতীত বা ভবিষ্যতের শব্দ শ্রবণ, ও, ঘটনা দর্শন,—দূর, অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে, উপস্থিত হইয়া,প্রত্যক্ষ করণ,—দূরস্থ লোকের সহিত কথোপকথন,—কখনও না কখনও, আমি সত্য সত্যই সম্ভব দেখিয়াছি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাই বলি, আমি জড়াতীত,—জড়ের সঙ্গে ঘর করিলেও, আমি অ-জড়,—অ-মর!

আমি অ-জড়,—অ-মর। অ-জড় হইলেই অমর। "দেহের আভাস, তুই ঘটাকাশ। ঘটের নাশকে মরণ বলে।"১ জড়দেহের নাশ দেখাইলেই, তো, আত্মার বিনাশ,—ধ্বংশ,—মরণ, প্রমাণ করা হইল না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি অনুভব করি, এবং সেই অনুভব হইতে জ্ঞান ও শক্তির পুষ্টিসাধন করিয়া লই,—তা, বলিয়াই, আমি, রূপ, রসাদির মত, বা, তাহাদের অধীন নহি। আমি শ্বেত নহি,—লোহিত নহি,—পীত নহি। আমি হ্রস্ব নহি,—দীর্ঘ নহি—স্থূল নহি,—অস্থূল নহি,—গুরু নহি,—লঘু নহি। আমি শিরা নহি,—ব্রণ নহি,—আমি রক্ত, মাংস, অস্থি,—মজ্জা, ত্বক, কিছুই নহি। এইরূপ, আমি অরূপী,—অথচ সর্ব্বরূপগুণাদির গ্রহণকর্ত্তা,—রসভোক্তা,—অনুভব ও ভোগকর্ত্তা। আমি অদৃশ্য, অস্পৃশ্য,—ইন্দ্রিয় গোচর নহি! জরা, রোগ,—আকস্মিক ঘটনাদিতে, বেগতিক দেখিলে,আমি এই ভাঙ্গা ঘর,—ও,এই ভঙ্গুর,-ভগ্নপ্রবণ মৃন্ময় দেহ হইতে সরিয়া পড়ি!

আমি যেন প্রকৃতির,—স্রষ্টার, যন্ত্রাগার,—বিজ্ঞানমন্দির! দেহের ভিতরে, যন্ত্র তন্ত্র, তো, তিনিই চালাইতেছেন, আমাকে কেবল

১। রামপ্রসাদ সেন

প্রয়োজনীয় মালমস্‌লা যোগাইতে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার ইসারাতেই কথাবার্ত্তা। ভাবা বাহিরের লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার শাব্দিক সঙ্কেত,—তাঁর সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়া বিষয়ে, যে কথাবার্ত্তা হয়, উহার সঙ্কেত গ্রন্থ, সকল জীবেই বুঝেন। ক্ষুধার অর্থ আহার,—পিপাসার অর্থ জল,—শ্বাসরোধের অর্থ নিশ্বাস লওয়া, একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন ও বুঝেন। এই ক্ষুধা পিপাসাদির মধ্যেই তিনি,—তাঁর বাণী! এই প্রকার অনেক তাঁহার সাঙ্কেতিক কথা আছে। ইহা ছাড়া, নানা প্রকার চিন্তা, ইচ্ছা, ভাব, কর্ম্ম, ও তৎতৎফল লিখিয়া রাখিবার, নানা অদৃশ্য ও আপনাপনি কার্য্য করে এমন অনেক যন্ত্র,—সুদর্শন চক্র আছে। যখন যা জড় ও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করি, তাহার অসম্মতি, সম্মতি ও ইতিহাস তৎক্ষণাৎ, নথী-ভুক্ত হইয়া, আমারই দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মাতে ছাপা হইতেছে,—অঙ্কিত হইতেছে! সেই নথী, সেই দলিল, দস্তাবেজের মহাফেজখানা আমি,—বাহিরে যা প্রকাশ, তাহা আসল নহে, নকল। প্রকৃত,—জাবেদা অনেক নকল আছে। কোন কথাই ভুল হইতেছে না,—ছাড় হইতেছে না। এমনই সেই দ্রষ্টার দৃষ্টি,—সেই লেখকের লেখনী,—সেই বিচারকের বিচার,—সেই সুদর্শন চক্র! কোন বিচার ভুল হয় না,—কোন ফল নষ্ট হয় না,—জন্ম জন্মান্তরেই হয় না,—তো, এ জীবনে হইবে কেন? কি আশ্চর্য্য স্মৃতি-রক্ষিণী বিদ্যা ও কৌশল! একটা বৃক্ষের বীজ শত শত বর্ষ বাদ রোপন কর,—সেই পুরাতন পত্র,—সেই প্রাচীন পুষ্প ফল, শাখা প্রশাখা, দেখিতে পাইবে! জড়বীজও অমর,—জড়কণাও অমৃত-বীজময়! কেবল আমিই মৃতপ্রায়!!!

আমিই ভিতরে হিরণ্ময়। মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন,—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।"১ এই আমারই মধ্যে ব্রহ্ম। হিরণ্ময়,আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, প্রাণময়, অন্নময়, প্রভৃতি আমার ছয়টী কোষ আছে, —যেমন, পেঁয়াজ লশুনের কোষ।২ আমি ব্রহ্মের সঙ্গে, একত্রে,—তাঁহার সমীপে,—তাঁহার সহিত, যুক্ত হইয়া রহিয়াছি। আনন্দময়ে আমি-র ভাব,—বিজ্ঞানে আমি-র জ্ঞান,—মনোময়ে আমি-র বিদ্যা,—প্রাণময়ে আমি-র প্রাণাদি দৈহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার শক্তি সমূহ,—এবং, অন্নময়ে, আমার মৃন্ময়, অন্নে গঠিত, বিলাসভবন রহিয়াছে। আমি, যখন, যে কোষে, লীলা করি,—কার্য্য করি,—অফিস্ করি, তখন সেই প্রকারই জীবন লাভ করি। যখন বাহির হইতে, ভিতরের দিকে,—অন্দরের দিকে,—অন্তরতর,অন্তরতম প্রকোষ্ঠে বিরাজ করি,—তখনই আমি-র উচ্চ,—শ্রেষ্ঠ জীবন,—প্রকৃত জীবন! আর যখন নিতান্ত বাহিরে আসিয়া পড়ি, তখন নিতান্ত খেলো হইয়া পড়ি,—পশুবৎ আচরণ করি,—কুকুর শৃগালের সঙ্গে, বৃক্ষ লতার সঙ্গে, এক ধর্ম্মান্বিত হইয়া কালাতিপাত করি। সেই জন্যই অন্নময়ের সহবাসে বেশি ক্ষণ থাকিলে, মাটী হইয়া যাই, বলিয়া, বঙ্গীয় কবি ও সাধক, রামপ্রসাদ সেন, দুঃখে ও ক্ষোভে গাহিয়াছেন,—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন সোণার জমি রইল পতিত,
আবাদ কর্লে ফল্‌তো সোণা॥"

১। মুণ্ডক।২।২।৯।

২। তৈত্তিরীয়োপনিষদ দেখ।

বেশি ক্ষণ কুসঙ্গে থাকিলে, চরিত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। ইয়ার, সঙ্গী দেখিয়া মানুষ্যের চরিত্র কি রূপ বলা যায়। "সঙ্গ দোষে, শতগুণ নাশে।" সৎসঙ্গই স্বর্গ। যতই আমি অন্নময়ের সহবাসে অধিক বিরাজ করিব,—ততই নীচ, জঘন্য ও জড়ীভূত হইয়া পড়িব। যতই উচ্চতর,—উন্নততর কোষের ভিতরে, অধিক থাকিতে পারিব,—থাকিতে শিখিব, ততই অধিক উন্নতির সোপানে উঠিব। হিরণ্ময়ের সহবাসে অধিককাল থাকিলে,—সেই পরশ-রতনের স্পর্শে পাপতাপময়, লৌহময় এই আমি, সুবর্ণ হইয়া যাই,—দগ্ধ, "কষিত হেম,—"শুদ্ধ নির্ম্মল" "জাম্বুনদ হেম", হইয়া যাই!!! তখন সেই হিরণ্ময়ের আভাতে আমার জীবন, যেন, সোণায় সোহাগাযুক্ত হয়! জীবনের মধ্যে, দিবা রজনীর মধ্যে, অধিক সময়ই আমরা জড়ীভূত,—নিদ্রিত,—অন্নময়ে, সংসারে আসক্ত,—অন্যমনস্ক! তাই, এই আমার মধ্যে, তিমিরমধ্যে তিমির-হরা হইয়া, যিনি নিত্য হিরণ্ময় সিংহাসনে বিরাজিত, তাঁহাকে দেখিয়াও, দেখি না। সংসার-মোহে এমনই মোহিত,—জড়িত,—মগ্ন,—বিস্মৃত!

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি, কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।"১

আমি দেহ না হইলেও, এই দেহ মন্দিরেই আমি বাস করি। কিন্তু, ইহার কোন অংশে থাকি, বুঝা মুস্কিল। হাতে, পায়ে, পেটে, পাঁজরে, বুকে, কাঁধে, মুখে, কোন স্থানে, আমি বাস করি বলিয়া, বোধ হয় না। তবে, ঐ সকল অংশ, স্নায়ুজাল, দ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। ঐ স্নায়ুগণ চেতনাযুক্ত ও টেলিগ্রাফ তারের মত বার্ত্তাবহ,—দেহের সব দেশ হইতে মস্তিষ্কে ও মস্তিষ্ক হইতে

১। কবিরাজ গোস্বামী।

সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, প্রত্যেক শারীরিক উত্তেজনা, ইচ্ছা ও গতি বহন করিয়া লইয়া যায়। দেহের সকল ভাগই মস্তিষ্কে খবর পাঠায়। ঐ স্থানে বসিয়াই,আমি চিন্তা, ইচ্ছা ও কার্য্য করি। কাজেকাজেই, বোধ হয়, মস্তকেই,—মস্তিষ্কের ভিতরেই আমি থাকি ও কাজ করি। মস্তকই আমার কার্য্যালয়,—অফিস্, সাম্রাজ্য। আমি সম্রাটের মত, মস্তিষ্কের ভিতর, সিংহাসনে বসিয়া থাকি,—শিরা সমুদয়, প্রতিক্ষণ, আমার হুকুম দেশ বিদেশে,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জ্ঞাপন করিতেছে,—ইন্দ্রিয়গণ আমার আদেশ পালন, সুখ-আহরণ ও সুখ বর্দ্ধনে নিযুক্ত!

দেহটা সুস্থ থাকিলে,—হর্ম্ম্যটা মেরামত ও শক্ত থাকিলে, আমার সুখ ও সুবিধা হয়, নচেৎ, উহা অনেকটা বিঘ্ন উৎপন্ন ও আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে। দেহটার অসুখ অশান্তিতে, সুখ ও মঙ্গলে, আমি যোগ না দিয়া,—সহানুভূতি না দেখাইয়া, একত্রে থাকিই বা কি প্রকারে? একত্রাবস্থান জনিত অনেকটা জানা চিনা, সহানুভূতি ও সমবেদনা আমাদের উভয়ের মধ্যে আছে। অধিক চিন্তা করিলে মাথা ধরে। মাথায় আঘাত লাগিলে, বা, কোনও প্রকার ব্যাধি হইলে, আমি চিন্তা করিতে পারি না। ইহা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ফল, পাড়া পড়শীর ভাব!

আমি মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত কিন্তু ঠিক কোন আকাশবিন্দুতে বা প্রদেশে আছি,তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও,মস্তকের উর্দ্ধ ও মধ্য ভাগে,যে অংশটী তলতলে ও নরম থাকে, তাহার কেন্দ্রবিন্দুই ব্রহ্মরন্ধ্র। ঐ পথেই সমাধিস্থ যোগী, দেহ হইতে, নির্গত হয়েন। কথাটা কতদূর ঠিক স্থির বলিতে পারা, সহজ নহে, কারণ অভিজ্ঞতার অতীত। তবে, তীব্র চিন্তা ও

ধ্যান করিতে হইলে,অভ্যাসের দ্বারা, বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিগুলি কুড়াইয়া, একত্র করিয়া, ঐ ব্রহ্মবন্ধ্রেই, যেন, বিকীর্ণ জ্যোতিরেখার একত্র সংশ্লেষের মত, ঐ স্থানেই, একত্র চিত্তবৃত্তিগুলিকে, সমাবেশ, করা যায়, বলিয়া মনে করি। "লেডেন্ জারের" মধ্যে, যেমন তড়িৎ সঞ্চিত থাকে, তেমনি মস্তিষ্কের মধ্যেই আমার চেতনার ভাণ্ডার,—চিৎশক্তির আগার,—আমার বাস ও আবাস স্থল,—দর্‌বার্ খাশ্। আমি জড়ের মধ্যে কার্য্য করি,—লীলা করি। আমি জড়ের অতীত হইলেও, জড়ের সাহায্য লই। আমি একবারেই জড়ের অতীত হইয়া থাকিতে পারি কৈ ?

আমি জীবনী শক্তির সদ্ব্যয় করি নাই। এই সোণার জমির আবাদ করিতে শিখি নাই,—কেহ শেখানর মত শেখান নাই। আত্মজ্ঞান, আত্মবিদ্যা, আত্মসংযম শিখাইতে কাহাকেও দেখি নাই। কি প্রকারে আমি আমাকে জানিব,—জানিয়া নিজশক্তির অপচয় বন্ধ করিব,—কি প্রকারেই বা আমি-র মধ্যে নিহিত অপূর্ব্ব শক্তি নিচয়কে ফুটাইয়া তুলিব, তাহার উপদেষ্টা,—সেই সর্ব্বোত্তম কলাবিদ্যা শিখাইবার উপযুক্ত অধ্যাপক কাহাকেও দেখিলাম না। সকলেই একটা হৈ চৈ লইয়া ব্যস্ত ও একটা অবতার খাড়া করিয়া, তাহার মতামত প্রচারে ও দলবদ্ধ হইয়া নিজের দল, বল, যশ বর্দ্ধনে বদ্ধপরিকর। মানব আত্মার স্বার্থের জন্য নহে!

আমি অনেক সময়ে,সেই অসীমের নাম প্রচারের উছিলা করিয়া, নিজের নাম ও মহিমা প্রচার করি। আমি-কে ভুলিয়া, তাঁহার মহিমা চিন্তা ও প্রচার করাই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। তাঁহার কিন্তু এমনি অনন্ত বিনয়,—তিনি এমনই, "অমানী মানদঃ", "আপনি

নিরভিমানী, অন্যে দিয়ে মান",১,—যে তিনি নিজের নাম চান্ না,—এবং তাঁহার নাম যে প্রচার করে, তাঁহাকে তিনিই স্বয়ং প্রচার করিয়া দেন। জনক, শাক্যসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ; সক্রেটীস, ঈশা, মহম্মদ; –গার্গী, মীরা, মেরায়া টেরেসা; শ্রীচৈতন্য, হাফেজ; গোরখনাথ, তুকারাম, নানক, কবির,—লুথার, পাকার; রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ, প্রভৃতি নিজেকে ভুলিয়া, তাঁহাতে ডুবিয়া, তাঁহার প্রচার করিয়া ছিলেন বলিয়া, আজ তিনি জগতে কেমন উত্তমরূপে তাঁহাদের নাম ও গৌরব প্রচার করিয়া দিয়াছেন! মানবজাতি কখনই তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবে না! সত্যকে জানিলে, সত্যকে প্রচার করিলে, মানব অমর হয়! সত্য ও তাহার প্রচারক উভয়েই অমর!

আমি কেবল আছি মাত্র। আমি একটা চিৎ কণা,—চিৎ রেখা, চিৎ বিন্দু মাত্র। "ছিল ঢেঁকি, হলো তুল, কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল।" আমার বাহিরের খোসাটী, লেফাফা, খোলস, পর্য্যন্ত লোপ পাইল। বিশ্লেষণ করিতে করিতে,সেই ছুরিকার নিকট আর কিছুই তিষ্ঠিতে পারিল না। ভ্রমে, অহঙ্কারে, যাহা এত বড় ছিল, তাহা দেখি, "আমি আছি" এই প্রকার বোধ বই আর কিছুই থাকে না। একদিন, আবার, যা আছি, তাহাও লইয়া টানাটানি হইবে। সেই টানাটানিতে, আমার থাকা না থাকা লইয়া, বিশেষ প্রশ্ন উঠিবে। দেহটাকে যে দিন সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করিব, সে দিন নিজের লোকেই দেহটা আমি নহি, বেশ বুঝিবে, নচেৎ, দেহ তাহাদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও, আমি দেহ ত্যাগ করিয়া গেলাম, বলিয়া রোদন করিবে কেন? দেহ গ্রহণের পূর্ব্বেও, যখন,

১। কবিরাজ গোস্বামী।

ছিলাম, তখন, উহা বর্জ্জনের পরেও, কেন না থাকিব? জড়েরই যখন ধ্বংশ নাই, তখন, জড়ের বিশ্লেষের সঙ্গে, আমি-র নাশ কল্পনা করা, নিতান্ত অ-জ্ঞানের,—ও, ভ্রমের কথা।

আমি আমার তত্ত্ব,—ইতিহাস,—স্বরূপ, এখনও উত্তম রূপে বুঝিলাম না। ঘটকের কুলজি আমার একটা বাজে, নিতান্ত বাহিরের খবর দেয়! এই স্থূল, জড়, ভঙ্গুর, অন্নময় আবরণটা,—লেফাফা,—খোলসটার, একটা বাহ্যিক, স্থানীয়, সাময়িক বিবরণ ও ব্যাখ্যান দেয় মাত্র!

আমি, বিশ্লেষণ ছুরিকার সাহায্যে, বাহিরের খাপটা,—কোষটা ভেদ করিয়া, দেখি, যে, আমি-র খোঁজ আমিই পাই না, তো অন্যে পাইবে কোথায়? আবরণ কাটিয়া, আমার মধ্যে, অন্নময় কোষে, প্রবেশ করিয়া, ক্রমশঃ, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রভৃতির ভিতর দিয়া, অবশেষে হিরণ্ময়ের দ্বারে আসিয়া উপনীত হই। বিস্মিত হইয়া, আমি নিজেই নিজেকে শুধাই, "কোথায় আসিলাম? এখানে আসিয়া লাভ কি?" মন যখন এই প্রশ্ন লইয়া দোলায়মান, তখন সুদূর অতীতের গর্ভ হইতে আমি-র অগ্রজা মৈত্রেয়ী[১] ও অগ্রজ নেজারীনের[২] ক্ষীণ, মৃদু, ও মধুর, এই বাণী,

---

১। "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো। নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপ-করণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।৩।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। যদেব ভগবান্ বেথ তদেব মে ব্রূহীতি।"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৩—৪ ও।২।৪।২—৩।।

২। "What profiteth it, if you gain the whole world and lose your own soul?"—Mathew. 16.26. Also Mark. 8.36-37.

শুনিতে পাই,—"বিবিধ বিত্ত পূর্ণ পৃথিবী দ্বারা কি উপকার হইবে, যদি আত্মাকে না পাই ? কিছুই না।"

আমি এতদিন মহাভ্রমে পড়িয়া, সংসারটাকে একটা, মহা, প্রকাণ্ড সত্য ভাবিতে শিখিয়াছিলাম। সকলে তাহাই শিখাইয়াছিলেন। আমি ভাবিতাম টাকাতেই, অসীম শক্তি ও সুখ শান্তি, পূর্ণ রহিয়াছে। এখন, বয়সের উপত্যকায় অবতরণ করিয়া,দেখিতেছি, যে, জীবন যখন নূতন ছিল, তখন ধরণীটাকে যে চক্ষে দেখিয়াছি, এখন আর উহা তদ্রূপ নাই। সে কালে ও একালে অনেক ভেদ, পরিবর্ত্তন। তখন বসুধাকে কেবলই শস্যশ্যামলা, সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা বোধ করিতাম,—এখন দেখিতেছি তাহার মরু-নিশ্বাসে কেবল ঝলসিয়া যাইতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়সুখচেষ্টাকেই পরম পুরুষকার, শ্রেষ্ঠ সাধন মনে করিতাম। এতদিন সংসারের,—ইন্দ্রিয় সুখের, সাধন, চাকুরী ও অনুসরণ করাই, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও চেষ্টার বিষয় ভাবিয়া,—জীবনের সমুদয় শক্তি অপব্যয় করিলাম ! এখন দেখিতেছি, যে, উহা অমার্জ্জনীয় অপচয়,—আত্মবিস্মৃতি,—আত্মহত্যা,—নরকের পথে,—মরণের দিকে গতি হইয়াছে !

আমি জীবনের সুদীর্ঘ পথের চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া, দশ বার মৃত্যুর ভিতর দিয়া আসিয়া, এখন জীবন মরণের সন্ধিস্থলে,—ইহ পরকালের মাঝামাঝি দাড়াইয়া, পশ্চাতে ও চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, যে, ষোল-আনা আমার বলিতে কেহই নাই। যে ইন্দ্রিয়গণের ও দেহের সুখের চেষ্টায়, আমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম,—এই দেহ শিথিল হইয়া আসিতেছে বলিয়া, তাহারাই,—কোনদিন আমাকে ছাড়িয়া যাইবে। যাহাদের সুখবর্দ্ধনের জন্য

দেশ বিদেশে ভ্রমিয়া নানা লাঞ্ছনা 'যন্ত্রণা ভোগ করিলাম, তাহারা একে একে সব ছাড়িয়া যাইতেছে। আমি আজ একলা বিষণ্ণ মনে, এই মরু মাঝারে দাঁড়াইয়া আছি,—প্রিয় আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, আমাকে সবাই ক্রমশঃ ছাড়িয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন। তবুও আমি, আজ, এই বিশ্বমাঝে, চিরসঙ্গীর আওয়াজ, মাঝে মাঝে, শুনিয়া চলিতে শিখিলাম না! আমি একলা, কিন্তু, সত্য সত্য, একলা নহি। বাহিরে কেহ নাই, কিন্তু ভিতরে একজন আছেন। এই অসীম বিজন কান্তারে, আমি একাকী নহি! এই অনন্ত নির্জ্জনতার মধ্যে, কাহার যেন নিশ্বাস পাইতেছি,—কাহার ঘ্রাণ আসিয়া, মাঝে মাঝে, মৃতপ্রায় প্রাণকে সজীব করিতেছে! কে যেন নির্জ্জনতাকে সজন করিয়া রহিয়াছেন! সেই, যাঁহাতে হইয়াছি, রহিয়াছি, চলিতেছি, ফিরিতেছি ও থাকিব,—সেই নিত্য, জাগ্রত বন্ধু, যাঁহার নাম নাই,—এখনও আমার পার্শ্ব ছাড়েন নাই,—পূর্ব্বেও ছাড়েন নাই,—ভবিষ্যতেও ছাড়িবেন না। তিনি ছাড়িলে আমি বাঁচি না,—আমার জীবন,—অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিনি কেবল আছেন, তাহা নহে। তিনি আছেন, বলিয়াই আমি আছি, আমি ছিলাম, আমি থাকিব।

"তিনি সম্মুখে ও পেছনে,—নিকটে ও দূরে,—অন্তরে ও বাহিরে। সর্ব্ব বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে ও বাহিরে, তিনি রহিয়াছেন। তিনি অচল হইলেও, সর্ব্বত্র সদা বিদ্যমান, এক, ও, মন হইতেও বেগবান। ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। তিনি ইহাদের অগ্রগামী। তিনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী,—অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই, বায়ু প্রাণীদিগের দেহ চেষ্টা বিধান করিতেছে।

তিনি চলেন। তিনি চলেন না। তিনি দূরে। তিনি নিকটে। তিনি এই সমুদয়ের অন্তরে এবং এই সকলের বাহিরেও আছেন।"১

আমি একাকী নহি। ডেভিড্ সত্যই গাহিয়াছিলেন,—"প্রভু আমার পালক। অতএব আমার কোনই অভাব হইতে পারে না।

তিনি আমাকে শ্যামল ক্ষেত্রে, লইয়া যাইয়া, আহারীয় দেন, এবং সুখস্রোতের নিকট লইয়া যান।

তিনি আমার আত্মাকে সংশোধন করেন। নিজ গুণে, আমাকে ধর্ম্মের পথে লইয়া আইসেন।

আমি মৃত্যুর ছায়াতে বিচরণ করিতেও, ভীত নহি, কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি ও দণ্ড আমাকে রক্ষা করে।

যাহারা আমার শত্রুতা করে, তাহাদের সম্মুখে, তুমি আমার জন্য আহারীয় দাও। আমার রুক্ষ মাথায় তৈল দিয়াছ, এবং আমার সুখের পাত্র পূর্ণ করিবে।

তোমার স্নেহ ও দয়া চিরদিন, চিরজীবন আমার সঙ্গে থাকিবে। এবং আমি চিরদিন তোমারি গৃহে থাকিব।"২

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়া ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন,—"ঈশাবাস্যমিদং

১। "অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"—ঈশোপনিষৎ। ৪-৫।

২। "The Lord is my shepherd." etc. Psalm. XXIII.

সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।”১ • জগতে যাহা কিছু আছে, তাহাকেই সেই পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে।

সেই তিনিই আমির মধ্যে, নিত্য,—বড় আমি,—বড় হাম্। আমিত্ব লইয়াই আমি পূর্ণ, তাই তিনি আমির মধ্যে প্রকাশ হইতে অবকাশ পান না,—দাঁড়াইতে স্থান পান না। এই ছোট আমির ছোটত্ব,—নীচত্ব,—জড়ত্ব, —ইন্দ্রিয়াধীনতা,—স্বার্থপরতা,—সাংসারিকতা,—পাপ প্রবণতা খর্ব্বিত,—সংযত,—নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেই, সেই নিত্য,—অনন্ত,—সত্য, জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, মহিমাপূর্ণ, বড় আমির প্রকাশ হয়। তখন সেই আত্ম-সংযমের মধ্য হইতে, আত্ম শক্তি জাগে,—সেই বৃহত্তর, অনন্ত আমি আমির ইচ্ছা ও শক্তি আমার ভিতর দিয়া কার্য্য করে।

সংসারটা এই আমি রই অভিব্যক্তি। আমি-র সংযমই স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দেয়। ইহার অসংযম,—উদ্দামতা,—উচ্ছৃঙ্খলতা নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। জীবনে,—সংসারে,—সমাজে, —জাতীয় জীবনে,—অন্তর্জাতিক জীবনে, যত ভাল মন্দ, যত শান্তি, যত অশান্তি, এই আমি-র সংযম, বা,অসংযম হইতে। আমি-র কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য,মানব জাতির ইতিহাসে, মূর্ত্তিমান, সাকার হইয়া লীলা করিতেছে! যত চৌকিদার পুলিস,—যত আইন আদালৎ,—যত হাকিম হুকুম, যত কেল্লা ও জাহাজ, এই আমি-র অন্যায় বিকাশকে,—হিংসা ও মন্দ প্রবৃত্তিগুলিকে, সংযত করিবার জন্য। ওয়াটার্লুতে যে আমি, পোর্ট আর্থার ও ব্লুমফণ্টেনেও সেই আমি,—পানিপতেও যে আমি,—কুরুক্ষেত্রেও সেই আমি।

২। ঈশোপনিষৎ ।১।

একমাত্র সংযত আমি-র তিনিই সারথী,—তিনিই গাণ্ডীব,—পাঞ্চজন্য, জুল্‌ফিকার,—তিনিই অভেদ্য কবচ,—অক্ষয়, অজয় দুর্গ।১

অনন্ত কি নিজের ব্যক্তিত্ব আমার উপরে জারি, বা, আমার ব্যক্তিত্ব লোপ করিতে, পারেন না? পারেন,—তবে, তিনি আমি-কে, মার মত,—শিশুর হাত ধরিয়া, ক্রমশঃ বিকাশ করিয়া, দিতে চাহেন,—আমি-কে অভিব্যক্ত করিয়া দিবার জন্য নিয়ত ব্যস্ত। আমিকে ফুটাইয়া,—দাঁড় করাইয়া দিবার জন্য, কতই সুখ দুঃখের, উত্থান পতনের আয়োজন! যেই, আমি শান্ত,—সংযত,—তিতিক্ষু হই, অমনি ওমার খায়েমের মত শুনিতে পাই,—তোমাতেই আমাকে দেখ।২

আমি "আমি, আমি," করিয়াই ভুলে থাকি। যেই তাঁর খোজ পাই, অমনি আমি আপন হারা হই। কিন্তু তা হই না। পারশিক কবির একটা গল্প আছে। কবি কোন সুন্দর উদ্যানে যাইয়া, অতি সুন্দর, সুমিষ্ট, ফল আস্বাদন করিতেন বলিয়া, বন্ধুগণের নিকট জানান। বন্ধুগণ সর্ব্বদাই বলিতেন,—"ভাই! এক-দিন, আমাদিগকে সেই ফল আনিয়া খাওয়াও।" তিনি প্রত্যহ ঐ উদ্দেশ্যে, উদ্যানে যাইতেন,—ঐ উদ্দেশ্য লইয়া, বৃক্ষতলে যাইতেন ও বৃক্ষে আরোহন করিতেন,—এবং, ঐ ফল পাড়িয়া,কঁচড়েও গুঁজিতেন, কিন্তু, যেই, উহার ঘ্রাণ নাশিকার শিরাকে জাগ্রত করিয়া দিত,

---

১। "The Lord is my shepherd". etc.
David. Psalm. XXIII.

২। "And I heard
As from without—"The Me within Thee find.""

অম্‌নি শিরায় শিরায় জাগরণের মধ" দিয়া, উহা প্রাণকে বিহ্বল করিত, আর, সেই কাপড়ে গোজা, ফল পড়িয়া যাইত,—কোন দিন, আর, উহা তাঁহাব বন্ধুগণ পাইতেন না। তাঁহার সহবাস,—তাঁহার ঘ্রাণের,—তাঁহার আস্বাদনের এমনি মন-ভুলান গুণ! তবুও, তাঁহার ঘ্রাণে, আমার মন ভুলে না। আমি এতই পাপে মগ্ন !!!

আমিই আমাকে, কাম ও মোহে ভরিয়া রাখিলে, তিনি দাঁড়ান কোথা? সন্তান অন্যায়,—জঘন্য, অশ্লীল, রস-কৌতুকে, মগ্ন থাকিলে,পিতামাতা, তাহার সম্মুখে,আসিবেন কেমনে? তাই স্বর্গীয় পিতা হৃদয় দ্বারের পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া, কিয়ৎ কালের জন্য সরিয়া পড়েন। যতক্ষণ না সন্তান সাবধান হয়, ততক্ষণ আর সম্মুখে আসেন না। পর্দার আড়ালে,—হৃদয় দ্বারে, তিনি সদাই অ-নিদ্রিত আঁখিতে দণ্ডায়মান !!! আমি সংযত হইয়া বসিলেই, তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাই,—কণ্ঠধ্বনি চিনিতে পারি। যতই, মোহ স্বপন কম হয়, -মোহের ছলন হ্রাস হয়, ততই স্পষ্টতর, উজ্জ্বলতর, নিকটতর ভাবে, আমি ও তাঁহার মধ্যে পর্দাটার ভিতর দিয়া দেখি। আবরণটা, ব্যবধানটা ঘুচিয়া যায়। তিনি, তো, ঐ মহা কালের ঘটিকা যন্ত্রের মত, সদাই ভিতর ও বাহিরে, টিক্ টিক্ করিতেছেন,—কিন্তু আমি, যে, সদাই আন্‌মনে থাকি,—তা শুনি কই? কবে, কান পাতিয়া শুনিব? এমন দিন কি হবে?

আমি-কে বিশেষণ করিয়া, অণু হইতে সূক্ষ্ম, "অণোরণীয়ান্",১

১। কঠ। ২। ২০।

পরমাণুতে, উপনীত হইলাম। আমি একাকী, বন্ধুহীন,—দেখিলাম,—আমি-র পীনতা দূর হইয়া, প্রায় শূন্যতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যখন ইহাকে, অনন্তে স্থিত,অনন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখি,—তখন এই শূন্যই অনন্ত হয়,—এই অপূর্ণতাই পূর্ণ হয়,—এই অসম্ভবই সম্ভাবনার বীজে পূর্ণ দেখি! তখন আমি আর একা থাকি না। তখন, ঐ আগণন চন্দ্র সূর্য্যগুলিও আমি-র ভাই ভগ্নি আকার ধারণ করে,—জীবজন্তু, স্থাবর জঙ্গম,—কীট পতঙ্গ পর্য্যন্তও আপনার হইয়া দাঁড়ায়,—পর্ব্বত ও সাগর, নদী ও উপবন, ওষধি বনস্পতিও, নিকট, প্রিয়ম্বদ, প্রিয়কারী,কুটুম্ব হইয়া দাঁড়ায়! তখন আমি মহতো মহীয়ানের ক্রোড়ে বসিয়া, মহতের সন্তান, মহৎ হইয়া পড়ি, এবং "বিশ্বৈব কুটুম্বকং" বলিয়া বুঝি, ও দেখি!

আমি যখন আমি-কে ভুলিয়া, তাঁহাকে স্মরণ করি,—তখন আমার বয়স অনন্ত যৌবন প্রাপ্ত হয়,—তখন আমার মরণ-শীলতা লোপ পায়,—কেবল দেহের মরণ আমি-র নহে বলিয়া বুঝি,—তখন আমি অ-মৃতের সন্তান হই,—অ-মৃত হই,—অ-মর হই। তখন মরলোক আর আমাকে প্রজা বলিয়া ধরিতে পারে না,—তখন আমার আয়ু, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ থাকে না,—মহাকালের দেহে লম্বিত,— অচ্ছেদ্য, অনন্ত, সবল রেখার মত হয়! আমি আর বৃদ্ধ, প্রাচীন হই না, হইতে পারি না। তখন আমি ঈশ্বরের চিন্তা ও ধ্যান করি না,—তাঁহার নিশ্বাসেই নিশ্বাসবান হই,—তাঁহাকে ও তাঁহাতে নিশ্বাস লই। এ নিশ্বাস কাঁহার? কোথা হইতে আসিল? তিনি আমি-তে ও আমি তাঁহাতে,—ছিলাম, আছি ও থাকিব,—থাকিবই থাকিব! চৈতন্য চৈতন্যেই থাকে। সৃষ্টির

পূর্ব্বেও ত,—আমি অব্যক্ত ভাবে, তাঁহাতেই ছিলাম। নচেৎ আসিলাম কোথা হইতে? স্রষ্টার শক্তি মধ্যে,—মহিমার অভ্যন্তরে,—নিত্য ও সত্যের অব্যক্ত, অপ্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য, নিত্য ও সত্য, চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছার ভিতরে, সম্ভাবনার বীজরূপে, আমি ছিলাম! এখন ব্যক্ত, প্রকট, সৃষ্ট হইয়া, লীলা করিতেছি! লীলা আমি করিতেছি, না, তিনি আমি রূপে লীলা করিতেছেন? লীলা সমাপনান্তে পুনরায় অব্যক্ত কোষে,—সেই "নিহিতো গুহায়াম"১ মধ্যে,—"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্"২ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যাই। তখন আর, বহির্জগতে কেহ আমাকে দেখিতে পায় না। তখন আমি দেহে থাকিয়াই, দেহমুক্ত হই।

আমি কাহাকে অবলম্বন করিয়া আছি? কাহা হইতে হইলাম? কাঁহাতে আছি? কাঁহাতে থাকিব? আমার স্বর্গ, আমার নরক কি? যতক্ষণ, সংসার বুদ্ধি ও সংসারের প্রচলিত ধর্ম্মাদি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া, সংসারের, সাধারণ চক্ষে ঠুলি লইয়া, এই ভব-অরণ্যে ভ্রমণ করি, ততক্ষণ আমি র প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। আমি-র প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, দেখি, তুলসী দাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরম সত্য।

"তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে, সব গোড়িয়া কি খেল্।
যব্ প্রিয়সে সরবর হোই, তব্ রাখ্ পেটারি মেল্।"

জপতপ পূজাদি যাহা করি, সমস্তই যেন বালিকাগণের সাংসারিক কর্ম্মবোধিকা পুত্তলিকা খেলার ন্যায়,—স্ত্রীপ্রজ্ঞা! যে

১। কঠ। ২।২০। মুণ্ডক। ২। ১। ১০।

২। কঠোপনিষৎ। ২। ১২।

পর্য্যন্ত স্বামীর সহবাস না হয়, সেই পর্য্যন্তই ঐ খেলা। স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হইলে, পুত্তলিকাগুলি পেটারীর মধ্যে চিরবিশ্রাম লাভ করে। সাধক, নাটোরাধিপতি, রামকৃষ্ণ রায় গাহিয়াছেন,—

"ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে জন না যায় তীর্থ পর্য্যটনে, সন্ধ্যা পূজা আদি কিছু না মানে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, পরমানন্দময়ীর ধ্যানে।"

আমি জীবন্ত, চৈতন্যময়। অতএব, চৈতন্য,—জীবনকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি। ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, "এই সব লোক বিধৃত হইয়া যাঁহাতে রহিয়াছে।" আমি তাঁহাতেই!

অথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"ইহা সত্য। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে, অগ্নিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

সেই দিব্য পুরুষ নিরাকার, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্মরহিত, অপ্রাণ অ-মন, শুদ্ধ, অক্ষর, পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, আলোক, জল এবং এই সমুদয়ের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।"[১]

১। "তদেতৎ সত্যং।
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥১॥
দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২ ॥

সেই তাঁহাতেই হইয়াছি, রহিয়াছি ও থাকিব।

"যিনি অদ্বিতীয় মায়াবী (Mesmeriser ?), যিনি নিজশক্তি সমূহ দ্বারা সমুদয় লোক নিয়মিত করেন,—যিনি জগতের উদ্ভব ও স্থিতির একমাত্র কারণ, তাঁহাকে যাহারা জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।"১

"তিনিই সেই বিশ্বতশ্চক্ষু,—বিশ্বতমুখ,—বিশ্বতবাহু,—বিশ্বত-পাদ,—সেই একমাত্র দেবতা, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া (মনুষ্যাদিতে) বাহু ও (পক্ষাদিতে) পক্ষ সংযোগ করিয়াছেন।২

"যিনি দেবতাদিগের জন্ম ও শক্তি হেতু,—বিশ্বাধিপ, সর্ব্বজ্ঞ, রুদ্র,—প্রথমে, হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছেন,—তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।৩

তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। অ-মৃত লাভের আর অন্য উপায় নাই।৪

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥"—
মুণ্ডক। ২। ১। ১—৩।

১। "য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" শ্বেত।৩।১

২। "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ। ঐ।৩।

৩। "যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। ৪।"
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।৩।৪।

৪। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"
ঐ।৩।৮।

ইহাকে জানিলেই অ-মৃত লাভ হয়, মহর্ষিগণ ইহা সর্ব্বদাই উপদেশ করিয়াছেন। অমৃতের পথের আর সন্দেহ নাই। উহা আমি-জ্ঞানেরই মধ্যে,—কারণ, আত্মজ্ঞানের মধ্যেই পরমাত্মজ্ঞান।

অথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"অরসমূহ যেরূপ রথচক্রের নাভিতে আশ্রিত থাকে, তেমনি কলাসমূহ যাঁহাতে আশ্রিত, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জ্ঞাত হও,—যাহাতে মৃত্যু আর ব্যথা দিতে পারিবে না।"১

আমি জ্ঞানের মধ্যেই তাঁহার জ্ঞান লুক্কায়িত রহিয়াছে। কারণ তিনি, আমি-রই মধ্যে। তাঁহাকে জানাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন।২

অতএব, আমি-র, সঙ্গে সঙ্গে, আমি-র মূল,—কারণ,—প্রতিষ্ঠাকে,—সেই অনন্ত চৈতন্যকে জানিতে হইবে। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিতেন, "কি হবে সে জ্ঞানে, যা'তে তাঁহারে না পাই।" আমিও বলি, "কি হবে সে আত্মজ্ঞানে, যা'তে তাহাকে না পাই?"

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন,—

১। "অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি।" ৬।৬।

২। "স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ"॥ ১॥
মুণ্ডক।১।১।

"তাঁহাকে যাঁহারা আপনাতেই দর্শন করেন, নিত্য সুখ তাঁহাদেরই। অন্যের নহে। ইহা অতি সত্য কথা।"১

একদা এক সভায় কোন এক মহারাজা প্রশ্ন করেন, ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?

ঈশ্বর দর্শন কি? ঈশ্বব কি? এই প্রশ্নটার উত্তর না হইলে, ঈশ্বর দর্শন কি, বুঝা যাইবে না। না জানা, না দেখা, জিনিষের আবার দর্শন কি?

ঈশ্বর কি, এই প্রশ্নটা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও কঠিন প্রশ্ন। আমি তো অতি সামান্য প্রশ্ন। আমি কিছুই নহি। তিনিই সব। সামবেদীয় কেনোপনিষৎ হিন্দুগণের ব্রহ্মজ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ উপনিষৎ বলেন,—

"যদি তুমি মনে কর যে, তুমি ব্রহ্মকে উত্তম রূপে জানিয়াছ, তবে, তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ। দেবতাদিগের মধ্যে, তাঁহার স্বরূপ যতটুকু জানিয়াছ, তাহাও অল্প। অতএব ব্রহ্ম তোমার বিচার্য্য। শিষ্য ব্রহ্মকে বিচার ও অনুভব করিয়া বলিলেন,—আমার বোধ হয়, এখন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি।৯

"আমি মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি। আমি যে তাঁহাকে একবারেই জানি না, এমনও নহে। "আমি যে, তাঁহাকে জানি না, এমনও নহে,– জানি-যে, এমনও নহে," এই বাক্যের অর্থ আমাদিগের মধ্যে, যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন।১০।

১। "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"
কঠ। ৫।১২।

"যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, এবং যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত। কিন্তু, অসম্যগ্দর্শীদিগের নিকট, তিনি বিজ্ঞাত।"(১১। ১।)

তিনি কি প্রকার? শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া ঈশোপনিষৎ বলেন,—"তিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, অশরীরী, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূ। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগের ভোগের জন্য, যথোপযুক্ত বস্তু সকল বিধান করিতেছেন।"২ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া কঠোপনিষৎ বলেন,—"তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, নিত্য, অরস, গন্ধহীন, এবং অনাদি, অনন্ত, মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথক ও ধ্রুব। তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত

১। "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্।
নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।"—কেন। ৯—১১।

২। "স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥"
ঈশোপনিষৎ। ৮।

হয়েন।"১ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলেন,—"ওঁ। ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে লাভ করেন। তৎ সম্বন্ধে এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। যিনি "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত" ব্রহ্মকে, হৃদয়াকাশে, বুদ্ধিরূপ গুহাতে, স্থির বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্মসহ সমুদয় কাম্য বস্তু ভোগ করেন।"২

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন,—

"সেই মহান্ আত্মা, অজর, অমর, অমৃত, অভয়। ব্রহ্মই অভয়। যিনি এই ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও ব্রহ্ম হয়েন।"৩

অথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন,—"জ্ঞানিগণ, যে ভূতযোনিকে দর্শন করেন, তিনি, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু, অশ্রোত্র। তিনি হস্তরহিত, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম ও অব্যয়।"৪ মুণ্ডক আরও বলেন,—"তিনি আনন্দরূপে ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। গভীর জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানিগণ তাঁহাকে

১। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।"—
কঠ ৩।১৫।

২। "ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ।
ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।" তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ২। ১।

৩। "স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম
ভবতি য এবং বেদ।"—বৃহদারণ্যক ।৪।৪।২৫।

৪। "যৎ তৎ অদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং তদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।"—মুণ্ডক ।১।১।৬।

বিশেষরূপ দর্শন করেন।"[১] অথর্ব্ববেদীয়া মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ বলেন,—"তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, এক আত্মপ্রত্যয়ীভূত, প্রপঞ্চাতীত, শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়, শান্তং শিবং অদ্বৈতং, তাঁহাকে চতুর্থ বলিয়া জান। তিনি আত্মা। তিনি বিশেষ জ্ঞাতব্য।"[২] শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে, তৃতীয় অধ্যায়ে, অষ্টম ব্রাহ্মণে, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের সভাতে, ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর পরীক্ষায়, প্রশ্নোত্তর কালে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—"হে গার্গি! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক প্রাণবিহীন, মুখবিহীন। কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না। তাঁহাতেই আকাশ ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন।"[৩]

"হে গার্গি! যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিয়া, ইহলোক হইতে,

১। "তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"২।২।৭।

২। "অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।"—

মাণ্ডুক্য। ৭।

৩। "এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।"
—বৃহদারণ্যক।৩।৮।৮।

পরলোক গমন করেন, তিনি কৃপণ, অ-ব্রাহ্মণ। যিনি তাঁহাকে জানিয়া ইহলোক হইতে যান, তিনিই ব্রাহ্মণ। হে গার্গি! ঐ অক্ষর পুরুষ, অদৃষ্ট হইয়া দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়া শ্রোতা, অবিজ্ঞাত হইয়া জ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা কেহই নাই। সেই অক্ষর পুরুষেই এই আকাশ ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।"১ এই উত্তর শুনিয়া গার্গি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকেই ব্রহ্মজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম পুরস্কার লাভের যোগ্য স্থির করিয়াছিলেন। এখন আর ব্রহ্মবিদ্যার কথাই নাই। অধিকাংশই ব্রাহ্মণই বেদ জানেন না। অন্যকেও জানিতে দেন না।

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—"তিনি অধোভাগে, উপরিভাগে, পশ্চাতে, পুরোভাগে, দক্ষিণে, উত্তরে, তিনিই সমস্ত। অহং শব্দ দ্বারাও তাঁহাকেই বলা যায়। আমিই অধোভাগে, আমিই উপরিভাগে, আমিই পশ্চাতে, পুরোভাগে, দক্ষিণে, উত্তরে, আমিই সমস্ত। ১।

ভূমাকেও আত্মা বলা যায়। আত্মাই অধোভাগে, উপরিভাগে, পশ্চাদ্ভাগে, পুরোভাগে, দক্ষিণে, উত্তরে, আত্মাই সমস্ত। ঐ ভূমাকে, এই প্রকার দর্শন, মনন, ও অনুভব করিয়া,

---

১। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।১০।
তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং
মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি
শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্
নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। ১১।"—
বৃহদারণ্যক। ৩। ৮। ১০,১১।

মনুষ্য, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ, স্বরাট্ হয়েন। তিনি সকল লোকেই স্বচ্ছন্দগতি হয়েন। আর যিনি ভূমাকে, ঐ প্রকার, না দেখিয়া অন্য প্রকার দর্শন করেন, তিনি অন্যের অধীন হয়েন, ক্ষয়শীল, মরণশীল লোক প্রাপ্ত হয়েন এবং সকল লোকে স্বচ্ছন্দ গতিলাভে অসমর্থ হয়েন।"১ ছান্দোগ্য আরও বলেন,—"যিনি ভূমাকে এই প্রকার দর্শন, মনন, ও, অনুভব করেন, তিনি আত্মাতেই প্রাণ, আশা, স্মরণ, আকাশ, তেজঃ, জল, আবির্ভাব, তিরোভাব, অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্, নাম, মন্ত্র, এবং কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই অনুভব করিয়া থাকেন। ১।

এতৎ সম্বন্ধে বক্ষ্যমান মন্ত্রও দেখা যায়,—আত্মদর্শী মৃত্যু, রোগ, দুঃখ, প্রভৃতি দর্শন করেন না। তিনি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বসম্পন্ন

১। 'স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি। ১।

অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ভবতি। তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষকামচারো ভবতি।২."—

ছান্দোগ্য। ৭। ২৫। ১—২।

হয়েন। তিনিও আত্মস্বরূপে এক।"[২] ইহাই শাক্যসিংহের আত্মদর্শন, সত্যলাভ, সত্যকাম, তথাগত হওয়া!

আমি শিশুকাল হইতেই, ভাবি, যে, যাহা হইতে এই সব যাহা কিছু আছে, উৎপন্ন হইয়াছে, বা হইবে, সকলই সেই এক শক্তি হইতে, কিন্তু এখন বুঝি, যে, সেই এক শক্তি হইতেই, জগতের সমুদয় বস্তু! সমুদয় বিষয়, সকল অবস্থা, ভাল মন্দ, জীবন মরণ, সুখ দুঃখ আঁধার আলো, পাপ পুণ্য, হাসি কান্না,—রাজ্য স্থাপন নাশ, সকলই উৎপন্ন! অণুর মধ্যে, কৃমির মধ্যে, আমি-র মধ্যে, তুমি-র মধ্যে, সমাজ মধ্যে, বৃক্ষলতাগুল্মের মধ্যে, জলে স্থলে, ওষধি বনস্পতিতে, ধাতু ও প্রস্তরে, হিংসা ও প্রেমে, অগ্নি ও জলেতে, সম্রাটে ও প্রজাতে, গুরু ও শিষ্যে, সাধু ও অসাধুতে, সেই একই তিনি বর্ত্তমান। তিনিই অদৃষ্ট শ্রোতা, অদৃষ্ট বক্তা, অদৃষ্ট ভোক্তা, অদৃষ্ট ঘ্রাতা, অদৃষ্ট মন্তা, অদৃষ্ট চিৎ, ক্রিয়াবান ও অজ্ঞাত, ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে প্রকাশ।

কবি ও সাধক রামপ্রাদ সেন সত্যই বলিয়াছেন,—"ওরে!

২। "তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্ম্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্ব্বমিতি ।১।

তদেষ শ্লোকো ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি। ছান্দোগ্য। ৭।২৬। ১-২।

ব্রহ্মনিরূপণের কথা দৈত্যের হাসি!" উপনিষৎ, তাঁহাকে "স্বপ্রকাশ" বলেন। এখন বুঝিতেছি, উহা অতি সত্য কথা!

আমি দেখি না। তিনি কি করিবেন? তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহার দোষ কোথায়? আমি চক্ষের জিনিষ দেখ্‌ব না, তা, কি হবে? দেখ্‌লেই হলো। প্রথমতঃ, আমি তাঁহাকে অদৃশ্য, দূরস্থ, কেবল অতীতের, তীর্থের ও বাছা বাছা, জন কতকের, দর্শনীয়, নিজস্ব বিষয় বলিয়া, দৃঢ় সংস্কার করে রেখেছি। সেই দৃঢ় সংস্কারের ঠুলি চক্ষে লইয়া, আমি, নিজে, কানামাছি খেলার মত, তাঁহাকে ধর্ত্তে যাই। ধর্ত্তে পারি না। তাহাতে তাঁহার দোষ কি? ব্রহ্ম নিরপরাধ! দোষ আমার,—আমাদের,—চক্ষের, চক্ষের ছানির! জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাসের পদ্মমধু, ব্রহ্মচর্য্যের তুলিকার দ্বারা, হৃদয় মনের চক্ষে লাগাও, এখনই দেখিবে!!! এই যে পক্ষী কাকলী করিতেছে, উহার কণ্ঠে বসিয়া, কে, হৃদয় মনের ভাব ব্যক্তকারী নাদ করিতেছেন? তাই বুঝি বলে, "নাদ ব্রহ্ম?" জগতে যত শব্দ হইতেছে, তিনিই তাহার মূলে! কেবল নাদ কেন,—গতি, নাদ, জ্যোতি, আকর্ষণ, বিদ্যুৎ, সংকর্ষণ, আঘাত, প্রতিঘাত, ছায়া প্রতিবিম্ব, কার্য্যের অনন্ত প্রকার ও ক্রম ও বিকাশ, এতৎ সমুদয়ই সেই, এক, নামহীন, প্রাণবন্ধু, প্রাণদাতা হইতে দেখিতেছি।

শিশুকাল হইতেই, আমি দেখিতেছি, যে আমাদের গৃহে সদাব্রত আছে ও সর্ব্বদাই নানা সাধু, সন্ন্যাসী আগমন করেন। আমার পিতামহ ও পিতৃদেব আদর্শ গৃহী ছিলেন। আমার পিতৃদেবের কর্ম্মক্ষেত্রের বাসাবাড়িতে সর্ব্বদাই সাধু সন্ন্যাসীর ধুনি জ্বলিত। আমি প্রায় সকলেরই গতিক মনোযোগ পূর্ব্বক

দেখিতাম। সকলকেই তীর্থযাত্রী বলিয়া বুঝিতাম। কিন্তু শ্রীহরির দর্শন লাভ হইয়াছে, কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই বলিতেন, তাও কি হয়? তাই, মনে হইত, বোধ হয়, কঁড়চে চাবি রাখিয়া, যেমন, আমার পিতামতা, কখনও কখনও, উহার ভারি খোজ করিতেন, তেমনি, ভগবান আমার মধ্যে, সঙ্গেই আছেন, তাই, এই সন্ন্যাসীরা বাহিরে খুজিয়া পান্ না। চাবির মত, কঁড়চে হাত পড়িলেই, সেই হৃদয়, মন, আত্মার, ভোলা, হারান, চাবি খুজিয়া পাওয়া যায়। এখন দেখি কবির সত্যই বলিয়াছেন,—

"মোঁকা কাঁহা ঢোঁড়ো বন্দে? ম্যয় তো তেরে সাথ্‌মে।
না হাড্ডি, না মাসমে, না খাল, না রোমমে,
না মন্দির, না মসজিদ্‌মে, না কাবা, না কৈলাসমে।
না ম্যয় আউধ, না দ্বারকামে, মেরা ভেট বিশ্বাসমে,
খোজো গে, তো, আ মিলোঙ্গা, পলভর্‌কি, তলাস্‌মে।
কহত কবীরা, শুন ভাই সাধু, সব সন্তানকি, সাথ্‌মে।"

আমি, শিশুকালে রাইপুর গ্রামের সন্নিকট, পুরুচো-নিবাসী উগ্রক্ষত্রিয় জাতীয়, নিত্যানন্দ সর, রাইপুর নিবাসিনী মেটে গয়ামণি, এবং মানকর ও বুদবুদের সন্নিকট সুব্‌ডালের বেহারী নাপিতের নিকট মানুষ। প্রত্যহ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে, আমি কাহিনী, উপকথা, শুনিতে ভাল বাসিতাম। তাহারা, মাঝে মাঝে, এমন এক একটী গল্প বলিত যে, উহা শুনিলেই মনে হইত, ভগবানের খোজ, যে, মেলে না, তাহা, ঐ সব গল্পের হিসাব না মেলার মত। একটি গল্প এই,—"একদা, দশজন তাঁতি ভোজ খাইবার জন্য নির্গত হয়। পথে, এক নদী পার হইয়া, মনে করিল, এইবার গণিয়া দেখা যাক্, যে, আমরা সকলেই আছি, না, কেহ,

জলমগ্ন হইয়াছি। সকলেই গোণেন। এক, দুই, তিন, চার, নয় পর্য্যন্ত! মহা মুস্কিল! এ কি! এ-তো, হুলস্থূল ব্যাপার! এক জন যে নাই! সকলে কাঁদিয়া আকুল। কিন্তু কে নাই, খুঁজিয়া বুঝিয়া পাওয়া যায় না। সকলেই দেখে, "আমি তো আছি। তবে নাই কে?" অনেক রোদনের পর, একজন পণ্ডিত সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ইহারা তো বড়ই বিপন্ন। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি একবার তাড়াতাড়ি চোক্ বুলাইয়া দেখেন, দশ জনই, তো, বোধ হইতেছে আছে। ভাল করিয়া দেখেন, ঠিক দশ জনই আছে। তাহাদিগকে বলিলেন, ঠিক দশ জনই তো আছে। তাহারা তবু কাঁদে। তাই দেখিয়া, তিনি বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই, নিজে নিজে, গুণে দেখ দেখি।" সকলেই গুণে। নয় পর্য্যন্ত, এসে, বলে, —এই তো, একজন কি হলো?" পণ্ডিত বলিলেন, "তোমাকে ধরিলে না যে!" অমনি তাহারা নিজ নিজ ভূল বুঝিল। নিজেকে ছাড়িয়া, তাহারা গণিয়াছিল, বলিয়া, তাহাদের হিসাব ভুল! কিছুতেই মিলিতেছিল না। আমরাও তেমনি, তাঁহাকে, সেই একজনকে, —আমি-কে, ছাড়িয়া, তাঁহার হিসাব মিলাইতে যাই বলিয়া, তাঁহাকে মেলে না। চিরদিনই, আমার এই ধারণা।

ইহা কখনও দূর হইল না, হইবে না। শৈশব হইতে, ইহা দুগ্ধের সহিত, রক্তের ভিতর মনের ভিতর, অস্থি মজ্জার ভিতর, উপকথা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

শিশুকাল হইতে, মনে, এই ধারণা হইলেও, এতদিন উহা বুঝিতাম না। এখন কিছু কিছু, যেন, বুঝি বুঝি করিতেছি। সেই তাঁহাকে ধরিলে তো ভালই হয়। তাঁহাকে, না হয়, তো, আমি-কে

রাগিয়ে ধরিলেও, তো কিছু হইতে পারে। কারণ, আমি-র ভিতরেই, ভিতর দিয়াই তিনি-র প্রকাশ!

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান, সভ্য, অসভ্য, সকলেই আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য, রুচি, সংস্কার, পৈত্রিক শোণিত ও স্বভাব, সমাজ এবং দেশের জল হাওয়া অনুসারে, বিভিন্ন ভাবে, ঈশ্বরের স্বরূপ মনেতে রচনা করেন। প্রত্যেকের ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকার সংস্করণ। প্রত্যেকের দর্শনও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। নানা মুনির মত, দর্শন শাস্ত্র নানা। ভারতে তেত্রিশ কোটী লোকের তেত্রিশ কোটী দেবতা! শ্রীযশোদানন্দন ভারতের একজন ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা। ইনি, বুদ্ধদেবের ন্যায়, দোগ্ধা হইয়া, উপনিষৎরূপ গাভীকে দোহন করিয়া, জগতের সর্ব্বোত্তম, উদার মত, ভগবদ্বাণীর আকারে প্রচার করিয়াছেন,—"যাহারা যে ভাবেই আমাকে ভজনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে ভজনা করি,—কৃতার্থ করি। (যার যেমন মতি, তেমনি গতি হয়।) হে পার্থ! সকলে সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করে।"১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইহার অর্থ প্রকারে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—

"আমাকে ত যে যে ভক্ত, ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি, এ মোর স্বভাবে॥"২

১। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" গীতা। ৪। ১১।

২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদিলীলা। চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এবং অন্যত্র,—"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক, আছে ভাগবতে,

যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ, তারে ভজে তৈছে।"১

গীতা ও উপনিষৎ উভয়েই বলেন,—"যে যে দিক দিয়াই আসুক, নদীর সমুদ্র প্রবেশবৎ সেই ভগবানেই, সকলে প্রবেশ করে।" চাই কি? না, ভক্তি! রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—"সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।" শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধে, বিরাশি অধ্যায়ে, একত্রিংশ শ্লোকে, বলিয়াছেন,—"ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।" নারদ ভক্তিসূত্র ভক্তির এই প্রকার ব্যাখ্যান করিয়াছেন,—"সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা।১।" অর্থাৎ ভগবানে বিশেষ প্রেম। শাণ্ডিল্য সূত্র বলেন,—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।২।"

প্রেমিক, ভক্ত, যেমন, দেখেন, তাহাই ঠিক। তাঁহারাই ভগবানকে রসময় ২ দেখেন। আমাদের উত্তর-রাঢ়ীয় কবি বাসুদেব ঘোষ গাহিয়াছেন,—

"মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা।
জলের ভিতরে ডুবি, সেথা দেখি গোরা॥
তাই বলি গোরারূপ, অমিয়া পাথার।
ডুবিলেও কুলবতীর মন নাহি পায় পার॥
বাসুদেব ঘোষে কয়, গোরা অনুরাগে।
কাঞ্চন বরণ গোরা, হিয়ার মাঝে জাগে॥"

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য দেবের ঈশ্বরদর্শন বর্ণনচ্ছলে গাহিয়াছেন,—

১। "যে যথা ভজে কৃষ্ণ, তারে ভজে তৈছে।" ২।৮।

২। "রসো বৈ সঃ।"—তৈত্তিরীয়।২।৭।

"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর, ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
প্রেম-রস-ময়, ১ কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি, তাঁর সহ, হয় এক রূপ॥"২

পুনঃ,—

"দুই বস্তু, ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নিতে জ্বালাতে যৈছে, কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ৩ ঐছে সদা, একই স্বরূপ।
লীলা আস্বাদিতে, ধরে দুই রূপ।"২

ঈশ্বর যেমন অনন্ত, জীবও, তেমন, অনন্ত। ঈশ্বর সম্বন্ধে মতও অনন্ত,—তল্লাভের উপায়ও অনন্ত,—তাঁহার দর্শনও অনন্ত প্রকার, —অনন্ত ভাবের;—অনন্তকালের! কিন্তু অনিশ্চিত বস্তুর দর্শন কল্পনামাত্র। তাই অনন্তকে, অনন্ত কি, নিশ্চয় না করিলে, তাঁহাকে দর্শন করা হয় না। শেক্সপিয়ারের সমালোচক ডাউডেন্ বলেন,—"একটী স্থির দর্শন বিন্দু চাই, অনিশ্চিত, কোথাও নহে, হইলে চলিবে না।"৪ দর্শনের জন্য লালায়িত হইলেই, তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অজামিল, জটিল প্রভৃতির

১। "রসো বৈ সঃ।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ২। ৭।

২। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। ১। ৪।—৩। জীব ও ব্রহ্ম।

৪। "A definite point of observation and sympathy, not a vague nowhere, has been assigned to each of us." Dowden.

যদি তাঁহাকে জানাই না যায়, তবে, ঈশ্বর ও আত্মার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে, এত ঈশ্বর দর্শনের কথা কেন? উপনিষৎ বারবার দর্শনের কথা বলিতেছেন, এবং দেখিলে জরা, মৃত্যু, শোক দূর হয়, অমৃত, নির্ব্বাণ লাভ হয়, সর্ব্ব সংশয় দূর হয়, হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় হয়, বলিয়া কি আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছেন? ইহা কি উপকথা, কল্পনা, উপহাস, বা প্রতারণার কথা? না,—কখনই নহে। সর্ব্বশাস্ত্র ও ভক্ত ও জ্ঞানীর কথা মিথ্যা ও তোমা-র অজ্ঞানের, পাপাসক্ত মনের কথাই সত্য হইতে পারে না। সকল অবতার, যোগী, সাধু, প্রভৃতি মিথ্যাবাদী কে সাহস করিয়া বলিবেন?

ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবৎ দর্শন হয় না। মনের দ্বারাও হয় না। মন বহির্বিষয়ের বিষ্ঠা আহরণে ছুটাছুটী করে। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিতেছেন,—বাক্য মন, তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।১ তবে তাহাকে কি রূপে দেখিব? ভগবৎ দর্শনের ইন্দ্রিয় ও উপায় কি কি? কঠ ও কেন প্রভৃতি বলিতেছেন,—পৌত্তলিক যাহা দেখিতেছেন, তাহা নহে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ,—ত্বক, না থাকা হেতু, ঐ ঐ গুণ অনুভবের ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবৎ দর্শন হয় না। ভগবৎ দর্শনের ইন্দ্রিয় একটী অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়, বা ষষ্ঠেন্দ্রিয়।

উহা মেধা নহে, বুদ্ধি নহে, নানা বিষ্ঠা নহে। কঠ বলিতেছেন,—"এই আত্মাকে প্রবচনের দ্বারা, মেধা দ্বারা, বহু শ্রুতির

১। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।"
তৈত্তিরীয়।২।৪, ১।

দ্বারা, লাভ করা যায় না। যাঁহাকে তিনি বরণ করেন, তিনিই লাভ করেন।"২ "মনের দ্বারাও প্রাপ্য নহে।"৩ কেন,—"মন যাঁহাকে পায় না। যিনি মনকে জানিতেছেন। যিনি মনকে মনন করান।"৪

ঈশ্বর দর্শনের ইন্দ্রিয় মন নহে,—হৃদয়! যিনি হৃদয়ে দেখিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন। ব্রহ্ম যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখেন। নানক বলিয়াছেন,—"যিস্‌নে তু জানায়া, ওহি জন জানে।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের এই উপদেশ,—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরের কেহ নাহি জানে।
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে।" (২।৬।)
"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ প্রেমিক খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
পুনঃ,—"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামী হয়ে, দেখায় আপনে॥"

মহম্মদ বলিয়াছেন,—"যাঁহাকে ইচ্ছা, তাঁহাকেই তিনি সেই জ্যোতিতে (জ্ঞানেতে) লইয়া যান।" "যাহারা অনুতাপ করে, পাপের জন্য একান্ত দুঃখিত হয়, এবং যাহারা বিশ্বাস

২। নায়মাত্মা প্রবচনে লভ্যো ন ন মেধয়া ন চ বহুনা শ্রুতেন।"—কঠ।২।২৩ মুণ্ডক।৩।২,৩,৪।

৪। "ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো।"—৪। কেন।৫।

করে, তাহাদিগকে নিজের কাছে উপনীত করেন।"১ মহম্মদ কোরাণের নানা স্থানে, ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিয়াছেন। একজন মুসলমান কবি বলিয়াছেন,—ক্রন্দনের দ্বারা, বলের দ্বারা, ধনের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। যখন ইচ্ছা হয়, সেই বহুরূপী, নিজেই আমার পার্শ্বে আইসেন।"২ ইস্লাম ধর্ম্ম বলেন, ভগবান বলিয়াছেন,—"হে ভক্তগণ! দীনতা ও পবিত্রতার সহিত আমাকে খোজ। আমি দয়ালু ও প্রেমময়। যে আমাকে খোজে, তাহার ক্রন্দন আমি শুনি। বিপন্ন হইয়া যে কৃপার ভিখারী হয়, তাহাকে আমি শান্তনা দি। আমি পাপীকে ক্ষমা করি। যে আমাকে খোজে, সে পায়।" আর এক মুসলমান কবি গাহিয়াছেন,—ঈশ্বরের নিকট যাইতে চাও, তো, পবিত্রভাবে জীবন যাপন কর এবং ধর্ম্ম আচরণ কর।" হিন্দু ও খৃষ্টীয়ান্ মুসলমানদিগের প্রতি পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ, ইস্লামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। ইস্লাম দিব্য ও পূর্ণ একেশ্বরবাদ জগতে প্রচার করিয়াছেন, ও কোটী কোটী নরনারীকে ভগবান, পবিত্রতা ও মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন। ইস্লাম ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাস প্রচার করিয়া, মুসলমান ইতিহাসকে ধন্য করিয়াছেন। মস্নবীতে, জেলালুদ্দিন রুমী,—বলিয়াছেন,—"তোমাতে পশু ও দেবতার প্রকৃতি রহিয়াছে। পশুভাব দমন কর, তবেই দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইবে।" মহম্মদ একদা এক বৃক্ষ ছায়াতে, একাকী নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে ডার্থার নামক এক শত্রু শানিত তরবারী হস্তে, তাঁহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,

---

১। Sura. XIII. etc. ২। Rubait. Sharmad.

"রে! মহম্মদ! কে তোকে এখন রক্ষা করে? তোর খোদা কই?" মহম্মদ বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "এই ভগবানই!" অমনি হঠাৎ সেই বেদুইনের হস্ত হইতে অসি খসিয়া পড়িল ও মহম্মদ উহা কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন,—"ওহে! ডাথার এখন তোমাকে কে রক্ষা করে?" সে বলিল, "কেহই না!" তখন হজরৎ তরবারি তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এইবার দয়া করিতে শিখিও।"১ ঐ ঘটনার মধ্যে কি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় না? তাই মহম্মদের নাম বিশ্বাসী, আল্ আমিন!

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন।—"হৃদয়ই আত্মা।"২ ঈশ্বর দর্শনের বিরুদ্ধ অবস্থা কি? দুশ্চরিত্রতা, "দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও, ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।"৩ ইঁহাকে জানিলে কি হয়? ইঁহাকে জানিলে, অমৃত লাভ হয়।৪ ইঁহাকে আত্মাতে দেখিতে হয়। তাহা হইলে শাশ্বত সুখ লাভ হয়।৫ আর কি হয়, না, শাশ্বত শান্তি লাভ হয়।৬

১। Amir Ali. Spirit of Islam. p. 153 ২। ৪।৩।৬

৩। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" কঠ ২।২৪,

৪। "এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"—কঠ।৬,২,৯। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

৫। "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"—
কঠ।৫।১২।

৬। "নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো
বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" কঠ।৫।১৩।

মূর্ত্তি-উপাসকগণ প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, উপনিষৎ বলিতেছেন, "নেদং যদিদম্ উপাসতে।" সকল দর্শন বিজ্ঞানই এই সত্যের সাক্ষী দিতেছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন,—"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ। ৪।১৯।" যাঁহার নাম মহৎ যশ, তাঁহার প্রতিমা নাই। পুনরায় বলিতেছেন, তাঁহার কোন লিঙ্গ, রং, চিহ্ন নাই,—পতি, নিয়ন্তা, জনয়িতা নাই।১

যাঁহার প্রতিমা নাই, লিঙ্গ নাই, তাঁহাকে দেখিবে কে? কি প্রকারে? কঠোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।"২

দর্শনযোগ্য প্রদেশে ইহার রূপ নাই। কেহ তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। পুনঃ বলিতেছেন,—যাঁহাকে বাক্য, মন, চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, "তিনি আছেন" এইরূপ যাঁহারা বলেন, কেবল তাঁহারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করেন। "অন্যের দ্বারা নহে।"৩

যাহা স্থূল নহে, চক্ষের দ্বারা যাহা দেখা যায় না, তাহাকে দেখিবে কি প্রকারে? যাহা দেখা যায় না, তাহার মূর্ত্তি, ছবি, কে দেখিবে, কে লিখিবে, কে গড়িবে, কে আঁকিবে? তথাপি কি পৌত্তলিক, কি অপৌত্তলিক, সকলেই, ভগবদ্দর্শনের কথা

১। "ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন বেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।" শ্বেত।৬।৯।

২। কঠ।৬।৯।

৩। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।" কঠ।৬।১২।

বলেন। কেবল কথায় বলেন না, নিরাকারবাদী অপেক্ষা, অনেক সময়ে, অধিক ও অশেষ কষ্ট ভুগিয়া ও ব্যয় করিয়া, দুর্গম তীর্থে তীর্থে, ঈশ্বর দর্শন লালসায় পরিভ্রমণ করেন। এমনই সুন্দর ভক্তি!

যাহারা ঈশ্বরকে সাকার ভাবেন, তাঁহারা তো ঈশ্বরকে, ঘটে, পটে,—মূর্ত্তিতে, মন্দিরে, তীর্থে দেখেন। যাহারা তাঁহাকে নিরাকার ভাবে উপাসনা করেন, তাঁহারও, উপনিষদের ভাষাতে বলেন,—

"সেই পরাবরকে দর্শন করিলে, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয়, এবং দ্রষ্টার সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ, হিরণ্ময় কোষ মধ্যে অখণ্ড ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। তিনি শুদ্ধ, জ্যোতিষ্মান বস্তু সমূহের জ্যোতি,—যাঁহাকে কেবল আত্মজ্ঞরাই জানেন।"[১] সেই জগন্নাথকে আমাদের দেহরথে, আত্মারথে রথী পুরুষোত্তম রূপে, দেখিলে, জন্ম সফল হয়,—আমরা জীবন্মুক্ত পুরুষোত্তম হই। কে সে ব্রহ্মকে দেখিবে,—সে আত্মামিথুন,—যুগলরূপ,—প্রকৃতির সহিত যুক্ত পুরুষকে, বাক্য ও অর্থের ন্যায়,—হর-পার্ব্বতীর ন্যায়,—রাধাকৃষ্ণের ন্যায়,—লবণ ও সমুদ্রজলের ন্যায়, অগ্নি ও তাহার শিখার ন্যায়,—সূর্য্য ও রশ্মির ন্যায়,—অগ্নির শিখা ও উত্তাপের ন্যায়,—একত্র, একীভূত, দর্শন করিয়া, যুগলরূপ, শিবলিঙ্গ ও প্রস্তর সঙ্কেতের অর্থ বুঝিবে?

১। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮ ॥
হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯ ॥"
মুণ্ডকোপনিষৎ। ২।২।৮—৯।

এই প্রকৃতি ও পুরুষের একত্বকেই বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-মুরতিরূপে কল্পনা করিয়া, হৃদি-যমুনার কূলে, প্রেম-তরঙ্গকে বংশীরবে প্রেম-বিধুর করিয়াছেন। হৃদয়বৃন্দাবনের,—জীব ও ব্রহ্মের, নিত্য রাসবিলাস দর্শন করিলে, কোন পাপীর শুষ্ক আঁখি, না, লবণাম্বুকণার প্রস্রবণ হয়?

সাকার ও নিরাকারবাদিগণ উভয়েই ঈশ্বর-দর্শনের কথা বলেন। দর্শন শব্দটী পৌত্তলিকতার শব্দ। অ পৌত্তলিকগণ ইহাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

পৌত্তলিকগণ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াই থাকেন। দেবতাকে দেখিতে পান না। তীর্থযাত্রী ঠাকুর দর্শনে যান। ফিরিয়া আসিলে, প্রশ্নের উত্তরে পৌত্তলিক বলেন,—"তাঁকে কি দেখা যায়?" দেখাই যদি হইবে, তবে তীর্থাগত ব্যক্তি পুনরায় মোহে আচ্ছন্ন হইবেন কি প্রকারে? মোহ দূর হওয়াই, তো, হিন্দুশাস্ত্রমতে দর্শনের প্রধান লক্ষ্য ও ফল। ফল যখন ফলিল না, তখন দর্শন হইল, কি প্রকারে? সে প্রকার দর্শন বিফল!!!

দর্শন কথাটির নানা অর্থ। দর্শন পৌত্তলিকতার,—জড়গুণ গ্রহণ বাচক শব্দ। স্থূল বিষয় নয়ন গোচর করা, ইহার অর্থ। কিন্তু অন্য অর্থও আছে। দেখে কে? চক্ষু, না, মন? মনের দেখাই দেখা। মন অন্যদিকে ব্যস্ত থাকিলে, চক্ষে প্রতিবিম্বিত বস্তুও দেখা যায় না। তাই বলি, স্থূল বস্তু, যেমন, দেখা যায়, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় বস্তুও, তেমনি,—হৃদয়, মনের দ্বারা দেখা যায়!

ঈশ্বরকে দেখা ও জানা একই কথা। উহার একই লক্ষণ। মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন,—"হে সৌম্য! যিনি এই পুরুষকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি এখানে থাকিতে থাকিতেই,—

জীবদ্দশাতেই, অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত করেন।"১ কঠোপনিষৎ, "সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না,—চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না। এই বিদ্যুৎ সমূহও প্রকাশ পায় না। এ অগ্নি কি প্রকারে, কোথায় (কাহাকে ?) প্রকাশ করিবে ?"২

ব্রহ্মকে দর্শন জন্য তীর্থে তীর্থে, পরলোকে, বা, লোকান্তরে যাইতে হয় না। কঠ বলিতেছেন,—"সাংসারিক জীবের, যে সকল বিষয় ভোগ ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয় কামনা থাকে, সেই সমুদয় বিনষ্ট হইলেই, মর্ত্ত্য অ-মর লোক হয়, এবং এই খানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোথাও যাইতে হয় না।"৩ এসো ! তাই করা যাউক না !

ব্রহ্মকে দেখিলে আর লোভ, মোহ, ঘৃণা থাকে না। দর্শন যতই উজ্জ্বল হইবে, সর্ব্ব জীবে প্রেম ততই উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। শাক্যসিংহের সত্যকে দর্শন ও লাভ করার ইহাই অর্থ। তিনি ঈশ্বরের নামও করেন নাই। যাঁহার নাম নাই, তাঁহার কি নাম করিবেন ? তিনি ব্রহ্মকে, সত্যকে সত্যই বলিয়াছেন। ইহাই সত্য ! ইহাই সত্য !

ব্রহ্মকে এক বলিয়া জানাই জানা। অন্য জানা অসত্য। সত্য, ব্রহ্ম এক ! ঈশোপনিষৎ বলেন।—"ব্রহ্ম অচল হইলেও, এক (সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা প্রযুক্ত, অচল, চলিবার দরকার নাই !)

১। "এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরিতীহ-সোম্য।" ২।১।১০।

২। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।" কঠ।৫।১৫। মুণ্ডক।২।২।১০।

৩। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। কঠ ৬।১৪।"

ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। তিনি ইহাদের অগ্রগামী। তিনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী। তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই বায়ু, প্রাণীদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে। ৪।

তিনি চলেন। তিনি চলেনা না। তিনি দূরে আছেন। তিনি নিকটে আছেন। তিনি এই সমুদয়ের (তাবৎ পদার্থের) অন্তরে আছেন। তিনি এই সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। ৫।

যিনি আত্মাতে সমুদয় বস্তু দেখেন, এবং সমুদয় বস্তুতে আত্মাতে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। ৬।

যখন এরূপ জ্ঞান হয়, যে, আত্মাই (পরমেশ্বরই) সমুদয় বস্তুতে রহিয়াছেন, সমুদয় বস্তু রূপে রহিয়াছেন, তখন এই একত্বদর্শী ব্যক্তির আর মোহ ও শোকের সম্ভাবনা থাকে না। ৭।"১

শোক, তাপ, জরা, মরণের অতীত হইবার, সংসার জ্বালার নির্ব্বাণের, কি সহজ, সুন্দর উপায় বল দেখি? এক তাঁহাকে জানিলেই যদি লেঠা মিটিয়া যায়, তবে তাই জানি না কেন? শাক্যসিংহ এই সর্ব্বান্তর্য্যামী সত্যকে জানিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ছিলেন ও জগতে প্রচার করিয়াছিলেন! সত্যকে, দিব্য শক্তিকে আত্মাতে অনুভব করিলেই ব্রহ্ম দর্শন হইল।২

১। "অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।৪-৭।" দেখ।

২। "Were the men who best who have best comprehended God,—Sakya-Mouni, Plato, St. Paul, St Francis—d' Assissi, and St. Augustine (at some periods of his fluctuating life) Deists or Pantheists? Such a question has no meaning. They felt The Divine within themselves. We must place

সর্ব্বভূতে এক এবং সেই এককে সর্ব্বভূতে দর্শন না করিলে কি, কেহ উপদেশ দিতে পারেন, ১ —

"সকল জীবই সুখাভিলাষী। অতএব সকলকেই দয়া কর।"২

সর্ব্বজীবে দয়া ছিল বলিয়াই, শাক্য সিংহ পবিত্র হইয়াছিলেন।৩ কামক্রোধাদি মুক্ত হইলেই পবিত্র হয়, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয়।৪ পবিত্র হইলেই ব্রহ্মকে জানা হয়।৫ সেই নিত্য সত্য, শিব, সুন্দরকে প্রত্যেক জীবে দর্শন না করিলে, কে, বলিতে পারে,—

"মাতা যেমন প্রাণপণ করিয়া, তাহার একমাত্র মুমূর্ষু সন্তানের পার্শ্বে জাগিয়া থাকে, তেমনি অসীম, স্নেহ, মৈত্রী, প্রত্যেক জীবের প্রতি, অনুশীলন করিতে হইবে।"৬ ললিত বিস্তর গ্রন্থে আছে,— "শাক্যসিংহ সর্ব্বজীবকে একমাত্র পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।"৭

Jesus in the first rank of this great family of the true Sons of God."—Ernest Renan. Life of Jesus. Chap. 5.

১। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"—ঈশোপনিষৎ।৭।

২। "All beings desire happiness ; therefore to all extend your benevolence."—Mahavansa. ch. 2.

৩। "Because, he has pity upon every living creature, therefore, is he "holy."—Dhammapada. V. 270.

৪। "ব্রহ্মনির্ব্বাণ।"—গীতা ৫।২৬।

৫। "Blessed are the pure in heart for they shall see God."—Jesus. Mathew. 5. 8.

৬। "Like as a mother, at the risk of her life, watches over her dying and only child, so also let every one cultivate towards all beings a boundless love, and friendly mind."

Mitta-Sutta. V. 7.

৭। "He cherished the feeling of affection for all beings as if they were his only son"—Lalita Vistara. ch. 13.

বুদ্ধের সত্যদর্শন ও ঈশ্বরদর্শন একই কথা। এমন জীবে প্রেম কি নাস্তিকের সম্ভবে? নামে আস্তিক হইলে তো চলিবে না। আত্মাতে ঈশ্বরানুভূতি ও প্রেম, ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা,—চিত্তশুদ্ধিই, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা, ভক্তি করা, প্রেম করা, দর্শন করা। শ্রীচৈতন্য গয়া যাইয়া, শাক্যসিংহের এই মহাভাব লাভ করিয়াই, উদ্বোধিত হইয়া, "নামে রুচি, জীবে দয়া," প্রচার করিয়াছিলেন। ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,—"যিনি ছোট বড় সমুদয় বস্তুকে ভালবাসিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল প্রার্থনা করেন।"১

দর্শন শব্দটার অর্থ নানা প্রকার। কেবল চক্ষের দর্শনই দর্শন নহে। সুগভীর নিশীথে বংশীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে, অন্যমনস্ক ব্যক্তির চিন্তা তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, আমরা বলি,—"আহা! দেখ? কি সুন্দর মুরলীর রব!" গণিতবিদ্ কোন কূট প্রশ্নের মীমাংসা, না করিতে পারিলে, আমরা ঐ অঙ্কটা কসিয়া দিয়া বলি,—"দেখ্‌লে! কি করে হলো!" দক্ষিণ পবনের সুকোমল স্নেহস্পর্শ অনুভব করিতে করিতে, নিদাঘের দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত আমরা বলি—"দেখ! কি আরাম!" অর্দ্ধবিকশিত কমলের, কোমল, মর্ম্মস্পর্শী, নয়নোন্মীলন হইলে, প্রাণস্পর্শী সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সুখে ও অলসে মাতোয়ারা করিলে, আমরা বলি,—"দেখ! কি সুগন্ধ!" সুদূর জাপান, ইতিহাসের সুষুপ্ত স্মৃতিকে বলপূর্ব্বক নড়াইয়া দিয়া, অতিদর্পে স্ফীত পাশ্চাত্য রুষভল্লুকের নাকে দড়ি দিয়া, প্রাচ্য দীপকণার

১। "He prayeth best, who loveth best,
All things both great and small."—Coleridge.
The Ancient Mariner.

পদতলে লুণ্ঠিত করিলে, সেই ইংরাজি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম জানুয়ারী তারিখে, কে না চকিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"দেখেছ! কি ব্যাপার! ঐ দেখ ইতিহাসে ভগবান লীলা করিতেছেন!"

এই প্রকারে দেখা যাইতেছে যে, দেখা, দেখেছ, দর্শন প্রভৃতি শব্দের অর্থ কেবল নয়নগোচর করা নহে। উহার অর্থ কেবল ইন্দ্রিয়গোচর করাও নহে। দর্শন বিভিন্ন প্রকার।

দর্শন নানা রকমের। দর্শন করে মন। চক্ষু নহে। দর্শন কর্ত্তা মন। সাধারণতঃ, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ কার্য্য সাধন করা যায় বলিয়া, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের গোচরীভূত বিষয়ের জ্ঞান বা অনুভূতিকে দর্শন করা বলে। শব্দের মাধুর্য্য, তো, নয়নের দ্বারা দর্শন করা যায় না। সৌরভ বোধ, ত শ্রবণের দ্বারা দর্শন হয় না। প্রত্যেক বিষয়ের দর্শনের পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়। সৌরভ দর্শনের ইন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়। শোভা দর্শনের ইন্দ্রিয় চক্ষু। শব্দ মাধুর্য্য অনুভবের ইন্দ্রিয় শ্রবণ। এই প্রকার নানা বিষয়ের দর্শনের ইন্দ্রিয়ও বিভিন্ন।

কবিত্ব, রসিকতা, বীরত্ব, সৌন্দর্য্য, গভীর ভাব বুঝাইয়াও বলা যায়,—"দেখেছ!" অর্থাৎ মনের দ্বারা, বা, মনের নানা বৃত্তির দ্বারা অনুভব করাকে দর্শন বলে।

ঈশ্বর চিন্ময়। চিন্ময়কে দর্শনের ইন্দ্রিয় মন, হৃদয়। চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বর দর্শন হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেনোপনিষৎ বলেন, "ব্রহ্ম চক্ষুর গম্য নহেন, তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না।"১ কঠও তাহাই বলেন।

১। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি।"—কেন। ৩। 'যৎ চক্ষুষা ন পশ্যতি।"—ঐ। ৬। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা— কঠ। ৬। ১২।

যদি তাঁহাকে জানাই না যায়, তবে, ঈশ্বর ও আত্মার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে, এত ঈশ্বর দর্শনের কথা কেন? উপনিষৎ বারবার দর্শনের কথা বলিতেছেন, এবং দেখিলে জরা, মৃত্যু, শোক দূর হয়, অমৃত, নির্ব্বাণ লাভ হয়, সর্ব্ব সংশয় দূর হয়, হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় হয়, বলিয়া কি আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছেন? ইহা কি উপকথা, কল্পনা, উপহাস, বা প্রতারণার কথা? না,—কখনই নহে। সর্ব্বশাস্ত্র ও ভক্ত ও জ্ঞানীর কথা মিথ্যা ও তোমা-র অজ্ঞানের, পাপাসক্ত মনের কথাই সত্য হইতে পারে না। সকল অবতার, যোগী, সাধু, প্রভৃতি মিথ্যাবাদী কে সাহস করিয়া বলিবেন?

ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবৎ দর্শন হয় না। মনের দ্বারাও হয় না। মন বহির্বিষয়ের বিস্থা আহরণে ছুটাছুটী করে। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিতেছেন,—বাক্য মন, তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।১ তবে তাহাকে কি রূপে দেখিব? ভগবৎ দর্শনের ইন্দ্রিয় ও উপায় কি কি? কঠ ও কেন প্রভৃতি বলিতেছেন,—পৌত্তলিক যাহা দেখিতেছেন, তাহা নহে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ,—ত্বক, না থাকা হেতু, ঐ ঐ গুণ অনুভবের ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবৎ দর্শন হয় না। ভগবৎ দর্শনের ইন্দ্রিয় একটী অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়, বা ষষ্ঠেন্দ্রিয়।

উহা মেধা নহে, বুদ্ধি নহে, নানা বিস্থা নহে। কঠ বলিতেছেন,—"এই আত্মাকে প্রবচনের* দ্বারা, মেধা দ্বারা, বহু শ্রুতির

১। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।"
তৈত্তিরীয় ।২।৪, ৯।

দ্বারা, লাভ করা যায় না। যাঁহাকে তিনি বরণ করেন, তিনিই লাভ করেন।"২ "মনের দ্বারাও প্রাপ্য নহে।"৩ কেন,—"মন যাঁহাকে পায় না। যিনি মনকে জানিতেছেন। যিনি মনকে মনন করান।"৪

ঈশ্বর দর্শনের ইন্দ্রিয় মন নহে,—হৃদয়! যিনি হৃদয়ে দেখিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন। ব্রহ্ম যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখেন। নানক বলিয়াছেন,—"যিস্‌নে তু জানায়া, ওহি জন জানে।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের এই উপদেশ,—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরের কেহ নাহি জানে।
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে।" (২।৬।)
"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ প্রেমিক খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
পুনঃ,—"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী হয়ে, দেখায় আপনে॥"

মহম্মদ বলিয়াছেন,—"যাঁহাকে ইচ্ছা, তাঁহাকেই তিনি সেই জ্যোতিতে (জ্ঞানেতে) লইয়া যান।" "যাহারা অনুতাপ করে, পাপের জন্য একান্ত দুঃখিত হয়, এবং যাহারা বিশ্বাস

২। নায়মাত্মা প্রবচনে লভ্যো ন ন মেধয়া ন চ বহুনা শ্রুতেন।"—কঠ।২।২৩ মুণ্ডক।৩।২,৩,৪।

৪। "ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো।"—৪। কেন।৫।

করে, তাহাদিগকে নিজের কাছে উপনীত করেন।"১ মহম্মদ কোরাণের নানা স্থানে, ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিয়াছেন। একজন মুসলমান কবি বলিয়াছেন,—ক্রন্দনের দ্বারা, বলের দ্বারা, ধনের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। যখন ইচ্ছা হয়, সেই বহুরূপী, নিজেই আমার পার্শ্বে আইসেন।"২ ইস্লাম ধর্ম্ম বলেন, ভগবান বলিয়াছেন,—"হে ভৃত্যগণ! দীনতা ও পবিত্রতার সহিত আমাকে খোঁজ। আমি দয়ালু ও প্রেমময়। যে আমাকে খোঁজে, তাহার ক্রন্দন আমি শুনি। বিপন্ন হইয়া যে কৃপার ভিখারী হয়, তাহাকে আমি শান্তনা দি। আমি পাপীকে ক্ষমা করি। যে আমাকে খোঁজে, সে পায়।" আর এক মুসলমান কবি গাহিয়াছেন,—ঈশ্বরের নিকট যাইতে চাও, তো, পবিত্রভাবে জীবন যাপন কর এবং ধর্ম্ম আচরণ কর।" হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান্ মুসলমানদিগের প্রতি পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ, ইস্লামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। ইস্লাম দিব্য ও পূর্ণ একেশ্বরবাদ জগতে প্রচার করিয়াছেন, ও কোটী কোটী নরনারীকে ভগবান, পবিত্রতা ও মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন। ইস্লাম ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাস প্রচার করিয়া, মুসলমান ইতিহাসকে ধন্য করিয়াছেন। মস্নবীতে, জেলালুদ্দিন রুমী,—বলিয়াছেন,—"তোমাতে পশু ও দেবতার প্রকৃতি রহিয়াছে। পশুভাব দমন কর, তবেই দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইবে।" মহম্মদ একদা এক বৃক্ষ ছায়াতে, একাকী নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে ডার্থার নামক এক শত্রু শানিত তরবারী হস্তে, তাঁহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,

---

১। Sura. XIII. etc. ২। Rubait. Sharmad.

"রে! মহম্মদ! কে তোকে এখন রক্ষা করে? তোর খোদা কই?" মহম্মদ বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "এই ভগবানই!" অমনি হঠাৎ সেই বেদুইনের হস্ত হইতে অসি খসিয়া পড়িল ও মহম্মদ উহা কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন,—"ওহে! ভার্থার এখন তোমাকে কে রক্ষা করে?" সে বলিল, "কেহই না!" তখন হজরৎ তরবারি তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এইবার দয়া করিতে শিখিও।"১ ঐ ঘটনার মধ্যে কি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় না? তাই মহম্মদের নাম বিশ্বাসী, আল্ আমিন!

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন।—"হৃদয়ই আত্মা।"২ ঈশ্বর দর্শনের বিরুদ্ধ অবস্থা কি? দুশ্চরিত্রতা, "দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও, ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।"৩ ইঁহাকে জানিলে কি হয়? ইঁহাকে জানিলে, অমৃত লাভ হয়।৪ ইঁহাকে আত্মাতে দেখিতে হয়। তাহা হইলে শাশ্বত সুখ লাভ হয়।৫ আর কি হয়, না, শাশ্বত শান্তি লাভ হয়।৬

১। Amir Ali. Spirit of Islam. p. 153 ২। ৪।৩।৬

৩। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" কঠ ২।২৪,

৪। "এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"—কঠ।৬,২,৯। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

৫। "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"—
কঠ।৫।১২।

৬। "নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো
বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" কঠ।৫।১৩।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন,—ঋগ্বেদাদি সকল বিদ্যাই অপরা, অশ্রেষ্ঠা বিদ্যা। যদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়, তাহাই পরা, শ্রেষ্ঠা বিদ্যা।১

"হে সৌম্য! যিনি এই পুরুষকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি এই স্থানেই অবিদ্যা গ্রন্থি ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত করেন।"২ আমরা কি প্রকারে ইহাঁকে পাইব!

"যিনি দীপ্তিমান, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, যাঁহাতে লোক সকল এবং লোকবাসিগণ স্থিতি করিতেছে, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনি প্রাণ, তিনিই বাক্য ও মন,। তিনি সত্য, অমৃত, তাঁহাকে মনের দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে। হে সৌম্য! বিদ্ধ কর। ১। উপনিষৎ বিহিত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া, উপাসনা দ্বারা, শানিত শর সন্ধান কর। ২। হে সৌম্য! ব্রহ্মে তদ্গতচিত্ত হইয়া,(ধনু আকর্ষণ করিয়া), সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ কর। ৩। ওঁ, প্রণব ধনু। আত্মাই শর। ব্রহ্মই লক্ষ্য। একাগ্রচিত্ত হইয়া, সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, শরের ন্যায়, বিদ্ধ করিতে হইবে, তন্ময় হইতে হইবে, যেমন শর শিকারের দেহে প্রবেশ করে, তেমনি। ৪।

যাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ ও সমুদয় প্রাণ সহ মন

১। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। ১। ১। ৫।"

২। "এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।"
মুণ্ডক ২। ১। ১০।

ধৃত রহিয়াছে, সেই আত্মাকে জান। অন্য কথা কহিও না। ইনিই অমৃতের সেতু, মোক্ষলাভের উপায়। ৫।”১

“ওঁ এই বলিয়া ধ্যান করিলেই, অন্ধকার উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁহার দর্শন লাভ করা যায়।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, ভূলোকে যাঁহার মহিমা, তিনি ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) প্রতিষ্ঠিত। তিনি আনন্দ। তিনি অমৃত। তিনি এই রূপে প্রকাশিত। তাঁহাকে জ্ঞানীরা গভীর বুদ্ধির,—জ্ঞানের দ্বারা বিশেষ রূপ দর্শন করেন।”

সেই পরাবরকে দর্শন করিলে, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং কর্ম্ম সমূহ ক্ষয় হয়। মোক্ষ হয়।”২

১। “যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২॥
ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্যবিদ্ধি॥ ৩॥
প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৪॥
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ। ৫।
মুণ্ডক। ২। ২। ২—৪, ৫।

২। “ওঁ মিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানংস্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ। ৬।
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোমাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। ৭।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।” ৮। মুণ্ডকোপনিষৎ।২।২।

ইহাকে জানিলে প্রাণী মুক্ত হয়,—অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।[১] অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কাম্য বস্তুর অনুসরণ করে, তজ্জন্যই তাহারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ। জ্ঞানীরা অমৃতকে জানিয়া অন্য বস্তু প্রার্থনা করেন না।[২] সেই অনাদ্য, অনন্ত, মহত্তত্ব হইতে পৃথক, ধ্রুব বস্তুকে জানিয়া, মনুষ্য মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন।[৩]

আর কি হয়! "সমুদয় বেদ যাঁহাকে কীর্ত্তন করে, সমুদয় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়, তাহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি। তিনি এই, ওঁ। এই অক্ষরই ব্রহ্ম। এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ। এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া, যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই তাহার হয়।"[৪]

সেই করুণানিধানকে কে জানে! সেই দেবতার শরীর, নিবাস, মন্দির, দেবালয় কি? এই হৃদয়। প্রাণই তিনি। হৃদয়ই তিনি। জ্ঞান, বুদ্ধি, দয়া, প্রেম, প্রাণ, জীবনই তিনি!

১। "যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।" কঠ। ৬। ৮।

২। কঠোপনিষৎ। ৪। ২।

৩। "অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।" কঠ। ৩। ১৫।

৪। "সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তি তপাংশি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদংসংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ। ২। ১৫-১৬।

ইহাতেই তিনি রহিয়াছেন। ইহাই তাঁহার দেহ। অন্য দেহ নাই। যিনি এইরূপ তাঁহাকে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন,—তাঁহাকে দেখেন। "সেই দুর্দর্শ, সহজে যাহাকে দেখা যায় না, গূঢ়, (সর্ব্ববস্তু ও বিষয়ে) অণুপ্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, পুরাতন দেবতাকে কেবল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারাই জ্ঞানীরা জানিয়া হর্ষশোক ত্যাগ করেন।"১ "যিনি ভূমা, মহৎ, বৃহৎ, তিনিই সুখ! অল্পে ক্ষুদ্রে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। ভূমাই বিশেষরূপ জিজ্ঞাস্য।" নারদ সনৎকুমারকে বলিলেন,—"ভগবন্! আমি ভূমাকেই বিশেষরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি।"২

"যাঁহার দর্শনে, শ্রবণে, বিজ্ঞানে, অন্য দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য আর কিছুই থাকে না, তিনিই ভূমা। আর যাঁহার দর্শনে, শ্রবণে, বিজ্ঞানে অন্য দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য থাকিয়া যায়, তাহাই ক্ষুদ্র। যিনি ভূমা, তিনি অমৃত। যাহা ক্ষুদ্র, তাহা মর্ত্ত্য।" নারদ বলিলেন, "ভগবন্! ঐ ভূমা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন?" সনৎ কুমার বলিলেন,—"তাঁহার মহিমাতেই তিনি বিরাজিত। তাঁহার মহিমা ও তিনি একই বস্তু। মহিমাতে ও ভূমাতে ভেদ নাই বলিয়া, তিনি মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত নহেন এরূপ বলিলেও দোষ হয় না। কারণ উহাই তিনি।" ৩

১। "তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠংপুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবংমত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"
কঠ। ২। ১২।

২। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং।
ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস
ইতি। ছান্দোগ্য। ৭। ২৩। ১—৩। ঐ।৭।২৪।১—২।

ছান্দোগ্য বলেন,—এই অহং, এই আমিই তিনি। এই প্রকার আমি-তেই সেই আমি-কে দর্শন করিয়া, মনুষ্য আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ, স্বরাট্ হয়েন। তিনি সকল লোকেই স্বস্পন্দগতি লাভ করেন।১

"যাঁহা হইতে জীব সকল উৎপন্ন হয়, যেমন অগ্নি হইতে অগ্নির নানারূপ ও স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেই অক্ষয় পুরুষ হইতেই সমুদয় জীব উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই প্রত্যাগমন করিয়া বিলীন হয়। সেই নিরাকার, ব্যাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্মরহিত, অপ্রাণ, অমন, শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ-অক্ষর, (হিরণ্যগর্ভ) হইতে, শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, আলোক, জল, এবং সমুদয়ের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন।" ইহা হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, প্রাণ, হৃদয়, বিশ্ব। ইনিই সমুদয় প্রাণীর অন্তরাত্মা।"২ "কোন জীব, প্রাণ, বা, অপান বায়ু দ্বারা জীব জীবন ধারণ করে না। অন্য একজন (পরমাত্মা) দ্বারা জীব জীবিত থাকে, যাঁহাতে এই দুই বায়ুই রহিয়াছে।"৩

তাঁহাকে কে জানে? যাঁহার আত্মা নির্ম্মল। "যেমন নির্ম্মল জলে, নির্ম্মল জল পড়িলে, একই থাকে, নির্ম্মলই থাকে, তেমনি যে মুনি একত্ব জানেন, তাঁহার আত্মা সেইরূপই থাকে।"৪

"যিনি এখানে,তিনিই সেখানে। যিনি সেখানে,তিনিই এখানে। ইনি এক। যে ইঁহাকে নানারূপে দেখে, সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।"৫

১। "সামবেদীয়া ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৭। ২৫। ১-২।

২। "তদেতৎ সত্যম্।" ও "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।" মুণ্ডক। ২।১।১—৩, etc.

৩। "কঠোপনিষৎ। ৫।৫।—৪। কঠ।৪।১৫।—৫। কঠ।৪।১০-১১।

এই ব্রহ্মের, ঈশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান, গুহাতে,—হৃদয়াকাশে। ছায়া ও আতপের ন্যায়, ১ অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণের ন্যায়, জল ও বিম্বের ন্যায়, জীব ও ব্রহ্ম এক, একত্র, একীভূত, অথচ পৃথক। হৃদয় ইঁহার আলয়,—বসতি, নগর,—ব্রহ্মপুর।২ আত্মাতে তিনি, তাই বাঁচি।৩

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—এই ব্রহ্ম, আত্মা,—পরম আত্মা, হৃদয়ে থাকিয়াও উপলব্ধ হয়েন না। এই আত্মার একটী নাম হৃদয়। আত্মা হৃদয়ে গমন করেন বলিয়াই তাঁহাকে হৃদয় বলা হয়। ("তস্য এতৎ এব হৃদয়ং হৃদি, অয়ম্ আত্মা অয়তে, গচ্ছতি, বর্ত্ততে, ইতি নিরুক্তং নাম।) যিনি প্রত্যহ আত্মাকে হৃদয় বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"ইনিই অমৃত ও অভয় ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মেরই নাম সত্য। স=অমৃত। ত=মর্ত্ত্য জীব। য=এই জীব ও ব্রহ্মের সংযোজক। যিনি প্রত্যহ এইটী বিদিত হয়েন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"৪

১। কঠোপনিষৎ।৩।১।—২। ছান্দোগ্য।৮।১।১-২।

৩। কঠ।৫।৫। মুণ্ডক।২।২।৭। এবং,—"Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Mathew. 4. 4.

৪। "স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি।
তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি॥ ৩॥

"এই শরীরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পদ্মাকার হৃদয় রূপ গৃহে পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া, এই শরীরই ব্রহ্মপুর বলা যায়। ক্ষুদ্র হৃৎপঙ্কজের অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র আকাশ, তাহাতে অন্বেষণ করিলেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। অতএব ঐ হৃদয়াকাশই অনুসন্ধিতব্য এবং উহাই বিজিজ্ঞাসিতব্য।

আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া, যদি প্রশ্ন করেন, "এই শরীরে ব্রহ্মপুর। তন্মধ্যে হৃদয়। তন্মধ্যে ব্রহ্ম, বুঝিলাম। কিন্তু ঐ আকাশে কি অন্বেষণ কবিব ?"

আচার্য্য বলিলেন,—"এই বাহ্য আকাশ, যেমন, এই অন্তর-আকাশও, তেমনি। ইহাতেও স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র, সকলই আছে। যাহা কিছু শ্রুত ও অনুভূত হয়, সকলি ব্রহ্মে সমাহিত আছে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে মৃত্যুকালে সবই কি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় ?

আচার্য্য,—"এই অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম জরা দ্বারা জীর্ণ হন না। এই দেহের হননে, হত হন না।১ এই ব্রহ্মাখ্য পুর সত্য বস্তু। এই ব্রহ্মাখ্যপুরে সকল কামই,—ফলই সঞ্চিত আছে। এই

এষ আত্মেতি এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি।
তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সত্যমিতি ॥ ৪ ॥
তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতিয়মিতি
তদ্ যৎ সৎতদমৃতমথ যৎ তি তন্মর্ত্ত্যমথ যদযং
তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ অহরহর্বা
এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ।৫।"—ছান্দোগ্য। ৮।৩।৩-৫।

১। গীতা। ২।১২—৩০। দেখ।

ব্রহ্মাখ্যপুরই আত্মা। ইনি পাপ, জরা, মৃত্যু শোক, ক্ষুধা, পিপাসা রহিত। ইনি সত্য-কাম ও সত্য-সঙ্কল্প। ইহলোকে প্রজা সকল, যেমন, রাজাজ্ঞায়, প্রার্থনা মত, প্রদেশ, জনপদ, বা, ক্ষেত্রাদি প্রাপ্ত হয়েন, তেমনি অন্তরাকাশেও কামনারূপ বস্তু লাভ হয়।১

ইহাকে, আত্মাকে দর্শন করিলে, আত্মদর্শী মৃত্যু, রোগ, দুঃখ প্রভৃতি দর্শন করেন না।২ তিনি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বসম্পন্ন হয়েন। শাক্যসিংহ আত্মধ্যানের দ্বারা এই আত্মাকে, সত্যকে

১। "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥১॥

তঞ্চেদ্ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি তদব্রূয়াৎ ॥২॥

যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥৩॥

তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈতজ্জরা বাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যতে ইতি ॥৪॥

স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি। ন বধেনাস্য হন্যত। এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা। এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥৫॥—ছান্দোগ্য ৮।১।১—৫।

২। "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি।"—ছান্দোগ্য। ৭।২৬।২।

লাভ করিয়াছিলেন,—এই সত্যকে, এই সত্য আত্মাকে লাভ করিয়াছিলেন। এই সত্য ও এই আত্মাই ব্রহ্ম। ইহা সর্ব্ব দেশ ও কালে এক। অতএব শাক্যসিংহের মত ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মদর্শী কে? তিনি ব্রহ্ম, ঈশ্বর, এতৎ সমুদয় কথা বলেন নাই, সত্য। তাহার কারণও আছে। তিনি জরা, মরণ, শোক, দুঃখ, পাপ, তাপ নাশকারী নির্ব্বাণ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কাম ক্রোধাদি নাশ ও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিয়াছিলেন। উহাই ব্রহ্মলাভের উপায়!

ঈশ্বর কি, এই বিষয় লইয়া সংসারে বহু দর্শন, মত, মারামারি, হানাহানি হইয়া গিয়াছে। তাই, শাক্যসিংহ ও কথাই কহেন নাই। কাজের কথা কহিয়াছিলেন। যাহা করিলে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, ব্রহ্মদর্শন, তাহাই উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহা ব্রহ্মচর্য্য, চিত্তশুদ্ধি, অহিংসা, সর্ব্ব জীবে দয়া,—যদ্দ্বারা প্রকৃত জীবন,—মরণান্ত জীবন,—অমৃত,—নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহাই বলিয়াছিলেন।

ঈশা অন্য ভাষায় ঔপনিষদিক সাধকগণের কথাই বলিয়াছেন,—"দেখ! স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরেই।"১ এই স্বর্গরাজ্য ও তাহা লাভের উপায় উপনিষদে, এবং, বুদ্ধ ও ঈশার জীবনে ও উপদেশে এক। উহা,—ব্রহ্মচর্য্য ও চিত্তশুদ্ধি!

১। "Neither shall they say, Lo here; Lo there! for behold THE KINGDOM OF GOD is within you."—Jesus. Luke. 17. 20.

বুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মজ্ঞান, আত্মসংযম ও ব্রহ্মসাধনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। পুরুষোত্তম বুদ্ধই উপনিষদের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। উপনিষদের শিক্ষা ও অদর্শ, বুদ্ধের আত্মাতে, জীবনে, শিক্ষায়, পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত,—চরম সীমায় উত্তীর্ণ! বৌদ্ধ শ্রমনেরা পৃথিবীর সুদূর দেশে, চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি আমেরিকার প্রদেশেও বুদ্ধের শিক্ষা ও সাধন প্রচার করিয়াছিলেন। ঈশার বৃত্তান্তেও পাঠ করা যায় যে, যখন, হেরড্ রাজার সময়ে, বেথেল্হেমে, যীশুর জন্ম হয়, তখন পূর্ব্বদিক হইতে কয়েক জন জ্ঞানী লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—ইহুদীদিগের রাজা কোথায় জন্মিয়াছেন? কারণ, পূর্ব্বদেশে তাহার নক্ষত্র দেখিয়া, আমারা তাঁহাকে পূজা করিতে আসিয়াছি।১

ঈশার জীবনে অনেক বিষয় আছে, যাহা দেখিলে মনে হয়, তাঁহার জীবন ও সাধন হিন্দু মুনি ও বৌদ্ধগণের মত।২

১। "Now when Jesus was born in Bethlehem of Judæa in the days of Herod the King, behold, there came wise men, from the East to Jerusalem.

2. Saying, Where is he that is born king of the Jews? for we have seen his star in the East, and are come to worship him."—Mathew. 2. 1-2.

২। "The anchorite life. so opposed to the spirit of the ancient Jewish people, and with which the vows, such as those of the Nazirs and the Rechabites had no relation, pervaded all parts of Judæa. The Essenes or Therapeutae

হিক্ প্রথা লিঙ্গাগ্র ছেদন (circumcision) পরিত্যাগ করিয়া, were grouped near the birthplace of John, on the Eastern shores of the Dead Sea. The teachers of the young were also at times a species of anchorites some-what resembling the *Gourus* of Brahminism. In fact, might there not in this be a remote influence of the *Mounies* of India? Perhaps some of those wandering Buddhist monks, who over-ran the world as the first Fansciscans did in later times, preaching by their actions and converting people who knew not their language, might have turned their steps towards Judæa, as they certainly did towards Syria and Babylon? Boudasp (Bodhi-satta) was reputed a wise Chaldean, and the founder of *Sabe-ism*. Sabe-ism was, as its etymology indicates, *Baptism*, that is to say, the Religion of many baptisms,—the origin of the sect still existing called, "Christians of St John, or Mendaites, which Arabs call *el-Mogtasila*, the Baptists. We may believe, at all events, that many of the external practices of John, of the Essenes, and of the Jewish spiritual teachers of the time, were derived from influences then but resently received from the Far East. The fundamental practice that characterised the sect of John, and gave it its name has always had its centre in lower Chaldea, and constitutes a religion which is continued to the present day.

This is *Baptism*. Never before John, the Baptist, however, had either this importance or this form been given to immersion."—Ernest Renan. Life of Jesus. ch. vi.

মনেতে ডোর কৌপিনের ভাব, ও, স্নানাদির দ্বারা শুচি হওয়ার কথা, গঙ্গাতীর হইতে লওয়া সাধন বলিয়াই হঠাৎ মনে হয়। ঐ দেশে বা অন্য কোন দেশে জলাভিষেক, তো, কখনও ছিল না। অন্য কোন ইতিহাসেও নাই। ইহা হিন্দুদের প্রথা !!

বুদ্ধদেব বহুকাল মৌনী হইয়া আত্মতত্ত্বই বুঝিয়াছিলেন। তাঁর সাধনের ইতিহাসেই ইহা জানা যায়। তাই বলি,তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে, ব্রহ্মচর্য্য ও ধ্যান দ্বারা ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, কারণ তিনি সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন ও তজ্জনিত জীবে প্রেমে জগৎকে ডুবাইয়াছিলেন! এই একজন ধর্ম্ম বীরের সাধন লইয়াই পৃথিবী শুদ্ধ লোক চরিতার্থ ও সকল শাস্ত্র ও দেশ পরিপূর্ণ!

শাক্যসিংহ সেই অনন্তকে উত্তম রূপে,—ভক্তি, প্রেম ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নারদ ভক্তি সূত্রে আছে, ভগবৎ প্রেমাস্বাদন কি রূপ? না,—"মূকাস্বাদনবৎ। ৫৩" গভীর প্রেম ও আত্মজ্ঞানের মধ্যে, সত্যকে সাক্ষাৎ করিয়া, বুদ্ধ সিদ্ধার্থ, কৃতার্থ হইয়াছিলেন,—অবাক্ হইাছিলেন! আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব, প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে, সুকুমার-কণ্ঠে গাহিতেন,—

"কি দিয়ে তাঁর দিব পরিচয়?
সে যে দয়ার চন্দ্র, প্রেম-জলধি,
দেখলে নয়ন শীতল হয়!
কোটী চন্দ্র, এক করিলে, তুলনা তাঁর নাহি হয়!
আমি যত বলি, আর দেখ্‌ব না, ঢের হয়েছে মহাশয়,
সে যে ততই আমার মুখ তুলিয়ে, বারে বারে দেখা দেয়!"

এমন করিয়া দেখিলে, কি আর বকা চলে ? মুসলমানেরা বলেন,—"মাল্লা হো কে বাও ফুকারে !" ধর্ম্মপ্রচারক হয়ে গলাবাজি করে,—হাততালি ও বাহবা উপার্জ্জন করে। বৌদ্ধ শ্রমণ, রোমান্ ক্যাথলিক, খ্রীষ্টিয়ান, হিন্দু মুনি বা মৌনী, মুসলমান সাধক, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ নীরবে কতই মধুর, অমৃত জীবন প্রচার করেন ! জীবনই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কর্ত্তব্য ;—বক্তব্য, কথকতা নহে !

শাক্যসিংহ জানিতেন যে, চরিত্র বিশুদ্ধ হইলেই, যা যা দরকার, সবই হইবে। একে একে আকাশে, তরকার উদয়ের মত, চিদাকাশে সত্য ফুটিবে। তাই বুদ্ধদেব ঈশ্বর বিষয়ে মৌনী ! "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ," এই শ্রুতির কথা উপলব্ধি করিয়া, বোবার মত, মূকাস্বাদনবৎ, ব্রহ্মরসাস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, রসিক মাংসের রস লইয়া, হাড় ফেলাইয়া দেন। কুক্কুর সেই রসহীন হাড় লইয়া মারামারি,—কামড়া কামড়ি,—খাওয়া খাওয়ি করে ! তেমনি, সংসারের লোক ধর্ম্মসাধন করে না,—ব্রহ্মসাধন করে না,—রসময়, হৃদয়ের আকর্ষণকারী, কৃষ্ণকে, ব্রহ্মকে উপভোগ করে না,—কেবল দ্বেষাদ্বেষী, হানাহানি, মারামারী করে। এ বলে, আমি ও আমার ধর্ম্মই ভাল। ও বলে, আমি ও আমার ধর্ম্মই ভাল। উদারতা প্রচার করিতে যাইয়া, অনুদার হয়। সত্য প্রচার করিতে যাইয়া, অসত্য লইয়া মরে। ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া, জাতিভেদ দূর করিতে যাইয়া, নূতন নূতন জাতির উৎপাদন করে। পাপীরা কি সংসারে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে পারে ? তাঁহার ত্রাণ, ব্রহ্মকৃপাগুণে, বহিয়া আসে বটে ! অগ্রে নিজের জীবনে, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিব, তবে, তো, সংসারে করিতে পারিব।

নচেৎ হইবে কেন? স্বপ্নলব্ধ রাজ্যবৎ আমাদের স্বর্গরাজ্য! বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, প্রথমতঃ নিজ জীবনে,—তৎপরে, সংসারে, স্বর্গরাজ্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ জানিতেন যে শুদ্ধচিত্ত হইলেই, ব্রহ্ম আপনিই হৃদয়ে প্রকাশমান হয়েন। কোন কথাই বলিতে হইবে না। আত্মাতে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, আর দ্বিজত্বপ্রসবিনী আত্মাকে জাগাইয়া দিতে হয় না! ঈশা বলিয়াছেন,—শুদ্ধান্তকরণ ব্যক্তিই ধন্য, কারণ, তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে দেখিবেন।” তাই, বিবাদের মূল যে কথা, তাহা লইয়া, বিবাদ না করিয়া, চরিত্র, সত্য ও পবিত্রতা প্রচার করিয়াই শাক্যসিংহ সন্তুষ্ট ছিলেন! ঈশার আশীর্ব্বচনের সহিত বুদ্ধের জীবন মিলাইয়া লও, ঈশ্বর দর্শনের কোনও লক্ষণ শাক্যসিংহের জীবনে অভাব নাই।১ উপনিষদের সত্যলাভ ও ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মদর্শনের যে যে লক্ষণ, তাহার ষোল কলা, সিদ্ধার্থে বিদ্যমান!!! কথা চাও, না, কার্য্য চাও! বুদ্ধ, ঈশা ও মহম্মদ প্রভৃতির জীবনই দ্রষ্টব্য!

উপনিষৎ ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম, প্রতিভা, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ! উপনিষদের আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মসাধনের জন্যই হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের জগতে এত গৌরব! এই ক্ষত্রিয়গণের বীর্য্যের, প্রতিভার, ধর্ম্মের, ব্রহ্মচর্য্যের, ব্রহ্মসাধনের, পিতৃমাতৃভক্তির, সতীত্বের গৌরব চিন্তা করিতে যাইয়া বাল্মীকি, ব্যাস ও উপনিষৎ রচয়িতাগণের প্রতিভা, কবিত্ব, মহত্ব, জাহ্নবী-সলিলের মত, অজস্রধারে জনসমাজের উর্ব্বরতা, কল্যাণ ও

১। Mathew. Chapter. V. 1-48.

শ্রী সম্পাদন করিয়াছে !!! শাক্যসিংহের জীবন এই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষত্রিয় জীবে দয়া, ও ক্ষত্রিয় বিশ্ব-প্রেমের পরাকাষ্ঠা,—ঔপনিষদিক, দার্শনিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক আত্মজীবনস্ফোটন কলার,—বিস্তার চরমসীমা, পূর্ণ অভিব্যক্তি !!!

ঈশ্বর দর্শনের ইন্দ্রিয়, হৃদয়। হৃদয়ের কাচ মলিন থাকিলে, জ্যোতি প্রকাশ পায় না। সাফ কর, দেখিবে আলো জ্বলিতেছে। ঈশা বলেন,—"সাফ হৃদয় যাহাদের, তাহারাই ধন্য, কারণ তাঁহারা নিশ্চয়ই ঈশ্বর দর্শন লাভ করিবেন।"১

হৃদয়ই ভগবদ্দর্শনের দর্শনেন্দ্রিয়! যে চায়, সে পায়।২ পবিত্র হৃদয়ই ঈশ্বর দর্শনের ইন্দ্রিয়। হৃদয় পবিত্র করিতে হইলে, দুশ্চরিত্রতা থাকিলে চলিবে না। স্বর্গেও যাব, নরকেও যাব, তা হবে না। স্বর্গেও যাব, কিন্তু নরকের কিছু কিছু আমাতে থাকিবে, নরকের সঙ্গীরাও থাকিবে, তাহাও হইবে না। স্বর্গে যাইতে হইলে, পূর্ণভাবে নরকের বিরুদ্ধ দিকে, চলিতে হইবে। যে স্ত্রী, যোষিতা, সঙ্গী, বা, বিষয়, নরকের দিকে আমাকে ডাকিয়া বা টানিয়া লইয়া যায়,—যে বিষয় নরকের চিন্তায় মনকে পূর্ণ করে, তাহা ত্যাগ করিতেই হইবে। সৎ সঙ্গ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। অসৎ সঙ্গ বর্জ্জনীয়। নচেৎ ফের্ পড়িয়া যাইতে হইবে। এক সঙ্গে, ব্রহ্ম ও বিষয়, ব্রহ্ম ও নরক সম্ভোগ হবে না,—হবে না,—হবে না,—কাহারও হয় নাই! সে কথার কথা মাত্র। তাই ঈশা স্বর্গরাজ্যের জন্য খোজা হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন তাই, জেসুইট্ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা ইগ্নেসিয়াস্

১। Mathew. 5. 8. ২। Mathew. 7. 7.

লয়োলা, শিষ্যগণের জন্য, তিনটি প্রতিজ্ঞা স্থির করিয়াছেন। প্রথম,—চিৎ-ব্রহ্মচর্য্য। দ্বিতীয়—চিরবশ্যতা,—অহৈতুকী ভক্তি। তৃতীয়,—চির-দারিদ্র্য,—"কৌপিনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" হওয়া। সেই জন্যই ঈশা একদা অমর, অনন্ত জীবন লাভেচ্ছু কোন এক যুবা পুরুষকে বলিয়াছিলেন,—

"যদি তুমি সিদ্ধিলাভ কবিতে দাও, তবে, যাও, সব বিচে খুচে, গরীবকে দান করিয়া দাও, এবং আমার সঙ্গে এসো,—তবেই স্বর্গের ধন পাবে।"১

সৎসঙ্গের এমনই গুণ! যেমন বায়ু পরিবর্ত্তনের গুণ! কোন কবিরাজ, ডাক্তার, হাকিম, বড়ি, গুলি, হালে পানি না পেলে, দেশ ছেড়ে পলাও, যদি বাঁচিতে চাও। যে পলায়, সেই বাঁচে। কুসঙ্গ হতে পলাও, যেমন, গোখুরা, কেলে সাপ বিছানার পার্শ্বে দেখ্‌লে পলাও, তেমনি পলাও। যেমন বস্ত্রের মধ্যে কোব্রা, রেটেল্ স্নেক্ দেখ্‌লে, লাফাইয়া পলাও, তেমনি পলাও! বিষধর অপেক্ষা কুসঙ্গ আরও ভয়ঙ্কর, প্রাণহর। বিষধর দেহ নাশ করে,—পাপসঙ্গ দেহ ও আত্মাকে নাশ করে। কে বেশি বর্জ্জনীয়? সেইজন্যই ইহুদী পুরাণ পাপকে, শয়তানকে সর্প আকারে কল্পনা করিয়াছিলেন। সে দুর্ব্বল চিত্তকেই প্রথমে ঠকাইয়াছিল! যে ঠকে, সে ইভা! ইভার মধুর, স্নেহবচনে, আদম্ মধুমাখা হলাহল পান করিলেন! সে নিষিদ্ধ ফল,—হলাহল কি? যদ্বারা,—অবাধ্যতা,—অভক্তি হইতে পাপ,—এবং পাপ হইতে, জরা, মরণ, শোক, তাপ জগতে আসিল? অ-কালে,—ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধরূপে, কামবৃত্তির চর্চ্চা,—কাম উপভোগ! ইহাই সেই নিষিদ্ধ ফল!

১। Mathew. 19. 16-30.

কামক্রোধের হাত না এড়াইলে, প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি হয় না। রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছেন,—

"আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে,
(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন মন, কেউ না দেখে!
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায় মাকে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে।
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, নিকট হতে দিও নাকো।
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে।"

আত্মসংযমই পবিত্রতা লাভের উপায়। উহা না থাকিলে, ধর্ম্ম কর্ম্ম কথার কথা,—গল্প গুজল্লা,—উপকথা,—কাহিনী!

আত্মসংযম না থাকিলে ধর্ম্মের বড় বড় কথা,—গৃহছাদের উপর হইতে, ধর্ম্মপ্রচার বৃথা! উহা কেবল আত্মপ্রচার, ধর্ম্মপ্রচার নহে,—ঈশ্বরদর্শন নহে। আমরা নানাপ্রকার তন্ত্র, মন্ত্র, ধর্ম্ম, কর্ম্ম করি ও সিদ্ধির চরম ফল লাভ হইলে, যে অবস্থা লাভ হয়, সেই অবস্থার চিন্তা করি ও কথা বলি। কিন্তু সে পথে চলি না, সে সাধন করি না,—সে উপায় অবলম্বন করি না! সকলের প্রধান ও প্রথম অত্যাবশ্যক উপকরণটী ভুলিয়া যাই। উহা সংযম!

সামবেদীয় ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, অষ্টমাধ্যায়ে, চতুর্থ খণ্ডে, তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মকে বিদিত হয়েন, তাঁহারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের সকল লোকেই সচ্ছন্দগতি লাভ হইয়া থাকে।"[১] অন্যথা কদাচই ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। নরকের পথেই যাইব এবং স্বর্গকেও পাইব,—

১। "তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"—ছান্দোগ্য। ৮।৪।৩।

ইহা সম্ভব নহে। প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য দিতে হইবে। স্বর্গের মূল্য নরক,—পাপ। পাপ ছাড়, স্বর্গ পাইবে। অমৃতের মূল্য মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ পাপ। পাপকে পরিত্যাগ কর,—ব্রহ্মের হাতে সমর্পণ কর,—ব্রহ্মকে লাভ করিবে। পাপ,—কামাদিকে ব্রহ্মের চরণে অর্পণ করিতে হয়,—অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। ইহাই যজ্ঞ। নির্দ্দোষ, নিরীহ পশুকে বলি দেওয়া যজ্ঞ নহে। আমাদের ভিতর যে পশু আছে, তাহাকেই, বলি দিলে, তবে যজ্ঞ হইবে। ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ। অন্য যজ্ঞ নাই! বৃথা!

ছান্দোগ্য পুনরায় বলিতেছেন,—"ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ। ঐ ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞ দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়। যিনি আত্মাকে জানেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। ব্রহ্মচর্য্যকেই ইষ্ট বলা যায়। ঐ ব্রহ্মচর্য্যরূপ ইষ্ট দ্বারাই আত্মাকে জানা বা লাভ করা যায়।১।

ব্রহ্মচর্য্যকেই সত্রায়ণ নামক বৈদিক কর্ম্ম বলা যায়। এতদ্দ্বারাই সৎস্বরূপ আত্মাকে লাভ করা যায়। ব্রহ্মচর্য্যকেই মৌন বলা যায়। ঐ ব্রহ্মচর্য্যরূপ মৌন দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়, মনে করা যায়,—মৌনী, মুনি হওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য তপ বিশেষ। কারণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অনাশক আত্মাকে লাভ করা যায়। এই আত্মার নাশ নাই। ইহাকে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই লাভ করা যায়। অরণ্যায়ন বা অরণ্যে বাসাত্মক তপ এই ব্রহ্মচর্য্যকেই বলে। এই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মলোক, চিদানন্দ রসাত্মক, অমৃতময় ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।"১

১। "অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা

ছান্দোগ্য বলেন আহার শুদ্ধ হইলে, সত্ত্বশুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়,—সত্ত্বশুদ্ধ হইলে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি লাভ হয়। স্মৃতি লাভ হইলে,—অবিদ্যা, কাম কর্ম্মাদি গ্রন্থি সকলের মোচন হয়। এইরূপে, কষায় অর্থাৎ বিষয় বাসনা নির্ম্মূল হইলে, ভগবান সনৎকুমার তাহাকে অজ্ঞানের পার দর্শন করাইয়া থাকেন।১

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমধ্যায়ে দেখা যায় যে, প্রজাপতির উপদেশে, ইন্দ্র সর্ব্বসমেত, একাধিক শতবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর ইন্দ্র শুদ্ধচিত্ত হইলে, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বুঝিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ, অষ্টম অধ্যায়, ১১শ খণ্ডে, ৩য় শ্লোকে এই কথা লিখিত আছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ষষ্ঠাধ্যায়ে লেখা আছে যে, আরুণির শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র ছিল। পিতা আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক গুরুকুলে বাস কর। কারণ আমাদিগের বংশে কেহই ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া, বেদাধ্যয়ন না করিয়া, ব্রহ্ম-বন্ধুর ন্যায় থাকে না।

তং বিন্দতেঽথ। যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে। ১।

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতেঽথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব।"—ছান্দোগ্য। ৮। ৫। ১-৩।

১। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ স্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি।"—ছান্দোগ্য। ৭।২৬।২।

(ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে হীন, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ।) ।১

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, আরুণি তনয় শ্বেতকেতু, পঞ্চালরাজ জৈবলী প্রবাহণের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার পিতা মহর্ষি গৌতম রাজার নিকট যাইয়া, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রার্থনা করিলেন। "রাজা বলিলেন, "ভগবন্! আপনি মনুষ্য সম্বন্ধীয় বিত্ত প্রার্থনা করুন। গৌতম,— "উহা আপনারই থাকুক। আপনি আমার পুত্রকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেইগুলি আমাকে বলুন।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, "ইনি ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও শুশ্রূষা ব্যতিরেকে এই আত্মজ্ঞান প্রদান করা যায় না।" ইহা ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্য করিতেন না।"২ বর্ত্তমান সময়কার অধিকাংশ ব্রহ্মান্বেষিগণও ব্রাহ্মণদের পথেই চলিয়াছেন।

অনন্তর রাজা গৌতমকে বলিলেন,—"ভগবন্! আপনি কিছুদিন

১। "শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস। তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যম্। ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি।"—ছান্দোগ্য। ৬।১।১।

২। "স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্দ্ধমেয়ায় তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাং চকার স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায় তং হোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি। স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তং যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি স হ কৃচ্ছ্রী বভূব। ৬। তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।" ছান্দোগ্য। ৫। ৩। ৬-৭।

এই স্থানে বাস করুন।" গৌতম তাহাই করিলেন। বৎসরান্তে রাজা গৌতমকে বলিলেন,—"ভগবন্! আপনি যেরূপে আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন, আমি আপনাকে বিদ্যাদান না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু এই বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট গমন করে নাই, ক্ষত্রিয়ের অধিকারেই ছিল। অতঃপর ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিবে।" এই কথা বলিয়া রাজা প্রবাহণ গৌতমকে উপদেশ করিলেন।

পুনরায় দেখা যায় যে বৃহদারণ্যকে উপনিষৎ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ২য় ব্রাহ্মণে, লিখিত আছে যে,"শ্বেতকেতুর পিতা গৌতম, পঞ্চালরাজ জাবনতনয় প্রবাহণের নিকট যাইলে, রাজা বলিয়াছিলেন, "গৌতম! আপনি যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, উহা দৈব বরের অন্তর্গত। অতএব মনুষ্য সম্বন্ধীয় কোনও বর প্রার্থনা করুন।" তদুত্তরে মহর্ষি বলিলেন,—"রাজন্! তাহা আমারও আছে, আপনিও জানেন। আমার প্রচুর হিরণ্ময় পাত্র, প্রভূত দাসদাসী, পরিজন ও পরিধেয় সকল বর্ত্তমান আছে। আপনি আমাদিগের পক্ষে প্রভূত, অনন্ত ফলপ্রদ, অসীম ধী অর্পণ বিষয়ে, কৃপণতা করিবেন না।" পঞ্চালরাজ বলিলেন, "গৌতম্! তবে আপনি বিহিত বিধানে, আমার নিকট হইতে, এই বিদ্যা গ্রহণের ইচ্ছা করুন।" গৌতম বলিলেন,—"হাঁ! আমি যথাবিধি আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি।" পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগণ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন ও শুশ্রুষাদি ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়কে গুরুত্বে বরণ করিতেন।" রাজা বলিলেন,—"হে গৌতম, আপনি আমাদিগের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনার পিতামহগণও আমাদিগের অপরাধ গ্রহণ করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে

কোনও ব্রাহ্মণই আপনার ন্যায় বিদ্যা গ্রহণের জন্য, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন নাই। আমি আপনাকে ঐ বিদ্যা প্রদান করিব। কোন্ ব্যক্তি আপনার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ ?"১

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের প্রধান অভাব ও প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্চ্চা, নহে, ব্রহ্মচর্য্য ! ব্রহ্মগোল নহে, ব্রহ্মসাধন। সনৎকুমারের নিকট নারদ উপস্থিত হইয়া বলেন,—"ভগবন্ ! আমি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছি,—আত্মজ্ঞ হইতে পারি নাই।"২ আমাদের দশা কি আরও বেশি খারাপ নহে ?

যিনি সকল ভূতের অধিপতি, সর্ব্বভূতের রাজা, ৩ তাঁহার সভার উপযুক্ত হইতে হইলে, সংসারের ধূলি, কর্দ্দম মুছিয়া, উপযুক্ত বেশে, তাঁহার দ্বারে উপনীত হইতে হয়। যিনি বুদ্ধিতে থাকিয়া

১। "স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ম এষ বরো যাং তু কুমারস্যান্তে বাচমভাষ্যথাস্তাং মে ব্রূহীতি। ৬। স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতম তদ্বরেষু মানুষাণাং ব্রূহীতি। স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যাপাত্তং গো-অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিধানস্য মা নো ভবান্। বহোরনন্তস্যাপর্যন্তস্যাভ্যবদান্যোঽভূদিতি স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি বাচা হ স্ম বৈ পূর্ব্ব উপযন্তি স হোপায়নকীর্ত্ত্যোবাস। ৭। স হোবাচ তথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব পিতামহা যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি।৮।"—বৃহদারণ্যক। ৬।২।৫-৮।

২। "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ।"—ছান্দোগ্য।৭।১।৩।

৩। "সর্ব্বেষাং ভূতানামাধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা।"—বৃহদারণ্যক। ২।৫।১৫।

বুদ্ধির অন্তর্ব্বর্ত্তী, যাঁহাকে বুদ্ধিও জানেন না,—বুদ্ধি যাঁহার শরীর,—যিনি বুদ্ধির মধ্যে থাকিয়া বুদ্ধিকে চালিত করেন,—তিনিই জিজ্ঞাসিতব্য, নিত্য, অন্তর্যামী। তিনি অদৃষ্ট হইয়াও, দ্রষ্টা,—অশ্রুত হইয়াও, শ্রোতা,—অচিন্তিত হইয়াও, মননকর্ত্তা,—তিনি অবিজ্ঞাত হইয়াও, বিজ্ঞাতা। তাঁহা ছাড়া আর দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মননকর্ত্তা নাই। তিনি ভিন্ন আর সমস্তই বিনশ্বর।"[১]

যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হয়েন, তিনিই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, অনন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন,—প্রতিষ্ঠিত হয়েন।[২] যিনি ব্রহ্মকে জানিবেন, তিনিই এই ফললাভ করিবেন। অন্যথা হয় না। ইহাতে কোন জাতির অপেক্ষা থাকে না। ব্রহ্মকে জানাই ব্রাহ্মণত্ব। ব্রহ্মকে জানাই দ্বিজত্ব। অন্য দ্বিজত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, নাই। না জানাই শূদ্রত্ব, চণ্ডালত্ব!

গায়ত্রী মাতা হইলেই ব্রহ্মচারী হয়।[৩] ব্রহ্মচর্য্য হইলে পর,

১। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ। যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। ২২।

"অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম। ২৩।"
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৩।৭।

২। কেনোপনিষৎ। ১৩।

৩। মনু। ২।১৭০।

ব্রহ্মকে জানা যায়।১ দ্বিজত্ব না হইলে, মানব শূদ্রই থাকে।২ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া প্রথম জন্ম।৩ ব্রহ্মদীক্ষা, উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম হয়।৩বেদ অধ্যয়ন না করিলে, ব্রাহ্মণ সবংশে শূদ্র হয়।৪ যেমন ক্লীবে সন্তান উৎপন্ন করে না,—অজ্ঞ ব্যক্তিকে দান বিফল, তেমনি অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিষ্ফল।৫ যিনি গায়ত্রী না বুঝেন ও সন্ধ্যা না করেন, তিনি শূদ্রবৎ সমুদয় কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত।৬ যাহার বাক্য ও মন শুদ্ধ, ও, নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত, ৭ তিনিই মোক্ষপ্রদ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝেন।৭ বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া, দুষ্টস্বভাব সম্পন্ন হইলে, বেদধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম, তপস্যা কখনই সিদ্ধ হয় না।৮

ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ হয়।৯

যম নচিকেতাকে বলিলেন,—"সমুদয় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে, সমুদয় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে,—যাহা লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়,—তাহাকে আমি সংক্ষেপে বলিতেছি,—তিনি এই ওঁ।"১০ "তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যশীল ব্যক্তিই অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা, তৎপ্রতি মনঃসংযোগ দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন।"১১

সুচরিত্র ও শান্ত, সমাহিত, হইলেই ঈশ্বরকে জানা যায়,—দর্শন করা যায়। ইহাই শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের বচন।১২

১। ছান্দোগ্য। ৮,৮,৩, এবং ৮।৫।১-৪।

২। মনু। ২।১৭১। ৩। মনু। ২।১৬৯। ৪। মনু। ২।১৫৭ ১৬৮।

৫। মনু।২।১৫৮। ৬। মনু। ২।১৫৭। ৭। মনু। ২।১৬০।

৮। মনু।২।৯৭।১ ঐ ১।৮৮। ৯। মনু। ২।৯৩। ১০। কঠ। ২,১৫।

১১। কঠ। ২।১২।

১২। কঠ। ২।২৪; ৩।৯; মুণ্ডক। ১।১।৮; ৩,১।৫,৮,৯; ৩।২।৪,৫। প্রশ্ন। ১,২; ১০, ১৬; ৫, ৩। তৈত্তিরীয়। ৭।৪; ৩,২—৫, ১০। ইত্যাদি।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, সূক্ষ্ম বুদ্ধি বিবেচনার সহিত, তাঁহাকে সতত চিন্তা করিলেই, তিনি বিদ্যুতের মত, হৃদয়াকাশে প্রকাশ হন। কেহ ইহা নিবারণ করিতে পারেন না।১

তাঁহাকে জানিলে কি হয়? সকলই জানা হয়।২ তাঁহাকে জানিলে, আর কিছুই বাকী থাকে না,—আর অন্য বাসনা থাকে না,—জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ দূর হয়,—চিরসুখ,—চির শান্তি,—অমৃত, নির্ব্বাণ লাভ হয়,—সকল পাপ, সকল সংশয় দূর হয়,—মানব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবৎ, অমর হয়েন।৩

কেবল কর্ম্ম দ্বারাই, তাঁহাকে জানা যায় না। ব্রহ্ম নিজেই যাহার নিকট প্রকাশিত হয়েন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।৪

বহির্বিষয় হইতে মনকে ফিরাইলেই, হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি ধাবিত হইলেই, তাঁহার প্রতি মনোযোগ পড়ে। অমৃত সিদ্ধ হিন্দু শাস্ত্রময়ই এই একই কথা। এই অমৃত কথাতেই উপনিষৎ পরিপূর্ণ !!!

ব্রহ্মচর্য্য না হইলে, ঈশ্বর বিষয় বুঝিবার শক্তি হয় না,—শরীর মনের এমন বল ও স্বাস্থ্য হয় না, যদ্দ্বারা হৃদয় মন নির্ম্মল হইয়া, ঈশ্বরকে প্রণিধান ও অনুভব করিতে পারে, উপলব্ধি করিতে

১। কঠ। ৩,১২; ৪।১, ২। মুণ্ডক। ২।২।২-১১। শ্বেত। ১।৩, ১৩-১৬। ২।১-১৭, ৪।১৭-২০; ৫।৫।১২। কেন। ২৯। ইত্যাদি।

২। মুণ্ডক। ১।১।৩-৫; ৩।১.১০। শ্বেত।১-১১। ইত্যাদি।

৩। কঠ।৪।২-১৫; ৫।১, ১২, ১৩; ৬।২, ৬, ৮-১০, ১৪, ১৫, ১৮। মুণ্ডক।২।১, ১০। ৩।১ ২-৪; ৩।২.২-৯। মাণ্ডুক্য ১০-১২। প্রশ্ন। ৩।১১; ৪, ১১; ৬, ৬। শ্বেত।৩।১, ৭, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ২০, ২১; ৪।৭, ৮, ১১, ১৪, ১৫, ২০; ৫।৬, ১৩, ১৪; ৫ ৬, ১৩, ১৫, ১৬, ২০। ইত্যাদি।

৪। কঠ।১।২০-১২।—৬। কঠ।৩,২।৩-৪। ইত্যাদি।

পারে, দর্শন করিতে পারে, করতলন্যস্ত আমলকবৎ করিতে পারে।

পবিত্র হৃদয়ই যে ঈশ্বর দর্শনের ইন্দ্রিয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঈশার এই বচনের সাক্ষ্য প্রশ্নোপনিষৎ দিয়াছেন,—"তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়াচেতি।" অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে কুটিলতা, মিথ্যা ও মায়া নাই, তাঁহারাই সেই বিরজ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সেই শুদ্ধ ব্রহ্মলোক পাওয়া, ব্রহ্মদর্শন হওয়া, একই কথা। প্রশ্ন উপনিষৎ বলেন, "তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।"

হৃদয়কে বিশুদ্ধ করা চাই। আমরা তাহা না করিয়া, হয় তো দুই দিন নাম করিয়া, বা, কামাদির সবিশেষ চর্চ্চার সহিত সাধন ভজন করিয়া, বলি, ঈশ্বর দর্শন হয় না। তজ্জন্যই ঈশ্বর দর্শনের কথা না বলিয়া, বুদ্ধদেব ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মজ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন।

যখন থিয়োডোলাইট্ নামক যন্ত্রের দ্বারা কোনও স্থান দর্শন করিতে হয়, তখন উহার স্থায়ী ও সাময়িক, এই দুই প্রকার মেরামৎ করিয়া লইতে হয়, তবে ঠিক্ দেখা যায়। তেমনি, আমাদের হৃদয়, সংসার, বা ইন্দ্রিয়-বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া, উহা ঈশ্বর দর্শন করিতে পারে না! আমরা সংসার বিষয়ে আনমন হইয়া থাকি বলিয়া, সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা বিদ্যমান সাক্ষাৎ ঈশ্বরকেও দেখিতে পাই না।

ঈশ্বর অরূপী সর্ব্বরূপভাস। তিনি সকল বস্তুতে রহিয়াছেন।

কিন্তু সর্ব্ববস্তুই ঈশ্বর নহেন। লণ্ঠনে আলো আছে। কিন্তু লণ্ঠন আলো নহে। তিনি অবাক্ হইয়া, নানান্ মুখোশ পরিধান করিয়া, সাকারের ভিতর নিরাকার হইয়া, আমাদের সাম্নে রহিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারি না। ধরিয়াও ধরি না, দেখিয়াও দেখি না। তিনি অ-ধরা! আমাদের চক্ষু ও মন সংসারের বিষয়ে কেবল ছাইভস্মগুলি লইয়াই ব্যস্ত,—আপনার অহঙ্কারে ও পুরুষকারে পূর্ণ। হৃদয় ও মনের বাহিরের দ্বার রুদ্ধ হইলেই, ভিতরের দ্বার খুলে। ভিতরের দ্বার খুলিলেই, দেখি, সেই ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং রূপ অরূপী ব্রহ্ম!

অনুতাপ এই হৃদয় ধৌত করিবার জাহ্নবী সলিল। অনুতপ্ত হইলেই স্বর্গ অতি নিকটে হয়। কারণ স্বর্গ আমাদের মধ্যেই,—দূরে নহে, হৃদয়ে। পবিত্র হৃদয়ই স্বর্গ। হৃদয় পবিত্র হইলেই ঈশ্বর দর্শন হয়। ঈশ্বর দর্শন হইলেই স্বর্গলাভ হয়, বা হৃদয় স্বর্গধাম হয়। অতএব হৃদয় পবিত্র করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে অনুতাপ চাই।

ঈশ্বরের ত হাত পা নাই। তাই, জগন্নাথ মূর্ত্তিকে হস্ত পদ শূন্য করিয়া গড়িয়াছে! তিনি শক্তিরূপে রহিয়াছেন। জ্ঞান ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করা চাই। এই আকাশ বিদ্যুতে পরিপূর্ণ। বিজ্ঞানবলে, উহা জানা ও অনুভব করা চাই। তেমনি সেই চিৎশক্তি-সমুদ্র পরমেশ্বর, এই অনন্ত আকাশকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহা হৃদয়ের দ্বারা জানা ও অনুভব করা চাই। হৃদয় তাঁহাতে লাগিয়া থাকিলে, তাঁহাকে দেখা যায়। ঈশা, মীরা ও গীতা বলিয়াছেন। "তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে।" যাহার দ্বারা

আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধি আমি তাঁহাদিগকে দি, যাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে ভাবেন ও ভালবাসেন।

আমি পাপ, ক্ষুদ্র, স্মৃতিশক্তিহীন মন লইয়া, অশেষ ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও, এই ক্ষীণ প্রাণে, তাঁহাকে ভাবিব, আমার জীবনের ও সকল কার্য্যের পূর্ব্বা আনুমোক্তিয়ার করিব,—আর তিনি অনন্ত প্রাণে, অনন্ত মনে, অনন্ত স্মৃতিতেও আমাকে পাসরিয়া যাইবেন? তিনি কি স্মৃতিশূন্য? তিনি কি এখনও নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করিতে শেখেন নাই? তিনি কি আমি-কে সৃষ্টি করিয়া, অনন্ত আকাশে, অনন্ত কালের মধ্যে, অনন্ত দুঃখ, দুর্গতি, দুর্ব্বলতার মধ্যে, একলা, অসহায় ভাবে আমি-কে ছাড়িয়া দিয়াছেন? আমাকে যদি এমনই দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় একলা ছাড়িয়া, সরিয়া পড়িবেন, তবে মাতৃজরায়ুতে, মাতৃহৃদয়ে, মাতৃস্তন্যে থাকিয়া, আমাকে অচল, অচেতন, দন্তহীন, অসহায় অবস্থায়, এত স্নেহ, এত লালন পালন করিলেন কেন? বড় করিয়া, পদাঘাত করিবার জন্য? সাবালক করিয়া, মারিয়া ফেলাইবার জন্য? কখনই না।

ঈশ্বর আমাদিগকে বলিতেছেন, "তুমি আমার ভাবনা ভাব, আমি তোমার ভাবনা ভাবিব এবং তোমার অভাব যোগাইব। তুমি আমাকে দেখ, আমি তোমাকে দেখিব। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে। তুমি আমার, আমি তোমার।" আমরা সেই অনন্ত, প্রকাণ্ড সত্বকে ভুলিয়া, আমি আমি ও আমার আমার করিয়া মরি। তাই, আমাকেও হারাই, তাঁহাকেও হারাই, দেখি না। "আমি কি", সত্য সত্য জানিলে, দেখি যে, আমার সবই তিনি। তাঁহার মধ্যে আমি ও আমার মধ্যেই তিনি। সকলের মধ্যে তিনি, এবং তাঁহার মধ্যেই সকলি।

ঈশ্বরকে দেখিতে বনে জঙ্গলে আর যেতে হবে না। পর্ব্বত-গুহায় যেতে হবে না। হৃদয় গুহার ধ্যানস্থ হইয়া দেখিব, এই অনন্ত আঁধারের মধ্যেই আলো জ্বলিতেছে। আঁধারেই আলো জ্বলে, তা না হলে, দুঃখ পাপনাশী আলো তেমন উজ্জ্বল হয় না, প্রকাশ পায় না। দিনে, বা, আলোতে আলোর আভা কম! অন্ধকারেই উহার গৌরব। অন্ধকারেই আলো জ্বলে ভাল। অন্ধকারই আলোর আদর জানে। বহুরূপীর মুখোশ খুলিয়া, দেখি মৃত্যু ও শোকের ভিতরে, রোগ ও দারিদ্র্যের ভিতরে, ঘোর বজ্রাঘাত ও সমরানলের ভিতরে, তিনি হাসিতেছেন! যখন গম্ভীর মুখোশের ভিতর সেই অমৃতহাসি দেখি,—তখনই অশেষের ভিতর শেষ, অসুখের ভিতর সুখ, বহুর ভিতর এক, সান্তের ভিতর অনন্ত, অশান্তির ভিতর শান্তি এবং মৃত্যুর ভিতর জীবন দেখিতে পাই!

সংসারের শাস্ত্র, পুরোহিত, প্রচারক ও পণ্ডিতগণ আমাতে ও তাঁহাতে ভেদ জন্মাইয়াছেন,—পিতামাতা ও সন্তানে দূরত্ব ও ব্যবধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে অতি দুরূহ ও দুর্গম করিয়াছেন! তিনি অন্তর হতেও অন্তরতর, অন্তরতম। তিনিই আমাদের পিতা-মাতা। তাঁহাতেই আমরা হয়েছি, রয়েছি, থাকিব। লোকের কথায় নিজের জনকে,—তাঁহাকে দূর, ভয়ানক, দুর্গম ভাবিব কেন? হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুকুনির ভিতর, রক্তসঞ্চালনের ভিতর, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ভিতর; জন্ম, জীবন, মৃত্যুর ভিতর; হাসি কান্নার ভিতর; আন্তরিক ও বাহ্যিক প্রত্যেক দুঃখ অভাব, পাপ তাপ, বেদনা, যাতনা ও সকল ঘটনার ভিতর তাঁহাকে দেখিব। না দেখিলে আমার চলিবে কেন? চলিবে কি প্রকারে? তাঁহাকে

হারাইলে আমাদের চলিবে না। তিনি ছাড়া কে আমাদিগকে অনন্ত জীবনপথে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন?

তিনিই পথ। তিনিই পাথেয়। তিনিই অন্ন। তিনিই জল। তিনি সুপক্ক সুফল। সংসারে অনেকেরই বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, নানা বিষয় ও সুখ আছে। আমাদের, কিন্তু, ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, আর সহায় নাই, আর কোন ধন নাই, ব্যাঙ্ক নাই, জমিদারী, রাজ্য নাই,—গৃহ নাই, অন্য মুরুব্বি, গুরু, সহায়, সম্বল আর কিছুই নাই। তাঁহাকে না হইলে, আমাদের মত অসহায়ের এক দিনও চলে না। সংসারের,—বাহিরের সুখ না পাইলে, আমি সতৃষ্ণভাবে প্রাণের দিকে চাহি। যিনি পিতা মাতা, তাঁহাকে না দেখিয়া, না চিন্তিয়া, তাঁহার ঘরে, তাঁহার অনন্ত ক্রোড়ে থাকিব কেমন করিয়া? এই প্রকারে সর্ব্ব ঘটে ও সর্ব্ব বিষয়ে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। কারণ, কেনোপনিষৎ বলিতেছেন,—সমুদয় বস্তুতে তাঁহাকে দেখিয়া মানব অমৃত লাভ করে।১

পৌত্তলিক চাহিয়াই থাকেন, দেখেন না। দার্শনিক দেখেন এবং দেখেনও না। জ্ঞানে ও প্রেমে, নিরাকার উপাসক, হৃদয় মন ও আত্মার যোগেতে, চক্ষু মুদিয়াই প্রকৃতরূপে দেখেন,—ভাবেন। যেমন তেমন দেখা নহে। শোনা কথা নহে, কল্পনা নহে! দেখার মতন দেখা। চক্ষু মেলিয়া দেখা নহে। চক্ষু মুদিয়া দেখা।

রামপ্রসাদের মার মত,—

"তারা (ব্রহ্ম, ব্রহ্মময়ী!) আমার নিরাকারা।
ওরে আঁখি মেলি দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হারা।"

১। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" ১৩।

পরে, চক্ষু মুদিয়া ও খুলিয়া সর্ব্বদাই, সর্ব্বথাই দেখা, "সেই নয়ন অনিমেষ।"১ যেমন নিউটন পতনশীল আতাফলের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণী শক্তি প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছিলেন,—যেমন আর্কিমেডিস্ স্নানটবের ভিতর হইতে "দেখিলাম, পাইলাম," বলিয়া চীৎকার করিয়া, জল প্রভৃতির ওজন দেখিয়াছিলেন,— যেমন উড্ডয়নশীল ঘুড়ির মধ্যে ফ্রেঙ্কলিন্ বিদ্যুৎ-তত্ত্ব দেখিয়াছিলেন, তেমনি প্রাণের মাঝে দেখা, অনুভব করা। কেবল দেখা নয়, শোনা। কেবল শোনা নয়, স্পর্শ করা। কেবল স্পর্শ করা নয়, রস আস্বাদন করা,— কেবল রসাস্বাদন করা নহে, তাহাতে সাঁতার ভুলিয়া, চিরদিনের তরে, ডুবিয়া থাকা!

এই যে এত রোগে ভুগিলাম, ইহার ভিতরও ঈশ্বরকে দর্শন করা চাই। পাপ পুণ্যের ভিতর, সুখ দুঃখের ভিতর, শান্তি অশান্তির ভিতর, নিন্দা প্রশংসার ভিতর, উত্থান পতনের ভিতর, ঈশ্বর দর্শন হওয়া চাই। এই যে রূঢ় কথা শুনিলাম, এই যে বজ্রনাদ, বা, মুরলীর রব শুনিলাম, এই সকলেরই ভিতর, সেই আমার মায়ের গলা চেনা চাই। সেই অদৃশ্যের দর্শন, সেই অবাক্যের গলা চেনা, এই বহুর মধ্যে সেই একেকে ধরা, ইহাই মানবজীবনের লক্ষ্য! সাধুর জীবনেও যেমন, পাপীর জীবনেও তেমন। একজনের জীবনেও যেমন, এক জাতীর জীবনেও তেমন। পরমাণুর জীবনেও যেমন, ব্রহ্মাণ্ডের জীবনেও তেমন। সমান ভাবেই তাঁহার অনন্ত শক্তি,

---

১। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁহার অনন্ত রূপ, অনন্ত বাণী ব্যক্ত রহিয়াছে,—অনন্ত ভাবে, অনন্ত প্রকারে ব্যক্ত হইতেছে! কে অন্ধ, বধির রহিবে?

বহুলোক ও বিষয়ের সংঘট্টের মধ্যে তাঁহার মুখোশ খুলিয়া, তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া ফেলিতে হইবে। যে চায়, সেই পায়। যে সাহস করিয়া ধরে, সেই পায়। লোকের কথায় ভুলি না। লোকে তাঁহাকে দুজ্ঞেয়, দুর্গম, দুর্ব্বোধ, অদৃশ্য বলিলে আমি শুনিব কেন? মুখোশ তুলে দেখ দেখি, কি অনন্ত মধুর হাসি! আমরা সেই হাসিতে হাতে হাতে স্বর্গ পাই। তাঁহাকে দেখা ও তাঁহাকে ভালবাসা, একই কথা। তাঁহাকে দেখা ও তাঁহাকে জানা, একই কথা। তাঁহাকে দেখা ও স্বর্গ লাভ করা, অমৃত লাভ করা, একই কথা। এসো দুঃখী তাপী, আমরা সকলেই তাঁহাকে দেখি। আমাদেরই তাঁহাকে দেখা বেশি দরকার। আমাদের আর অন্য কেহ নাই। পিতৃমাতৃহীন, অনাথ, বন্ধুহীন, হতাশ, পাপীতাপী সকলেই আমরা তাঁহাকে দেখি। আমাদের আর অন্য বন্ধু নাই,—ধন, জন, গৃহ কিছুই নাই। ভালই হইয়াছে। তাই আমরা ভবের কুলে বসিয়া আছি। যদি তাঁহার চরণতরণী খানি দেখিতে পাই,—যদি তিনি বন্ধুর আকারে জীবনের দুস্তর পথে দেখা দেন ও ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রূপে, তাপিত দেহ, মন, প্রাণকে শীতল করেন! এসো! আমরা তাঁহাকে দেখিয়া, অসত্য হইতে সত্যেতে যাই, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে যাই, মৃত্যুকে ত্যাগ করিয়া অমৃত লাভ করি,—অমর হই।

ব্রহ্মকে শ্রীশাক্যসিংহই যে সর্ব্বোত্তমরূপ জানিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঔপনিষদিক আদর্শ জীবন তাঁহাতেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। বুদ্ধের জীবন ও উপদেশই পৃথিবীর ধর্ম্ম-রাজ্যের অক্ষয় ভাণ্ডার। ব্রাহ্মণেরা উহার দুইটি সংস্করণ করিয়া,

নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে, আসলটীকে দেশ হইতে নির্য্যাতন পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দেন। একটী বৈষ্ণব সংস্করণ,—শ্রীকৃষ্ণ। আর একটী শাক্ত সংস্করণ,—মহাদেব।

ক্ষত্রিয়গণেরই প্রতিভা উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, ভাগবতে, গীতায়, পুরাণে গীত। বাল্মিকীর, ব্যাসের গৌরব ক্ষত্রিয়-গণের মহিমা কীর্ত্তন! তাঁহাদের প্রতিভার বিকাশ, ক্ষত্রিয় চরিত্র, জ্ঞান, শক্তি, ও প্রতিভার উদ্দীপনায়। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়ের গৌরব কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পরে পরশুরামের সময়ে, ও তৎপরেও, পৌরহিত্যের হানিকর বৌদ্ধ ভাব লোপ করিবার সময়ে, হিংসা পরবশ হইয়া ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বতোপায়ে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে ভারত হইতে লোপ করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। তাহাও কি হয়? হাঁ! কথঞ্চিৎ হইয়াছে। তদ্দ্বারা ক্ষত্রভাবকে কেবল গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র! সত্যকে কে বিনাশ করে!

সত্যই ব্রহ্ম। যাহাকে চলিত কথায় সত্য বলি, কিন্তু, বুঝি না, তাহাই ব্রহ্ম। উপনিষৎ বহু স্থানে ইহাই বলিয়াছেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—"এই ব্রহ্মেরই নাম সত্য।"১ এবং—"সত্য শব্দটী তিন অক্ষরের, স, ত, য। স অর্থে অমৃতময় পরব্রহ্ম। ত অর্থে মর্ত্ত্য জীব। য এই দুইয়ের যোজক। যিনি প্রত্যহ এইটী বিদিত হয়েন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"২ বৃহদারণ্যক বলেন,—"জানিলে সর্ব্বলোকে জয় হয়। এই হৃদয়ই ব্রহ্ম। তিনিই সত্য। সত্যই

১। "এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।"—ছান্দোগ্য। ৮। ৩। ৪।
২। ঐ। ৮। ৩। ৫।

তিনি।”১ সত্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। ব্রহ্মকে দেখা, জানা, লাভ করাই,—স্বর্গলোক প্রাপ্ত হওয়া। বুদ্ধদেব এই সত্যকেই জানিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম তথাগত। তিনি সত্যসাধন ও আচরণ দ্বারা, অমৃতকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম অমৃতাভ, অমিতাভ! সেই জন্যই তিনি হিংসা ত্যাগ পুর্ব্বক, অহিংসা প্রচার করিয়াছিলেন।

“এই ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে, মনু প্রজাগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আচার্য্যকুল হইতে বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক, যথাবিধি গুরুসেবার পর, গুরুকুল হইতে, সমাবর্ত্তন করিবেন। পরে গৃহস্থাশ্রমী হইয়া, পবিত্র দেশে বেদাধ্যাপনাদি কর্ম্ম দ্বারা পরোপকার সাধন করিবেন। তদনন্তর পরমাত্মাতে, সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক, প্রাণী হিংসাপরাঙ্মুখ হইয়া, জীবন অতিবাহিত করিলে, অন্তে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে,—ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। আর জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না।” ২

শাক্য সিংহ ইহলোকেই এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ইহাতে কোনই সংশয় নাই। ইহাই শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ, ব্রহ্মনির্ব্বাণ।

১। “তদ্ বৈ তদেতদেব তদাস সত্যমেবস যো হৈতং মহদ্‌যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তী মাঁল্লোকাঞ্জীত। ইথমসাবসদ্ য এবমেতং মহদ্-যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম।”—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৫। ৪। ১। এবং ৫। ৫। ২।

২। সামবেদীয় ছান্দোগ্য। ৮। ১৫। ১।

গীতা বলেন,—

"কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥"১

ক্ষীণদোষ, ছিন্নসংশয়, সংযতচিত্ত, কামক্রোধ বিহীন, সর্ব্বভূত-হিতে রত, সম্যগ্দর্শী ব্যক্তি, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন। কাম ক্রোধ বিমুক্ত, সংযত চিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ, যতিগণের উভয়ত্র ব্রহ্ম নির্ব্বাণ, মোক্ষ আছে। দেহান্তে ও এই দেহেই। এমন লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিই নির্ব্বাণ লাভ করেন! গীতানুসারে শাক্য সিংহের ন্যায় ব্রহ্মনির্ব্বাণের যোগ্য আর কে? নিন্দক, সমালোচক ও ক্ষত্রিয়গণের জাতশক্র ও বৌদ্ধগণ প্রতি পরম হিংসাপরায়ণ পৌরহিত্য-ব্যবসায়িগণ ও অন্য অন্য ধর্ম্মের জারীতে যাঁহারা স্বার্থবান, তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, বৌদ্ধ নীতিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ!

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিয়াছেন, "যিনি ভূমাকে, ব্রহ্মকে এই প্রকার দর্শন, মনন, ও অনুভব করেন, তিনি, আত্মাতেই প্রাণ, আশা, স্মরণ, আকাশ, তেজ, জল, আবির্ভাব, তিরোভাব, অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্, নাম, মন্ত্র, এবং কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই অনুভব করিয়া থাকেন। ১।

এতৎ সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রও দেখা যায়,—আত্মদর্শী মৃত্যু, রোগ, দুঃখ, প্রভৃতি দর্শন করেন না। তিনি সর্ব্বদর্শী ও

১। গীতা। ৫। ২৫, ২৬।

ও সর্ব্বসম্পন্ন হয়েন। ২।"[১] অতএব, শাক্য সিংহের মত ব্রহ্মজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, ও সংযমী যতী আর কে?

ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। উপনিষৎ বারম্বার ইহাই বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছি।[২] ব্রহ্মচার্য্যই ইষ্ট। ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির, ব্রহ্ম-লাভের উপায়। ব্রহ্মচর্য্যই মৌন, তপ, যজ্ঞ উপায়। তাই বলি, শাক্যসিংহের ন্যায় ব্রহ্মচারী, তপস্বী, মৌনী, ব্রহ্মজ্ঞ কে?

এই উপনিষদের নাম "অহঃ"। অহঃ শব্দের অর্থ হিংসা ও ত্যাগ,—হিংসা ত্যাগ ও বৈরাগ্য, ত্যাগ।[৩] শাক্যসিংহের ন্যায় ত্যাগী, বৈরাগী, অহিংসা পরায়ণ কে?

"অতএব, এই প্রকার সত্যকে, সত্য ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি সমস্ত পাপ নাশ ও ত্যাগ করিয়া থাকেন।"[৪] শাক্যসিংহের মত এমন সত্যজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ, ত্যাগী কে?

বৃহদারণ্যক আরও বলেন,—দেবাদি ত্রিবিধ স্বভাব সম্পন্ন মনুষ্যগণ এখন এই তিনটী শিক্ষা করিবেন,—(১) দমন, কামাদি ইন্দ্রিয়কে; (২) দান; (৩) দয়া।"[৫] শাক্যসিংহের ন্যায়

১। "তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ ইত্যাদি। ১।" ছান্দোগ্য। ৭। ২৬। ১।

এবং "তদেষ শ্লোকো ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি। সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি। ২।"

২। সামবেদীয়া ছান্দোগ্য।৮।৪,৩। এবং ৮।৫। ১—৩। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩। শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যক। ৫। ৫। ৩।—৪। ঐ।৪।৩,৪।১। ১৭৮ পৃঃ ফুট নোট।

৫। ঐ। ৫। ২। ৩

এমন আত্মদমনকারী, দানশীল, পরোপকারী, ত্যাগশীল,—এমন দয়াশীল আর কে ?

এই প্রকার নির্ব্বাণই শাক্য সিংহের লক্ষ্য ! "যাহাতে রোগ, জরা ও দুঃখ থাকে না।"১

শাক্য সিংহ ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তিনি বৃথা বাক্যব্যয় করিতে ও যাহা লইয়া ব্রাহ্মণেরা, পৌত্তলিক ও দার্শনিকেরা কলহ বিবাদ করিবে, তাহার বিবাদেই জীবনী শক্তি ব্যয় করিতে নারাজ ছিলেন। যদ্দ্বারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভ আপনাপনিই হইবে, সেই প্রথম ও উত্তম শিক্ষনীয় বিষয়ই শিখাইয়া ছিলেন।

তিনিই সর্ব্বোত্তম, ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"২ ছিলেন। তিনি অবক্ ৩ হইয়া, অবাক্‌কে দর্শন ও উপভোগ, করিয়াছিলেন ! তিনিই "মূকাস্বাদনবৎ, ৪ "ব্রহ্মকে রসবৎ ৫ আস্বাদন করিয়াছিলেন। বলিবেন কি ? কাহাকে ? বকিবে কে ? শুনিবে কে ?

যাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, ব্রহ্মচর্য্য করিতে

১। "ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২ ১২।

২। মুণ্ডক।৩।১।৪—৩। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তৈত্তিরীয়।২ .৪, ৯।

৪। নারদ ভক্তিসূত্র।৫৩।

৫। "রসো বৈসঃ।"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।২।৭।

হয়,[১] —ব্রহ্মচর্য্যই যাঁহাকে লাভের উপায়, [২]—সেই ব্রহ্মচর্য্যকেই অতি উত্তম রূপে,—সর্ব্বোত্তম রূপে, সেই পুরুষোত্তম শাক্যসিংহ প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপদ, ললিত-বিস্তর, মহাবস্তু অবদান, ত্রিপিটক, জাতক, সুত্তনিপাত, বিনায়ক সূত্র, সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক, মিলিন্দ প্রশ্ন, উদানবর্গ, মহাবংশ, কথাসরিৎসাগর, নাগানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উহা পাঠে পরম হিত সাধিত হইবে। উহা পাঠই উহার পাঠের পুরস্কার।

বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় হইলেও, জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা, পৌরহিত্য, পৌত্তলিকতা, মানুষ হইয়া, মানুষকে পদ-দলিত করা,—পা-চাটান, পা ধোয়া জল খাওয়ান, মাথায় পা দেওয়া,—যজ্ঞের নামে, রসনার প্ররোচনায় পশুহনন, একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে প্রধান দশ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতা অবতারগণের মধ্যে গণ্য করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। রাজনীতিতে নেপোলিয়নাদি যেমন ফরাশিস্ বিপ্লবের সময় সমাজকে আমূল আলোড়িত করিয়াছিলেন, শাক্যসিংহও তেমনি ধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুসমাজ ও ক্রমশঃ পৃথিবীর সকল সমাজকে আন্দোলিত করিয়া গিয়াছেন। কত আকারে, কত প্রকারে, তাঁহার জীবন ও প্রচারিত সত্য কার্য্য করিতেছে!

এখন তাঁহার অস্থি পেশোয়ারে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মহামান্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কেশ, দন্ত, অস্থি, চিহ্ন লইয়া কতই ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে! কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা, তিনিই দেখাইবেন, যিনি তাঁহার

১। "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি।"—কঠ।২।১৫।

২। ছান্দোগ্য।৮।৪।৩ এবং ৮।৫।১—৩।

প্রচারিত সত্য গ্রহণ করিবেন এবং নিজের জীবনকে, হৃদয়কে বুদ্ধের জীবনের, হৃদয়ের সদৃশ করিতে চেষ্টা করিবেন।১ জীবন অনুকরণ করাই শ্রেষ্ঠ ভক্তির লক্ষণ!

বীরভূমির, কেন্দুবিল্বনিবাসী, ব্রাহ্মণ কবি জয়দেব, গীত-গোবিন্দে, এই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাচার্য্যের মহিমা নিম্নলিখিত স্তোত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩ ॥"

হে জগদীশ! হে কেশব! হে করুণাধার বুদ্ধদেব হরে! তুমি অহিংসাই পরম ধর্ম্ম এই সত্য প্রচার করিয়া, বেদের যজ্ঞ বিধি সকল পশুহিংসা বিধায়ক বলিয়া, সেই সমুদয়কে নিন্দা করিয়াছ!

বর্ত্তমান সময়কার হিন্দু ধর্ম্ম ঠিক বৈদিক ধর্ম্ম নহে। না আছে অশ্বমেধ, না রাজসূয়, না আর কিছু! যাহা দেখা যায়, তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মকর্তৃক বিশুদ্ধ ও পরে পুনরায় মলিনতা প্রাপ্ত হিন্দু ধর্ম্ম ও আচার। কেবল বৈষ্ণবগণই, সেই বুদ্ধের অহিংসা, জীবে দয়া,

---

১। "If you desire to honour Buddha, follow the example of his patience and long-suffering."—Foshohingtsan King. V. 2242.

"If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed."—Jesus. John. 8 31.

সাধুসেবন প্রভৃতি এবং ব্রহ্মচর্য্যের "কৌপিনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"১ ভাব গ্রহণ ক'রিয়াছেন।

ভারতের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মাবতারগণই ক্ষত্রিয়। তাই, ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষা পরায়ণ হইয়া, বারম্বার নিঃক্ষত্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং, ক্ষত্রিয় অবতারগণের নাম লোপ করিয়া, ধর্ম্মরাজ্যে নিজেদের নামজারী করিয়াছেন। তাই বিদেশী মহলে "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম," Brahminism কথা চলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরাও শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, প্রভৃতির নাম জপকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়াছেন ও মনে করেন। তাঁহাদের ঈর্ষাকার্য্যের অবসানে, ইহা তাঁহাদের অনুতাপ ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন!

ব্রাহ্মণেরা হিংসা, পশু হনন, নরবলী,—সকলকে ঘৃণা, ছুতে-নাই-এর ধর্ম্ম,—শূদ্র, যবন, ম্লেচ্ছ, রাক্ষস, নাগ, তক্ষক, নাস্তিক বলিয়া মনুষ্যকে ঘৃণা করিবার ধর্ম্ম যাজন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা অভিসম্পাত,—বিনয় অপেক্ষা দাম্ভিকতাই ইহাঁদের ইতিহাসে অধিক দেখা যায়। ইহাঁরা বিষ্ণুর ও হৃদয়ে পদাঘাত করিয়া, ভৃগুপদলাঞ্ছন রাখিয়াছেন, বলিয়া নিজেরাই নিজের গৌরব বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন! যাই কর, কেবল ব্রাহ্মণকেই দাও, খাওয়াও, তবেই, সাত খুন মাফ! নয় বিপদ! সমস্ত পৃথিবীই ব্রাহ্মণের জন্য। ব্রাহ্মণেরা সকলের অন্ন, বস্ত্র, ধন গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাতে পাপ নাই।২

১। শ্রীশঙ্করাচার্য্য। ইঁহার মতও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত,—উপরে কেবল ব্রাহ্মণ্যের রং ফলান মাত্র।

২। মনু।১।১০১। ৮।৪১৩-৪১৯। দেখ।

শাক্যসিংহ ব্রহ্মচর্য্যের কি প্রকার আদর ও প্রচার করিয়াছিলেন, দেখা যাউক।

"ভগবান্ শাক্যসিংহ রাজা, রাজপুত্র, যুবা ও অতি রূপবান, ছিলেন। কোনও অভাব তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই,—কোনও রূপ ক্ষোভ বা বেদনা তাঁহাকে আঘাত করে নাই, তথাপি, তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না,—সন্ন্যাসী হইলেন।"১

"রাজা বিম্বিসার শুনিলেন নগরে এক অপরূপ রূপ ভিক্ষু আগমন করিয়াছেন। অত্যুচ্চ প্রাসাদতল হইতে ভিক্ষুকের তাদৃশ জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া রাজার নয়ন মন মুগ্ধ হইল। তিনি ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিলেন, এবং পার্শ্বস্থ রক্ষী পুরুষকে বলিয়া দিলেন, দেখ, এই পুরুষ কোথায় যায়।

অনন্তর লব্ধ ভিক্ষ শাক্যসিংহ পাণ্ডব শৈলাভিমুখে গমন করিলে, বিম্বিসারের প্রেরিত পুরুষ অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া সংবাদ দিল, "ভিক্ষুক পাণ্ডব শৈলে বাস করেন।"

১। স্বর্গীয় রামদাস সেন রচিত বুদ্ধদেব। ৬। ১৪৪।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, স্বর্গীয় শ্রীরামদাস সেন, স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন, প্রভৃতি প্রণীত বুদ্ধের জীবনী দেখ। Rhys David's Buddhism, Edwin Arnold's Light of Asia, C. F. Neumann's Catechism of the Samans, R. L Mitra's Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, Asoka's Edicts, Travels of Fahien, Max Mullers' selected Essays, Rev. S. Beal's Catena of Buddhist Scriptures from the Chinese and, Abstract of Four Lectures on the Buddhist Literature in China, Trubner's oriental Series গ্রন্থাবলী, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি দেখ।

পরদিন প্রাতে রাজা বিম্বিসার পরিজনবর্গের সহিত পাণ্ডব শৈলে গমন করিলেন। দেখিলেন, দেবরূপী বোধিসত্ত্ব গুহা সমীপে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট আছেন। রাজা ভক্তিসহকারে অঙ্গ-নমন পূর্ব্বক, তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, পরে বিবিধ কথা উত্থাপন করিলেন। কথান্তে প্রস্তাব করিলেন, "আপনি আমার এই রাজ্য গ্রহণ করুন,—করিয়া এই স্থানেই সুখে কালাতিপাত করুন।"

যাঁহার গৌরিক ও কৌপিন এখনও বৈষ্ণবগণ এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের সাধকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছে,—মগধপ্রদেশে, রাজগৃহে, বিম্বিসার রাজার সহিত সেই বুদ্ধদেবের এই কথোপকথন হয়,—

"শাক্যসিংহ বলিলেন, মহারাজ! আপনি চিরায়ু হউন, চিরকাল রাজ্য পালন করুন। আমি শান্তি কামনায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি।"

ইহা শুনিয়া মগধেশ্বর বিম্বিসার পুনর্ব্বার বলিলেন,—"আপনাকে দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। আপনি আমার এই সমুদয় রাজ্যের সহায় হউন। আমি আপনাকে প্রচুরতর কাম্য বস্তু প্রদান করিব। আপনি তাহা ভোগ করুন।১ আপনি

১। সক্রেটীসের জীবনেও, দেখা যায় যে তাঁহার একজন ভক্ত তাঁহাকে ইপাইরাস প্রদেশের রাজ্যের অংশ দিতে চাহেন। তিনি লইতে নারাজ হন। ইসলামাচার্য্য খলিফাগণ, মার্টিন লুথার, এপিক্‌টিটাস,মার্কাস অরেলিয়াসও ঐ প্রকার নির্লোভ. মুর্শিদাবাদান্তর্গত কান্দির রাজা, আমাদের উত্তর রাঢ়ীয় প্রসিদ্ধ লালাবাবুও রাজ্যত্যাগ করিয়া ভগবানকে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঐ জন্য বর্ত্তমান ভারতে প্রসিদ্ধ।

আপনি আর এই জনশূন্য বনে থাকিবেন না। তৃণাসনে বসিবেন না। ভূমিবাস ত্যাগ করুন। আপনার শরীর অতি সুকুমার। আমার এই রাজ্য ও রাজসিংহাসনে বসুন ও কাম ভোগ করুন।”

বুদ্ধ বলিলেন,—“হে ধরণীপতে! তোমার কুশল হউক,—আমি কামগুণের প্রার্থী নহি।

কাম বিষতুল্য। কামের অশেষ দোষ। কামই মনুষ্যকে নরকে পতিত করে,—প্রেত যোনিতে, তির্য্যকে নিপাতিত করে। কাম অতি অশ্রেষ্ঠ,—অপদার্থ। জ্ঞানিগণ উহার নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি উহা ব্যাধান্নের ন্যায় বা প্রতিদোষ দুষ্ট পশুমাংসের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছি।

কাম বৃক্ষফলের ন্যায় গলিত বৃন্ত হয়,—কাম চঞ্চল বায়ুগামী মেঘের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া যায়,—এবং সমুদয় মঙ্গলের প্রতারক।

কাম লব্ধ না হইলে, শরীর মন দগ্ধ করে, লব্ধ হইলেও পরিতৃপ্তিকর হয় না। কাম যখন বেগবান হয়, তখন তাহাকে আর জয় করা যায় না। কাম যখন অজেয় হয়, তখন তাহা মহৎ দুঃখ জন্মায়। কাম অতি ভয়ানক।

হে মহারাজ! কাম দিব্য ও মানুষ অনুসারে অনেক। কিন্তু এক জনকেও সকল কাম লাভ করিতে এবং তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে দেখা যায় না।

হে ভূপাল! যাঁহারা শান্ত, দান্ত, আর্য্য, যাঁহারা আশ্রব, কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত, ধর্ম্মপূর্ণ, সম্যক জ্ঞানযুক্ত, প্রজ্ঞাবিৎ, তাঁহারাই, তৃপ্ত হয়েন,—তৃপ্তিলাভ করেন। অন্যে নহে। কামে কিছুমাত্র বা কোনরূপ স্থায়ী তৃপ্তি নাই।

হে ধরণীপতে! কোটী কোটী বিত্ত থাকিলেও, কাম-সেবকের

কাম সমাপ্ত হয় না। যেমন লবণাক্ত জল পান করিলেও মনুষ্যের পিপাসার শান্তি হয় না,—নিবৃত্তি হয় না,—প্রত্যুত অধিক পিপাসা হয়,—কাম ভোগও সেইরূপ।

মহারাজ! আরও দেখুন! এই শরীর অ-ধ্রুব,—অ-সার ও কুৎসিৎ। ইহা একটা দুঃখের যন্ত্র। সর্ব্বদাই ইহার নবদ্বার শ্রাবিত হইতেছে। হে নরনাথ! কামে আর আমার অনুরাগ নাই।

আমি বিপুল ভোগ সাধক মহারাজ্য (কত? কামভোগ্য!) এবং সহস্র সহস্র সুন্দরী নারী পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টতম বোধ, জ্ঞান, উপার্জ্জনের ইচ্ছায় বহির্গত হইয়াছি। মহারাজ! বোধ হয় আপনি শাক্যদিগের রাজা ও রাজধানী কপিলবস্তু নগরের কথা শুনিয়াছেন। তাহা পরম সমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। তাহার অধিপতি রাজা শুদ্ধোধন আমার পিতা। আমি সেই স্থান হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি।"[১]

মগধ রাজ বিম্বিসার সন্ন্যাসীর বাগ্বিন্যাসে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল।[২] মগধ মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু আমাদের মোহ যায় কই,—নিমাইয়ের মত, আমাদের চৈতন্য হয় কই?

ললিতবিস্তর গ্রন্থে আছে,—যে, বুদ্ধদেব মার নামধেয় কামকে এই প্রকার সম্বোধন করেন,—"প্রমত্ত পুরুষের বন্ধু পাপিষ্ঠ কাম! তুই স্বকার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিস্। আমি পুণ্যপ্রার্থী নহি। যে পুণ্য কামনা করে, তাহাকে গিয়া তুই ঐ সকল কথা বল্। তুই আমার মরণের কথা বলিতেছিস্। আমি মরণ মানি না।

১। স্বর্গীয় রামদাস সেন রচিত 'বুদ্ধদেব'। ১৪৮-১৫৩।

২। মহাবস্তু অবদান ইত্যাদি পুস্তকে এই বৃত্তান্ত আছে।

মরণান্তই আমার জীবন। আমি তোর কথা শুনিব না। ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিব।”১

অনেকে মনে করেন, নির্ব্বাণ ও শূন্যতা এক। কিন্তু তাহা নহে। বুদ্ধদেব বলিতেছেন,-“আমার নির্ব্বাণ শূন্যতা নহে।”২ তবেই, পূর্ণতা, সিদ্ধি, সফলতা, সিদ্ধার্থতা!

ললিতবিস্তরাদি পুস্তকে মার, বা, কামের সহিত বুদ্ধের যুদ্ধ ও বিজয়ের কথা লিখিত আছে। বুদ্ধের মত প্রতিজ্ঞা চাই তবে, ইন্দ্রিয় জয় হয়,—অজ্ঞান জয় হয়,—মৃত্যু জয় হয়,—বুদ্ধ,নির্ব্বাণযুক্ত, মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়, কুরুক্ষেত্রে জয়ী হওয়া যায়।

বুদ্ধ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন,- “শরীর শুষ্কই হউক,—ত্বক্ অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্তই হউক,—বহু কল্প দুর্লভ বুদ্ধ জ্ঞান না পাওয়া পর্য্যন্ত, যেন, এ শরীর এ আসন হইতে বিচলিত না হয়।”৩ “মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন,” বুদ্ধের কথা!

ঈশা চল্লিশ দিন উপবাসান্তর কামকে জয় করেন ও বলেন, “দূর হও সয়তান।৪ মহম্মদও বহু উপবাসাদির দ্বারা ক্রমাগত হিরা পর্ব্বতে ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।৫ রোমজান উপবাস!

বহু কষ্টেই বাসনা সংযম করা যায়,—কাম জয় করা যায়। উপবাস, একাহার, নিরামিষাহার উহার সহায়তা করে। তজ্জন্য বৌদ্ধ, হিন্দু, বৈষ্ণব, মুসলমান,খৃষ্টীয়ানগণ মধ্যে উপবাস ধর্ম্মসাধনের

১। ঐ। “বুদ্ধদেব”। ১৭৮। ২। ঐ। ২০৯ পৃষ্ঠার ফুটনোট।

৩। “বুদ্ধদেব” ঐ। ১৮৭।

৪। Mathew. 4.10. and the whole Chapter.

৫। The Spirit of Islam. Amir Ali. Page 80.

অঙ্গ। মদ্য, মাংস প্রভৃতি খাইলে, কেবল হিংসাসাধন সাধন হয়,তাহা নহে। উহা দেহকে গরম ও উত্তেজিত করে। অতি ব্যায়াম ক্ষুধা জন্মায়। অতি ক্ষুধায় অতি ভোজন হয়। তাই সক্রেটীস ব্যায়াম করিতেন না। অতি মাত্রায় পুষ্টিকর ও রসনার তৃপ্তিকর আহারীয় পানীয় খাইলে, দেহে এত রস ও শক্তি উৎপন্ন হয়, যে মন তদপেক্ষা অধিক বলীয়ান না হইলে, সহজেই দেহের উত্তেজনার অধীন হইয়া পড়ে। সেইজন্যই ব্রহ্মচারিণী হইবার সুবিধার জন্য, হিন্দু বিধবাগণ একাহার ও নিরামিষ আহার করেন,—তজ্জন্যই মুসলমানেরা রোম্‌জানের সমস্ত মাস উপবাস করেন। তজ্জন্য খৃষ্টীয়ানেরা লেণ্ট বা ইষ্টারে নিরামিষ খান,—হিন্দুগণ শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, ও নানা তিথি ও বারে উপবাস করেন। সেই জন্যই মনু ও বাইবেলে "উপবাস ও উপাসনাদ্বারা" পবিত্র হইবার কথা বারম্বার উল্লিখিত আছে।১ সেই জন্যই বুদ্ধ ও ঈশা বলিয়াছেন, বহু কষ্টে সিদ্ধ হওয়া যায়। অনেক কষ্ট সহ্য, ধৈর্য্য ও অভিজ্ঞতা চাই।২

১। মনু। ৫।১৫৭,১৫৮। ও ৬।৫৯। "With fasts and vigils."

২। "Fulfil the perfection of long-suffering. Be thou patient under reproach."—Buddhist Jataka. Introduction.

"He that shall endure unto the end, the same shall be saved."—Jesus. Mathew 24. 13. Romans. 5. 3. etc.

"No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the Kingdom of God."—Jesus. Luke. 9.62.

"Take ye heed, watch and pray."—Jesus. Mark. 13.33.

"Why sleep ye, Rise and pray, lest ye fall into temptation" Jesus. Luke. 22.46.

"Let your loins be girded about and your lights burning." Jesus. Luke 12.35.

ললিতবিস্তরাদিতে বর্ণিত আছে যে, শাক্যসিংহ প্রথমে, (১) সবিতর্ক, সবিচার ; (২) নির্ব্বিতর্ক, নির্ব্বিচার ; (৩) নিস্প্রতীক ধ্যান ; শেষে, (৪) সমাধি ও ধ্যানমার্গে নির্ব্বাণ ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই উহা লাভ করিয়াছেন, আর কাহারও হয় না, এমত নহে। যিনি চেষ্টা করিবেন,—দেহকে সুস্থ, রাখিয়া,—মনঃসংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, ও ধ্যান, ধারণা, সমাধির পথে চলিবেন, তিনিই বোধিসত্ব,—বোধিপ্রাপ্ত জীব হইতে পারিবেন। নিজে নির্ব্বাণ পাইয়া, চতুর্দ্দিকস্থ বিত্ত ও কামাদি মোহে মূঢ় ও মৃতপ্রায় মনুষ্যের প্রতি স্নেহ যুক্ত হইলেই, মানব বুদ্ধ, বোধিসত্ব হয়েন।

বৌদ্ধমতে তথা শব্দের অর্থ সত্য। "অসতো মা সদ্গময়।" (সাম মন্ত্র। বৃহদারণ্যক।১।৩।২৮।) যিনি সত্যকে জানিবেন, তিনিই শাক্যসিংহের মত বুদ্ধ হইবেন,—যর্ডনের তীরেই হউক, -গঙ্গা-যমুনা-তীরেই হউক,—বা অজয়তীরেই হউক। তাঁহারই নাম তথাগত,—তিনিই যড়ভিজ্ঞ অর্থাৎ দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য (ব্রহ্মচর্য্যব্রত), ধ্যান, প্রজ্ঞা, উপায়, প্রণিধি, ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিবেন। এই দশ বল থাকাতেই বুদ্ধের নাম দশবল।

বৌদ্ধগণের যতি ধর্ম্মের বাহিক লক্ষণ,—চর্ম্মাসন,—কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীরবস্ত্র, পূর্ব্বাহ্নস্নান (প্রাতঃস্নান), সঙ্ঘ বা বহু সমধর্ম্মি-সহ বাস ও গৈরিক বস্ত্র।

"Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites of a sad countenance." Etc, and "But thou when thou fasted, anoint thine head, and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto Thy Father, which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly."—Jesus. Mathew. 6. 16—21.

বুদ্ধের ন্যায় মোজেস ও ঈশাও দশটী অনুশাসন জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। মোজেসের, এক্সোডাস, বিংশ পরিচ্ছেদে, এবং ঈশার, মেথিউ পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে। বুদ্ধের দশ উপদেশ এই,—

(১) জীব হিংসা করিও না। (২) চুরি করিও না। (৩) পরদার ইচ্ছা করিও না। (৪) মিথ্যা বলিও না। (৫) মাদক সেবন করিও না। সাধারণ নরনারীর প্রতি ইহাই অনুশাসন। ভিক্ষু ও শ্রমণ, বা, সন্ন্যাসিগণ প্রতি পাঁচটী উপদেশ এই,—

(১) দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, আহার করিবে না।

(২) নাট্য, ক্রীড়া ও (স্ত্রীলোকের) সঙ্গীতাদি বিষয়ে বিরত থাকিবে।

(৩) অলঙ্কারাদি ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিও না।

(৪) সুখসেব্য কোমল শয্যায় শয়ন করিও না।

(৫) মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, বা অন্য কোন ধাতুদ্রব্য গ্রহণ করিও না।

বৌদ্ধেরা মালা জপ করেন। জপিবার সময় "অনাত্য দুঃখম্ অনাত্য" এই পালী বাক্য উচ্চারণ করেন। জীবন দুঃখময়, ইহাই স্মরণ করেন এবং উহাকে নির্ব্বাণ সুখে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন। সিংহলের বৌদ্ধগণ, "ওঁ মণি পদ্মে হুং", এই মন্ত্র জপেন। চীন ও জাপানীরা, "ওঁ পদ্মে চিন্তমণি" জপেন। নির্ব্বাণ ১ ও হিন্দু কৈবল্য এক। "নির্ব্বাণং পরমং সুখং" বৌদ্ধগণ বলেন।

শাক্য সিংহ যে যে প্রকারে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ, দিব্য জ্ঞানে উপনীত হন, তাহা এই এই প্রকার,— (১) সম্যক দৃষ্টি। (২) সম্যক

১। "নির্ব্বাণং—অস্তগমনং। নিবৃত্তিঃ।"—মেদিনী।

"বিশ্রান্তিঃ।"—হেমচন্দ্র। "মুক্তিঃ"।—অমর।

সংকল্প। (৩) সম্যক বাক্। (৪) সম্যক কর্ম্মান্ত। (৫) সম্যক ব্যায়াম। (৬) সম্যক জ্ঞান। (৭) সম্যক স্মৃতি। (৮) সম্যক সমাধি।১ এই প্রকার সাধন দ্বারা নির্ব্বাণ অবস্থাতে পৌছা যায়। পাতঞ্জল দর্শনাদিতেও এই প্রকার উল্লেখ আছে। শাক্য সিংহ বলিয়াছেন,—(১) সমাধির প্রথমাবস্থায় তত্ত্ব প্রকাশ হয়,—মনে সত্য কি ও অসত্য কি, ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা হয়। (২) দ্বিতীয় অবস্থায়, চিত্ত বহুত্ব হইতে একত্বে, ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। (৩) তৃতীয় সমাধিতে, চিত্ত উদাসীন হয়, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ, বৈরাগ্য, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ বিপদ, নিত্য অনিত্য, এই সমুদয় বোধ হয়। (৪) চতুর্থ সমাধিতে আত্মার মরণ দূর হয়,—অহং ভাব বিদূরিত হয়,-অমৃত, নির্ব্বাণ লাভ হয়।

বঙ্গীয় ভক্ত ও শাক্ত সাধক শ্রীরামপ্রসাদ সেন সত্যই গাহিয়াছেন,—

"মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি ডিল্লি লাহোর করে বেড়াও,
কোথায় পাব টাকার তোড়া।
ওরে! চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাঁচ মূলে কাঞ্চন বিকালী,

১। সম্যক মানে ঠিক, সত্য, যেমন হওয়া উচিত, ইংরাজিতে যাহাকে Right বলে। অঠিক হইতে ঠিকে পৌছিলে, অসত্য হইতে সত্যেতে আসিলে, বা আসিবার চেষ্টা করিলে, তবে ঠিক ঠিক বুঝা যায়, দেখা যায়, করা যায়, জানা যায়। এই প্রকার সম্যক শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া!
(মন হায়ালি কাজের গোড়া !)

সংসারের ব্যাপারে, কেনা, বেচায়, অর্জ্জনে, এই যে ঠকা,—লোক্‌সান, দেউলিয়া হওয়া,—সে কেবল সত্য ব্যাপারটা কি, না জানার জন্য,—অজ্ঞতা বশতঃ। আমরা আর সকলি জানিবার জন্য ব্যস্ত,—কেবল আমি কি এইটা ছাড়া। সকলই উপার্জ্জন করি, কেবল আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করি না,—বরং হারাই! তাই এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত দীর্ঘ নিশ্বাস,—এত মর্ম্ম বেদনা! তাই এত রোগ, এত শোক,—এত জরা,—এত মৃত্যু! আমি আমাকে জানিলে, আমি আমাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আয়ত্ত করিলে, এই দীর্ঘ জীবন ব্যাধির,—এই প্রলম্বিত প্রলাপের অবসান হয়,—আমি নিশ্বাস ফেলাইয়া বাচি,—মুক্তি পাই,—নির্ব্বাণ পাই, শান্তি পাই,—ছুটী পাই !!!

এই সংসারের কোলাহলে ও গণ্ডগোলে,—অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্যে পড়িয়া, আমি সম্যকরূপে এই পথে চলিতে পারিব কি? সংসারের লোকের যে যে বিষয়ে স্বার্থ,—বুদ্ধির কেন্দ্র, সেই বিষয়ে আমিও, কেন্দ্রীভূত না হইয়া, পৃথক কেন্দ্র করিলেই, লোকে বলে একগুঁয়ে, মতিচ্ছন্ন, কেন্দ্রচ্যুত, মাথা-খারাপ! যে কর্ম্মফল রাহিত্যই হিন্দুগণের শেষ লক্ষ্য, সেই কর্ম্মই ছাড়িলে, বা কিছু দিনের জন্য ছুটিয়া গেলে, লোকে মনে করে, আমি বড়ই ভ্রান্তির কাজ করিলাম। কিন্তু আমি দেখি কর্ম্মমুক্তিই হিতজনক। যাহাতে আমার আত্মাকে পরের বশীভূত, পরবশ হইতে না হয়,—নিজের ব্যক্তিত্ব লোপ না হয়, তাহাই তো জেতা। দুই চারটা, দুই চার হাজার,—দুই চার লক্ষ বা ততোধিক টাকার জন্য কোন

নশ্বর মনীবের চরণে আত্মবিক্রয় করা, অমূল্য আত্মার কল্যাণ বলিদান করা, কি লোক্সান নহে? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেন,—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং। সর্ব্বং আত্মবশং সুখং।"

এই আত্মার স্বাধীনতাই মোক্ষ,—মোক্ষলাভের উপায়,—সহায়। নিজের, সংসারের সুবিধা সুযোগের জন্য নিজেকে বলি দিয়া, —সংসার কুশলতা Tact ও সিদ্ধি, Success উপার্জ্জন করা, কাপুরুষ ও হীন বুদ্ধি সম্পন্ন অন্ত্যজের কার্য। আমি যদি মনিবগণের আম্লাদের সঙ্গে যোগ দিয়া রাজা ও প্রজাকে ঠকাইয়া,—দীনহীন লক্ষ লক্ষ প্রজাগণের দুঃখপূর্ণ হৃদয়গুলিকে পদদলিত করিয়া, বেশ দশ টাকা উপায়, ব্যয় ও সঞ্চয় করি, তবে, সংসারের সকলেই, "বাহবা! বাহবা!" করিবে। সংসার কেবল টাকার উপাসক। যেমন করিয়াই হউক, জাল, জুয়াচুরী, ফেরেবী, পীড়ন, হরণ,—যেমন করিয়াই পার, খুব টাকা কামাও, তবেই বাহাদুরী, জীবন সার্থক! "না, আমি তা করিব না। টাকার জন্য আত্মাকে বিক্রয় করিব না,—স্বাধীনতা হারাইব না,—মস্তক অবনত করিব না,—দেহ মন প্রাণকে মলিন করিব না," বলিলেই আগুণ লাগিল। সকলেই, "ছিঃ ছিঃ", পাগল বলিবে।

সংসারের লোক টাকার দ্বারা মানব আত্মার মূল্য নির্দ্ধারণ করে। সকলেই শুধায়, "কেমন আছ? কি কর্চ্চো? কেমন রোজ্গার হচ্চে? দশ টাকা উপরি আছে তো?" তোমার চিত্ত শুদ্ধি কতদূর হইল, তপস্যার কেমন কুশল, কেহ শুধায় না। সংসারের সকলেই বারবণিতাগণকে ঘৃণা করে, কিন্তু সেই অবলা.

অসহায়া, অজ্ঞান বালিকাদিগকে যাহারা পাপের পথে, নরকের পথে দাঁড় করাইল, তাহারা সমাজে বেশ চলিতেছে! আবার যদি তাহারা সঙ্গতি সম্পন্ন লোক হয়, তো তাহাদের মান দেখে কে? লম্পট, দুষ্ট, পাজি লোক অর্থশালী হইলেও, সমাজ তাহার নিকট করজোড় করে,—মস্তক অবনত করে,—হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া আদর অভ্যর্থনা করে! তুমি হাজার ভাল লোক হও, পদব্রজে, সংসারের ধূলিতে বেড়াইলে, অগ্রাহ্য! সমাজের কাছে, ধনীরই বেশি মান্য! এই তো সংসারের বিচার ও বুদ্ধি! ইহার জন্য আমরা এত লালায়িত কেন? আমি যখন জুড়ি গাড়িতে হাওয়া খাই, তখন সকলেই হাস্য মুখে, "কেমন আছেন" শুধায়। আমি যখন মলিন বসনে, পৃথিবী অটনে ব্যস্ত থাকি, তখন আর সে হাসি হাসি মুখগুলি দেখিতে পাই না, তখন সে চক্ষু গুলি আমার বিপরীত দিকে ধাবিত, চালিত দেখি!

একবার লাটসাহেবের দ্বারে দেবহৃদয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার প্রসিদ্ধ চটীজুতা পায়ে দিয়া, বাঙ্গালী পণ্ডিতের বেশে যাইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। হেট্ কোট্ পরে, হুট্ পাট্ করে, বা, জুড়িগাড়িতে গেলে, আর এমন হতো না। বিদ্যাসাগর বা মহর্ষির মত আদর্শ, অলৌকিক স্বভাব লোক পাই কোথায়?

আমার পিতামাতা ও বিদ্যাসাগর, মহর্ষি, রামতনু ও রাজনারায়ণ বাবুদের সঙ্গে আশৈশব থাকিয়া মনের গতি ও রুচি বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। উত্তম আহারে অভ্যস্ত হইলে আর কি অখাদ্য খাওয়া যায়? চাল বিগ্‌ড়ে গেছে। "মহর্ষি সর্ব্বদাই বলিতেন,—রব্‌সে খবরদার রহো। আউর সব্‌সে বে-খবর রহো।" আর কাহারও মোসাহেবী চলে না। সংসারে ধনী, মানী, কবি, সাহিত্যিক কাহারও মজ্‌লিশে;

চরণপ্রান্তে বসিয়া, "হাঁ জি, হাঁ জি, বহুত উত্তম, বহুত আচ্ছা, জাঁহাপনা, বাহবা বাহবা," করা চলে না। তা হলে, মানবকে শিশুকাল হইতে তেমনি সঙ্গে,—অন্ত সঙ্গে রাখা, তালিম্ করা উচিত। আমার অদর্শ, জানা, মনের মানুষ, ঐ কয়জনা এবং আমার জীবন্ত দেবতা পিতামহ ও পিতামাতা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিতেন, তাঁহাকে নিজের কাছেও মস্তক অবনত করাইতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কোন বন্ধুকে চিরদিন নানা সাহায্য করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে সহোদর বা অগ্রজের স্থায় শ্রদ্ধা করিতেন। আমার পিতৃবিয়োগের পর, মহর্ষিদেব আমাকে আপনই সাহায্য করিয়াছিলেন এবং "প্রেম" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সময় তিনশত টাকা ও দ্বিতীয় সংস্করণের সময় এক হাজার টাকা অযাচিত ভাবে, পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার উহা লইতে নারাজ হওয়াতে, স্নেহভরে কতই অনুযোগ অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু, সৌভাগ্যের সময়েও যেমন, দুর্ভাগ্যের সময়েও তেমনি, সমানই আদর ও স্নেহ করিতেন। কিছু দিন খবর না পাইলেই লোক পাঠাইতেন, পত্র লিখিতেন। কখনও টাকার দ্বারা আমার আত্মার মূল্যের পরিমাণ করেন নাই। বরং সদাই বলিতেন, "তোমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা এই সব কথা কহিবার ইচ্ছা হয়।" ভক্তি, স্নেহ, বন্ধুতা, কৃতজ্ঞতার দাবি করিতেন না। কিন্তু বোল আনাই পাইতেন। প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি আদারের উহাই আইন্। তুমি আমাকে অবমাননা করিবে, কুকথা বলিবে, মনে মনে আমার প্রতি হিংসা, অসৎ ভাব পোষণ করিবে, আর আমি তোমাকে পূজা করিব, ইহা হইতেই পারে না। অস্নেহ

যারা স্নেহ পাইতেই পার না! "বাস কেমন? না, যাস যেমন।" আয়নাতে মুখ দেখা দেখি। ইহাই মানব প্রকৃতি।

সংসারের লোকের বিচার, সদ্ভাব, মতামতের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত নহে। তাহাদের মতের, দৃষ্টির মূল্য নাই। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা জীবনের পথে পদ সঞ্চার করিতে হয়। তিনি বড়, আমি ছোট,—তিনি বৃদ্ধ, আমি যুবক,—তিনি ধনী, পণ্ডিত, সাধু, আমি ধনহীন, অপণ্ডিত, অসাধু বলিয়া, তাঁহাদের নিকট গেলেই সংসারের বড় লোকদের মত, আমার মনে একটা হীনতা, নীচতা মলিনতা, আনিয়া দিতেন না। বরং ঐ সব সামান্য, অনিত্য ভাব ভুলাইয়া দিতেন,—আমরা এক আত্মা হইয়া সৎ প্রসঙ্গ উপভোগ করিতাম। বরং আমর ছোট আত্মাটাকে হাতে ধরিয়া, কোলাকুলি করিয়া উন্নত করিয়া দিতেন। প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর, তৎপর মহর্ষি, রামতনু লাহিড়ি ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়দের সহবাসে, যে সুখ লাভ করিয়াছি, পিতামাতা ব্যতীত, আর কাহারও সঙ্গে তেমন যোগ হয় নাই। তাঁহারা আত্মীয়, বন্ধু, উপদেষ্টা ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার আমার পিতৃদেবকে বলেন,—"তোমার এই ছেলেটির আমার মত গোত্র, কেহ ইহার কাণে মন্ত্র ফুঁকিতে বা ঘাড়ে বসিয়া চালাইতে পারিবে না।" অথচ এই চারিজন মহাপুরুষ আমাকে কতই ভাল বাসিতেন। সংসারের মত, তাঁহারা বশ্যতা, মোসাহেবী, চেলাগিরী চাহিতেন না। কলিকাতায় পঠদ্দশায় বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার অভিভাবক ছিলেন। এত বড় লোক, অথচ প্রায়ই আমি বিদ্যালয় হইতে আসিলে, তিনি আমাকে দেখিতে আসিতেন ও কতই যে স্নেহ করিতেন, তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। রামতনু

বাবুও প্রতিদিন দুই একবার আমার বাসায় আসিতেন। তাঁহাদের ব্যবহারের অমৃতকথা অন্যত্রে বলিব। ইঁহারা কাহাকেও অবজ্ঞায় চক্ষে দেখিতেন না, একটা কৃতজ্ঞতার খাতা খুলিয়াও বসিতেন না। কিন্তু যাঁহারা ইঁহাদের চেয়ে ঢের হৃদয়ে ছোট, তাঁহারা এমন একটা কৃতজ্ঞতার ঋণের প্রকাণ্ড খাতা খুলিয়া বসেন, যে উহা অপরিশোধনীয় এবং তাঁহাদের মেজাজ্ বরদাস্ত করা কোন ভদ্রলোকের, মানুষের মত মানুষের কোষ্ঠিতে লেখে না। সংসার মোসাহেবী চায়,—শিষ্যগিরী, আত্মনাশ চায়!!! বিদ্যাসাগর, মহর্ষি, রামতনু বাবু, রাজনারায়ণ বাবু কেবল আত্মীয়তা চাহিতেন! এইখানেই বড় লোক ও নীচ লোকে তফাৎ! ঢেঙ্গাইয়া, বড় হইয়াছি, ভাবিলেই বড় হওয়া যায় না। বড় হইতে হলে, ছোট হইতে হয়। বড়র স্বভাব স্বতন্তর!!!

সংসারের মতে চলিলে হইবে না। শাস্ত্র, মহাজন, সাধুগণের কথা ও দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিলেই আমিও মানুষ হইতে পারি। শাস্ত্র, সাধু, মহাজনে বিশ্বাস চাই। আর সর্ব্বপ্রধান চাই কি?—

ঈশ্বরে বিশ্বাস। এমন বিশ্বাসের যোগ্য কে? যিনি জীবন দিয়াছেন,—জীবন রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন,—যিনি স্বয়ং জীবন, অনন্ত জীবন, তাঁহারই উপরে যদি জীবনের, বা, জীবনের কোন বিষয়ের জন্য নির্ভর করিতে না পারি, তাহা হইলে কতই আক্ষেপের ও বে-হিসাবী কথা হইবে। চৈতন্য বলিয়াছেন, "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহু দূর।" ঈশা বলিয়াছেন,১ —

১। "He that believeth on me shall never thirst."—John. 6.35.
"He that believth on me hath eternal life."—Do. 6. 47.
"He that heareth my word and believeth on him that sent me, hath everlasting life."—Do. 5. 24.

"বিশ্বাসপূর্ব্বক যাহাই চাহিবে, তাহাই পাইবে।" যদি বিশ্বাস কর, তবে, পর্ব্বতকে যদি বল, "তুমি সাগরগর্ভে নিমগ্ন হও, তবে উহা তাহাই হইবে।" এমনই বিশ্বাসের শক্তি!

অনন্ত জীব জন্তু, স্থাবর জঙ্গম, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারকাগণের মালা যাঁহার নাম নিত্য জপ করিতেছে, আমার জপে তাঁহার কি মহিমা বর্দ্ধিত হইবে,—আমার বিশ্বাসে আর তাঁহার কি গৌরব বর্দ্ধিত হইবে? তিনি পূর্ণ। আমা হইতে তিনি কিছুরই অপেক্ষা

"Have faith in God."—Mark. 11. 22.

"Be not faithless, but believing."—John. 20, 27.

"Let not your heart be troubled, neither let it be afraid."
—Do. 14. 27.

"He that believeth on me, believeth not on me but on Him that sent me."—Do. 12.44-50.

"Father, into Thy hands I commend my spirit."—
Luke. 23, 47.

"Thy faith hath saved thee ; go in peace."—Do. 7. 50.

"Your Father knoweth that ye have need of these things."—Do. 12. 30. Also Mathew. 6.8.

"It is written, That man shall not live on bread above, but by every word of God."—Do. 4. 4.

"And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, that ye shall receive."—Mathew. 21. 22.

"Every one that asketh receiveth ; and he that seeketh findeth ; and to him that kncoketh, it shall be opened."—
Mathew. 7. 8.

রাখেন না। তবে তাঁহাকে জপিয়া, ভাবিয়া, ভয় করিয়া, ভাল বাসিয়া, কীর্ত্তন করিয়া, বলিয়া, ধরিয়া· আমি আমার অভাব ও অপূর্ণতা পূর্ণ করি, ভরি, ঘুচাই ও ধন্য হই!!!

ঈশা বলিয়াছেন, বিশ্বাস, সংশয়শূন্য ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিলে, যদি পর্ব্বতকে বল, "হটিয়া যাও, তো, সে হটিয়া যাইবে,"১ ও "বিশ্বাসের সহিত যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে।"২ উপনিষদও তাহাই

১। "Verily I say unto you, if ye have faith, and doubt not, if ye say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done."—Mathew, 21. 21—12.

"Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole."—Mathew. 9, 22,

"O my Father if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless not as I will but as thou wilt."—Do, 26,39.

"If ye, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in Heaven give good things to them that ask him."—Do, 7, 11.

"I will arise and go to my Father."—Luke, 15, 18.

"In your patience possess ye your Souls."—Do, 21, 19.

"It thou can'st believe, all things are possible to him that believeth."—Mark, 9, 23.

"Said I not unto thee, that, if thou wouldst believe, thou shouldest see the glory of God?"—John, 11, 40.

২। "What things soever ye desire, when ye pray, believe, that ye receive them, and ye shall receive them." Mark, 11,24,

বলেন। যজুর্ব্বেদীয়া কটোপনিষৎ বলেন,—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্যতৎ। ২।১৬।" ইহাকে জানিয়া, নিঃসন্দেহরূপ ভাবনা করিয়া, বিশ্বাসের সহিত, যে যাহা চাহে, সে তাহাই লাভ করে। গীতা বলেন,—"লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্। ৭।২২।" তাঁহারা অন্য দেবতার ভজনা করেন বটে, কিন্তু আমা হইতেই কাম্য বস্তু সমূহ লাভ করেন।

তাঁহাকে জানিলে, লাভ করিলে, অন্য কোন বস্তুর কামনাই থাকে না। একদিন আমার চতুর্থ পুত্র বিরাজনন্দ একটি নিজহস্তরচিত মাটির ঠাকুর লইয়া খেলাতে মগ্ন ছিল। এমন সময়ে আমার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে! হাতিচড়া সিংহ মহাশয়! কি হইতেছে?

"Thy faith hath saved thee."—Luke, 18, 42.

"Blessed are they that hear the word of God and keep it."—Luke, 11, 28.

"Blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear."—Mathew, 13, 16.

"If a man keep my saying, he shall never see death."—
John, 8, 51.

"He, that is faithful in that which is least, is faithful also in much."—Luke, 16. 10. "It is written, Thou shalt worship the Lord thy God and Him only shalt thou serve."—
Luke, 4, 8.

"Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee."—Mathew, 8, 13.

সে বলিল,—"পূজা।" ঠাকুর,—"কি পূজা?" বিরজানন্দ,—"শিবপূজা৷" ঠাকুর,—"শিব ঠাকুরের নিকট কি কি বর চাও?" বিরজানন্দ,—"কিছুই চাই না। আমি কেবল তাঁহাকেই চাই।" ছেলে খেলার সময় ছেলের মত, আমি ভগবানকে তো এমন কথা এখনও বলিতে শিখিলাম না!

ভক্তি-স্থখোদয়ে আছে,—"হে মুনীন্দ্রগুহ্য! স্থলাভিলাষী হইয়া, তপস্যা করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে পাইয়া, কাঁচ খুঁজিতে যাইয়া রত্ন পাইয়া, কৃতার্থ,—সিদ্ধার্থ হইয়াছি! স্বামিন্! প্রভো! আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমি আর অন্য বর চাহি না!"১

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"কথাতে যিনি প্রকাশিত হন না,—হৃদয়ে, (ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, বিশ্বাসের সহিত,) ধ্যান করিয়া, যোগীরাই যাঁহাকে জানেন,"২ তাঁহাকে জানিলে কোন অভাবই থাকে না,—সকল অভাব দূর হয়,—অভাব ভাবে পূর্ণ হয়।

বাহ্যবস্তু হইতে মনকে নিজের ভিতরে ফিরাইয়া আনিয়া, স্থির করিয়া বসাইতে হইবে। তাহার পর জগতের আধার প্রাণকে

১। "স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্ সমবাপরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"—
ভক্তি-স্থখোদয়।

"মাতঃ কিম্ বরং অপরং যাচে সর্ব্বসম্পাদিতমিতি সত্যং।
যত্তব চরণাম্বুমতিগুহ্যং দৃষ্টং বিধিহরমুরহর জুষ্টং॥"—সর্ব্বানন্দতরঙ্গিনী।

২। "ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরম্ পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ॥"—বিষ্ণুপুরাণ। ১।১৭।২২।

কারণ তোমরা অবিশ্বাসী হইয়াছ।” যাঁহাদের মুখ শুভ্র থাকিবে, তাঁহাদিগকে নিজ স্নেহ ও দয়ার মধ্যে চিরদিন থাকিতে দিবেন। ইহাই ঈশ্বরের নিদর্শন। সত্য সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি। ভগবান কখনই তাঁহার সৃষ্ট জীবের সহিত অসদ্ব্যবহার করিবেন না। স্বর্গে মর্ত্ত্যে যাহা কিছু আছে, সকলই, তাঁহার! এবং তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন[১] করে।”[২]

আমরা মহর্ষি ঈশা ও মহম্মদের জীবনী ও উপদেশ পড়ি না, জানি না, কেবল ভারতবর্ষীয় পতিত হিন্দুগণের হিংসা, ঘৃণা ও ছুঁতে-নাইয়ের ধর্ম্ম লইয়া, আধ্যাত্মিকতার অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান করি। নচেৎ, চক্ষু ও হৃদয় মন খুলিয়া দেখিলে বোধ হয় দেখিব যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান, সকলেরই এক ধর্ম্ম,—এক ঈশ্বর,—এক পথ,—এক মানব আত্মা,—এক আইন,—এক বিধি। দুই নাই! দুই ঈশ্বর নাই! দুই মানব জাতি নাই! দুই ধর্ম্ম নাই! দুই বিধি ও নিষেধ নাই! তবে দুই কেন? ভেদ কেন? অজ্ঞানে,—অপ্রেমে?

ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়গণের অবনতির কালে,মধ্যকালের ব্রাহ্মণগণ ভারতের দুর্দ্দশার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। উহা জাতিভেদ ও

১। “প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। “প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব।”—“আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।”—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।৩।৩,৬।

২। কোরাণ। ৩য় সুরা, ২৫ সুরা, ২৮ সুরা ইত্যাদি দেখ।

পৌত্তলিকতা। তাঁহারা নিজের গৌরব বাড়াইতে যাইয়া, ভগবানের হৃদয়েই পদাঘাত করিয়া, ভগবানকেই যখন ভৃগুপদলাঞ্ছনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন বলিয়া, অসীম অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া, নিজেরাই, অজ্ঞানাচ্ছন্ন পদদলিত মানব সমাজের কাছে নিজেদের গৌরব বাড়াইবার জন্য, নিজেদের দলিলে, নিজেরাই লিখিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা ঈশ্বরকেই লাথি মারিয়াছিলেন, তো, মানুষ কোন ছার? এই তো তাঁহাদের বিনয়! ভারতের দুর্গতির আর অন্য কারণ খুঁজিতে হইবে না। তৎপর ব্রহ্মজ্ঞানকে নিজেদের জন্য আটক, Reserved, করিয়া রাখিয়া, উহাকে প্রকৃতই আরণ্যক জ্ঞানে,—ক্রমশঃ অরণ্যে,—আটক জঙ্গলে Reserve Forestএ পরিণত করিয়া, নিজেরাই তাহাতে পথহারা ও কলির ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। অসংখ্য আমিকেও নিজেদের মতই পথহারা করিয়াছেন!

নিজেদের আধিপত্য ও প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য, সকল আমি-কেই নিজেদের প্রতি ভয় ও ভক্তি করাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। বেদের এক হরফও কাহারও পড়িবার যো নাই। তাহার ত্রিসীমানায় কাহারও যাইবার অধিকার নাই। অ-ব্রাহ্মণ ওঁ উচ্চারণ করিতে পাইবে না। অ-ব্রাহ্মণের নিকট ব্রাহ্মণ এক হরফ বেদ উচ্চারণ করিবেন না। করিলে উভয়ে চৌদ্দপুরুষ নরকে যাইবেন। কথায় কথায় ভয় দেখান। লোকগুলোও ভেঁড়ার মত হইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ বেদ বেদান্ত কেহই অন্যকে শিখাইত না। অনেক ব্রাহ্মণেই ইংরাজদিগকে গালি দিলেও, ইংরাজেরা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বরং এক রকম ভাল। তাঁহারা কেবল কিছু ধন লইয়াই সন্তুষ্ট। মধ্যযুগের ব্রাহ্মণেরা মানব আত্মার মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা পর্য্যন্তও হরণ

করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা বিদ্যালয়ের ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের দ্বার, স্বদেশে ও এ দেশে, সকলেরই সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছেন। যে চাও, সেই এসো। বর্ণভেদ জাতিভেদেরই প্রতিশব্দ। চাম্‌ড়ার রং হইতেই জাতিভেদেরই উৎপত্তি। বর্ণ কথা হইতেই উহার অর্থ জানা যায়। শাঁপ দিয়া দিয়া, এমনি হইয়া গিয়াছিল, যে, লোকে বলে, যে, সে কালের ব্রাহ্মণের মুখে আগুণ জ্বলিত। ব্রাহ্মণরা গ্রন্থ রচনা ও রাথার কাজ একচেটিয়া করিয়াও, উত্তম বংশীয় শোণিতের গুণে, নিজেরাই নিজের বহিতে লিখিয়াছেন, যে, ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে রাক্ষস নষ্ট, যদুকুল ধ্বংস, ক্ষত্রিয় নাশ-চেষ্টা, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধগণকে অশেষ নির্য্যাতনে ধ্বংস, রাজা পরিক্ষিৎ শৃঙ্গী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত,—এমন কি শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই দুর্ব্বাসার ভয়ে তটস্থ, নারদটীও কম নহেন, এবং নানা লোক, নানা সময়ে, নেস্ত্‌ নাবুদ্‌ ও সকলেই, সকল সময়ে, ভীত ও ত্রস্ত! প্রাচীন হিন্দুগণ মধ্যযুগের ব্রাহ্মণের অভিশাপকে, হিংস্রক সর্প ও ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা, অধিক ভয় করিতেন। বথৎ পাইয়া, ইহারা মানুষকে লাঞ্ছিত, পদদলিত ও অবমানিত, এবং নিজদিগকে পাকে চক্রে, সকলের উপর উন্নত করিতে বাকি রাখেন নাই। তাই ভারতের মনুষ্যগণ ক্ষত্রবীর্য্য, ক্ষত্রধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য হীন হইয়া, পর-দাসখতে, চিরদিনের জন্য, নিজেদের পূর্ব্বগৌরবান্বিত নাম লিখিয়া দিয়াছে!

ব্রহ্মের বক্ষে পদাঘাত করিলে,—ব্রহ্ম বা সত্যকে গোপন করিলে, প্রকাশিত সত্যের জ্যোতিকে নিজের স্বার্থের পুঁটুলিতে নানা যুক্তি, তর্ক, ন্যায় ও অধিকার তত্ত্বের দোহাই দিয়া ঢাকিলে, দেশের মঙ্গল কি রূপে হইবে? ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের যখন

জয় ছিল, তখন অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, ও পাটলিপুত্র জগতের মাথার মণি,—কহিনুর,—শিরতাজ ছিল। ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম, সাম্রাজ্য ও দিগ্বিজয়ের কথা স্মরণ করিলে,—শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, কর্ণ প্রভৃতি এবং মারের দলবলের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে শাক্যসিংহের যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া, কোন হিন্দু, ব্রাহ্মণ এবং ভারতবাসী সকলেই নিজদিগকে পরম গৌরবান্বিত মনে না করেন? বৌদ্ধকালেই, অশোক ও চন্দ্রগুপ্তাদির আমলেই, ভারতের হিন্দুদের সাম্রাজ্য জগতে বিখ্যাত ছিল,—ভারতের শ্রমণ, ভিক্ষুগণ, তৎকালের জানিত সমুদয় ভূখণ্ডে সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, জীবে দয়া, অহিংসা, প্রেম ও ভ্রাতৃভাব প্রচার করিয়াছিলেন! সে একদিন। আর, আজ মধ্য যুগের হিন্দুগণের ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, স্বার্থপরতা ও অনুদারতা ভারতকে কতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে! নিজেদের গৌরব করিতে যাইয়া, কতই পতন হইয়াছে! মধ্যকালের হিন্দুগণ হিংসাপরায়ণ হইয়া বৌদ্ধ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়াছেন,—কখনও সাম্রাজ্য গড়িতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ নিঃক্ষত্রিয় করিবার চেষ্টা করেন। একুশ-বার নিঃক্ষত্রিয় করার কোনও মানে নাই। একবারই নিঃক্ষত্রিয় হইতে পারে। একুশবার মানেই কোনও বারেও নিঃক্ষত্রিয় হয় নাই। কেবল চেষ্টাই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের নিজেদের বীর্য্য অল্পই ছিল। ক্ষত্রিয়া মাতার গর্ভে, ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত, মাতুল-ক্রম ক্ষত্র স্বভাবযুক্ত আধ্-ক্ষত্রিয়-আধ্-ব্রাহ্মণ পরশুরামের দ্বারা এককালে ক্ষত্রিয় নাশের চেষ্টা হয়। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সমীপে পরশুরামের কি প্রকার দুর্দ্দশা হয় যে, তাহা সকলেই জানেন! তাঁহার গুণের কথা আর কি বলিব? ইনি "জননী জন্মভূমিশ্চ

স্বর্গাদপি গরীয়সী” ইত্যাদি হিন্দুগণের গৌরবের শিক্ষার মাথায় পদাঘাত করিয়া, হিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ পিতার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া, জননীর মস্তক ছেদন করিয়া, পৃথিবী জয় করিবার যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন!

পূর্ব্ব পূর্ব্ব, ক্ষত্রিয়গণ, ঋষি ও মহর্ষিগণ কর্তৃক সাধিত ও প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মণেরা গোপন করিয়া, ভারতকে ঘোর তমোজালে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। কেবল তাঁহারাই ওঁ, বেদাদি এবং ভগবৎ পূজা আরাধনার অধিকার প্রাপ্ত! আর সকলেই তাঁহাদের কাঁসি বাজাইবেন! পূর্ব্বে হিংসাপরায়ণ হইয়া, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মনাশ চেষ্টা করিয়া, হিন্দুগণের, ভারতের ও মানব জাতির যে কি অশেষ অকল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। সেই কারণেই ভগবান মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ানকে ভারতোদ্ধারের জন্য এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। ভৃগু তো ভগবানের বক্ষে লাথিই মারিলেন। মানবের অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য ইহা অপেক্ষা আর অধিকদূর গমন করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান জানা দূরে থাকুক, প্রণব, ওঁ, কেহ বলিতে বা শুনিতেও পাইবে না। ভাল, উহা যদি ভগবানেরই নাম হয়, তবে কোন্ মানবের বা জীবের উহাতে অধিকার নাই? আর, যদি, উহা তাহা নাই হয়, তবে, ছাই! অসত্য নাম লইয়া এত মাথা ব্যথাই বা কেন? সত্য,—ভগবান, সেই সবিতা কাহারও স্বার্থের পুঁটুলিতে বা বগলের মধ্যে চাপা থাকিবার, গোপন থাকিবার লোক নহেন!

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দয়ানন্দ স্বরস্বতি,

রামকৃষ্ণ পরমহংস, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভারতে মানব আত্মার মুক্তি, সত্য ও ব্রহ্মের পুনঃ প্রচারের চেষ্টা করিয়া, কথঞ্চিৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগণের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রথম কালের ব্রাহ্মণগণ ভক্তির পাত্র,—মধ্য কালের ভয়ের,—এবং বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণগণ ভালবাসিবার পাত্র। মহত্ত্বের গৌরব অস্তমিত হইলেও উহা পূজনীয়,—দোষনীয় নহে,—শোচনীয়! রাজনৈতিক জগতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ ও অন্যান্য অনেক বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ এই নবযুগে ভারতের একতার খুব চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু, ভারতের কি প্রকার জল হাওয়া,—ভাল জিনিষ এখানে গজায় না,—টেকে না! বারম্বার, ব্রাহ্মণচেলা অধিক হইয়া, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির জাতিভেদাদি নাশকে ব্রাহ্মণগণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মের সিংহাসনে ব্রাহ্মণকে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া, আমি-দের এবং আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের প্রিয় ভারতকে মধ্যযুগের ব্রাহ্মণগণ একতাহীন,—শ্রীহীন, বীর্য্যহীন, নিতান্ত পা-চাটা ও ধামাধরা করিয়া গিয়াছেন!

সে কালের ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন, যে অ-ব্রাহ্মণের বেদে অধিকার নাই, তাহার মানে কি? ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের কথাই তো বেদে আছে? তাঁহারা মানব আত্মার অধিকার হরণ, এবং লুট্ করিবার কে? সময় ও সুযোগ পাইলেই কি স্বার্থের জন্য অন্যায় কর্ম্ম করিবার অধিকার কাহারও হয়,—কোনও ধর্ম্মপরায়ণ লোকের হইয়াছে, না,—হয়, না হইবে? সে তো মগের মুল্লুকের কথা,—ধার্ম্মিকের কথা নহে!

স্ত্রী ও শূদ্র জাতির বেদে অধিকার নাই, ব্রাহ্মণেরা বলেন। আইন্ নিজেদের হাতে। নিজেরাই আইন লিখিয়া, আইন জারি করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি জাতি।"১ পরে বলিলেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উপনয়ন হইবে।২ মধ্যে বলিলেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকলেই শূদ্র।৩ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের বেদ-মন্ত্রে অধিকার ছিল। মনুতে এক স্থানে আছে, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বেদোক্ত পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবেক।"৪ ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণও "অধ্যয়ন, ও যজ্ঞ" করিতে পারিতেন।৫ ব্রাহ্মণের ১৬ বৎসর মধ্যে,—ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর মধ্যে,—বৈশ্যের ২৪ বৎসর মধ্যে উপনয়ন হইবার কথা মনুতে দৃষ্ট হয়।৬ ইহা না করিলে, তাঁহারা নিন্দনীয় ও ব্রাত্য হইতেন।৭ এই তিন শ্রেণিই ব্রহ্মচর্য্য করিতেন।৮ মনু দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন।৯ মনু বলেন,—সৃষ্টিকর্ত্তা নিজদেহ দুই খণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ নির্ম্মাণ করিলেন।১০ ভগবানের দেহ হইতে পুরুষের ন্যায় সমান ভাবে যে নারী জাত, সে নারীর বেদে অধিকার নাই কি প্রকার? এ কথাটা প্রাচীন হিন্দুয়ানী ও ক্ষত্রিয় ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপ হওয়ার পর প্রচারিত হইয়াছিল, তাই, অতি আধুনিক গ্রন্থে, স্ত্রী ও শূদ্র-গণের শ্রুতিতে অধিকার নাই, এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়।১১

১। মনু।১।৩১।—২। ঐ।১।৬৮,৮৪—৯১।—৩। বঙ্গীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদি।
৪। মনু।২।২৬। ৫। মনু। ১। ৮৮,৯০। ৬। মনু ২।৩৮।
৭। মনু। ২। ৩৯। ৮। মনু। ২। ৪১-৬৮। ৯। মনু।২।৬৮
১০। মনু। ১।৩১-৩২। ১১। "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

ভক্তিভাজন পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ইহার বিরুদ্ধে উত্তম প্রমাণ, "বেদে নাকি স্ত্রী ও শূদ্র জাতির অধিকার নাই ?" নামক প্রবন্ধে সম্প্রতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দিতেছি।

"স্ত্রীলোকদের বেদ শুনিতে নাই, এইটী পুরাণের ও স্মৃতির শাসন। বেদ শ্রবণ তো সামান্য কথা। তাঁহারা তদপেক্ষা গুরুতর কার্য্যের অধিকারিণী ছিলেন। এই গুরুতর অধিকার বেদ রচনা !

বেদব্যাসপ্রণীত "সর্ব্বানুক্রম"—গ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে, রোমশা,[১] বিশ্ববারা, ইন্দ্রমাতৃগণ, আম্ভৃণী বাক্, দেবজামি, অগস্ত্যপত্নী লোপমুদ্রা প্রভৃতি ভূরি ভূরি বরারোহা বেদমন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন! রোমশা ও বিশ্ববারা, যে যে ঋক প্রণয়ণ করেন, তাহার মধ্যেই "রোমশার" ও "বিশ্ববারা" নাম রক্ষিত ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ইহা অপলাপ করিবার উপায় নাই। লোপা-মুদ্রার ও অগস্ত্যের পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে বেদব্যাস কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতএব ইহাও লোপামুদ্রার প্রণীত বলিয়া অখণ্ডনীয় প্রমাণ-সহকারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রমাতৃগণ, বাক্, দেবজামি ইত্যাদির বেদশাস্ত্র প্রণয়ন বিষয়ে বেদের সংগ্রহকর্ত্তা বেদব্যাস ও বেদের ব্যাখ্যাকার "সায়ন" মহোদয়ের কথাই প্রামাণ্য। এ স্থলে প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে, অদ্বৈতবাদ-মত-প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য ও উপনিষৎ-

১। নামান্তর—"লোমশা"। নিয়মঃ—"ড—ল-য়ো-রভেদঃ।"—ব্যাকরণ-কারিকা।

কারদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে অদ্বৈতবাদ "সোহং", "তত্ত্বমসি", "অহংব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মত প্রচার করিয়া যান, তাহার মূল "বাক্" প্রণীত অষ্ট-মন্ত্র। সেই আট মন্ত্রের সাধারণ নাম দেবীসূক্ত অর্থাৎ বাক্ দেবী-বিরচিত মন্ত্রসমষ্টি। সেই দেবীসূক্তের ভাবাকর্ষণে মার্কণ্ডেয় পুরাণ-অন্তর্গত "চণ্ডীমাহাত্ম্য" পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছিল। এইটী ভারতীয় মহিলা কুলের অসাধারণ গর্ব্বের স্থল, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই !!!

২। স্মৃতির মতে শূদ্রের বেদসংহিতাশ্রবণে অধিকার নাই। এস্থলে আমরা প্রদর্শন করিতেছি, যে, শূদ্র কেন, দাসীপুত্রেও বেদ রচনা করিয়াছেন।

(ক) কবষ নামে এক ঋষি ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলের ত্রিংশ হইতে চতুস্ত্রিংশ সূক্ত প্রণয়ন করেন, কিন্তু তিনি শূদ্র তো বটেনই, তদপেক্ষাও তাঁহার বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। তিনি দাসী পুত্র! কেন না কৌষীতকী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তাঁহার ঐ বিষয়ের বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন সময়ে সরস্বতী নদী তীরে যজ্ঞ হইতেছিল। তথায় অন্যান্য ঋষি মুনির ন্যায় কবষও উপস্থিত ছিলেন। ঋষিরা তদুপলক্ষে তাঁহাকে দাসীতনয় বলিয়া উক্ত হন,—"তুমি দাসীর সন্তান, তোমার সহিত আমরা আহার করিব না।"১ এতদ্দ্বারা জানা গেল, যে, তখন জাতিভেদ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত ছিলেন, নতুবা 'কৌষীতকী

১। "দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি, নঃ বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ।"
কৌষীতকী ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ১ ও ঋগ্বেদ সংহিতাতেও ২ তাঁহার প্রসঙ্গ, কেন দেখিতে পাইতেছি? ঋগ্বেদসংহিতায় লিখিত আছে,—"বজ্রবাহু ইন্দ্র শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে ক্রমান্বয়ে জলমগ্ন করিয়াছিল।" তাঁহার প্রসিদ্ধির অন্য কারণও আছে। "তুর"-নামক তাঁহার এক তনয়, জনমেজয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ১

"কাক্ষীবান্" ঋষিও যে, দাসীর গর্ভোৎপন্ন,—তাহা দ্বৈপায়ন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ৩ তিনিই আবার "ঋগ্বেদ সংহিতার" প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২৬ সুক্তের প্রণেতা। ৪ কাক্ষীবানের বৃত্তান্ত নবম-মণ্ডলেও দৃষ্ট হয়। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও স্বজাতীয়ের নিকটে দান গ্রহণ করিতেন। 'স্মৃতির' মতে ইহা নিষিদ্ধ কার্য্য। অথচ ঐ বিষয়ে তাঁহার অধিকার ছিল। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে, "কবষ" অপেক্ষাও তাঁহার সমাজে অধিক ক্ষমতা ছিল। এই কাক্ষীবানের বিবরণ, মহাভারতের সভাপর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে এবং অনুশাসন পর্ব্বের পঞ্চাশতধিক শততম অধ্যায়ের ত্রিংশ শ্লোকে ও পঞ্চষষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায়ের

১। "এতেনহরণ ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেন তুরঃ কাবষেয়ো জনমেজয়ং পারিক্ষিতমভিষিষেচঃ তস্মদু জনমেজয়ঃ পারিক্ষিতঃ সমং তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীং জয়ন পরীযায়।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

২। অধশ্রুতং কবষং বৃদ্ধমপস্বনু দ্রুহ্যুং নি বৃণগ্বজ্র বাহুঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা।

৩। "উসিক্ সংজ্ঞায়া-মঙ্গরাজস্য মহিষ্যা দাস্যাং দীর্ঘতমসোৎপাদিতঃ। কাক্ষীবানস্য সূক্তস্য ঋষিঃ।"—সর্ব্বানুক্রম।

৪। ইহার মধ্যে কেবল ৩৪ সূক্তটী কোন কোন মতে বমুজতের পুত্র অক্ষ ঋষির, এবং কোন কোন মতে কবষেরই প্রণীত।

সপ্তাধিক ত্রিংশৎ শ্লোকে উক্ত আছে। অতএব ইনি স্বনামখ্যাত এক অসামান্য ঋষি।

(গ) "রৈক্য" বর্ণাশ্রমহীন ছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার বেদ-শাস্ত্রে অধিকার ছিল এবং তদনুসারে তিনি অন্য লোককেও জ্ঞান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদান্ত। ঐ গ্রন্থেও বর্ণাশ্রমহীনের শাস্ত্রাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচারাদির অনুসরণ না করিলেও, ঈশ্বরপ্রার্থী ব্যক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চল, আর নাই চল, ঈশ্বর আরাধনার বাসনা থাকিলেই, তাহা সিদ্ধ হইবে। ১

(ঘ) জানশ্রুতি রাজা শূদ্র ছিলেন, তথাপি "রৈক্য" ঋষি, তাঁহাকে বেদবাক্য দ্বারা সংবর্গ বিদ্যা উপদেশ দেন।২

বাচক্নবী উল্লিখিত রৈক্য, ইহার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ও গৃহস্থ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এই চারি আশ্রমবহির্ভূত ছিলেন, তথাপি তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, ও অন্যকেও জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন।

সুস্পষ্টরূপে যখন পরিদৃষ্ট হইল যে শূদ্র, দাসীপুত্র ও স্ত্রীলোকেও বেদের রচনা করিয়া গিয়াছেন, তখন পতিত ব্রাহ্মণ জাতির তাহাতে অধিকার থাকা সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নিরর্থক, ব্যর্থ,—বিফল বা, নিষ্ফল।"

যে দেশে বিশ্ববারা, ইন্দ্রমাতৃগণ, লোপামুদ্রা, রোমশা, মৈত্রেয়ী, সীতা, গার্গী, ঝানসীর অহল্যাবাই, চিতোরের রমণীকুল, কলুঙ্গা-

---

১। "অন্তরা চাপিদ্‌তু-ত-দৃষ্টেঃ।"—বেদান্তসূত্র। ৩ অধ্যায়। ৪ পাদ।

২। "স তস্মৈ হোবাচ বায়ুর্ব্বাব সংবর্গঃ।"—ছান্দোগ্য উপনিষৎ।" ৪র্থ প্রপাঠক।

সমরক্ষেত্রের নেপালিনীগণ, মীরা, ভানুমতী, লীলাবতী, খনা, লক্ষ্মীদেবী, আনন্দময়ী,১ বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশে নারীকুলকে বিদ্যা, জ্ঞান ও বেদ হইতে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মণেরা ভারতের কি অকল্যাণই না করিয়াছেন!

বশিষ্ঠ-সংহিতা মতে শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন নিষেধ,—

"তস্মাৎ শূদ্রসমীপে চ নাধ্যেতব্য কদাচন।"

মনু বলেন,—

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিস্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্যব্রতমাদিশেৎ॥"

কিন্তু আঙ্গিরস বচন এই,—

"তথাশূদ্রং সমাসাদ্য সদা ধর্ম্মপুরঃসরঃ।
অন্তরা ব্রাহ্মণং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাদিশেৎ॥"

অগ্রে ব্রাহ্মণ রাখিয়া শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে। কল্লুক ভট্ট মনুর উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ঐ অঙ্গিরা বচনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং "প্রায়শ্চিত্তমিতি সকল ধর্ম্মোপদেশস্য উপলক্ষণার্থং," লিখিয়াছেন। শূদ্র সম্বন্ধে একবারেই বৈদিক ধর্ম্মোপদেশ নিষেধ নহে। "স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়তাম্" ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ!

যজুর্ব্বেদ প্রত্যক্ষ বলিতেছেন,—

"যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় আচার্য্যায় চ স্বায় চরণায়।"

"আমি যে প্রকার সকল জীবের কল্যাণদায়িনী বেদবাণী সৃষ্টি

১। অন্যান্য নাম শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতীয়া বিদুষী"-তে দেখ।

করিলাম, তেমনি তোমারাও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি মানবজাতিকে এই বেদবাণীর উপদেশ করিবে।"

এই প্রত্যক্ষ বেদবচনের নিকট "স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়তাম্", "সাবিত্রীং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছতি," এবং, "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা," ইত্যাদি পরবর্ত্তী, মধ্যকালের, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের লোকদের কথা। বাজে কথা!

ব্রাহ্মণ কে? শূদ্র কে? সত্ত্বগুণ-যুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। তমোগুণ প্রধান-ব্যক্তিই শূদ্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

যিনি হাতে ধরিয়া পতিতকে তুলিয়া লয়েন, তিনিই মানবকে উদ্ধার করিতে অবতার হয়েন। মন্দ লোককেও ভাল লোকে মন্দ নাম দেন না। যাহারা কেবল ঘৃণা ও দ্বেষ করেন, তাঁহারা উদ্ধার করেন না,—পরন্তু নিজেরাও নরকগামী হয়েন। আমরা যেন কাহাকেও ঘৃণা না করি!

শূদ্র ধর্ম্মব্যাধ ও বিদুর মহাজ্ঞানী,—ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকেও ঘৃণা করেন নাই। আমরা শ্রীরামচন্দ্র প্রদর্শিত পথে চলিব, না, হিংসার পথে চলিব? শ্রীশাক্যসিংহ জগৎকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, কাহাকেও ফেলেন নাই। আমরা সেই পুরুষোত্তমকে আদর্শ করিব, না, যাঁহাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে সকলেই পদাঘাতে নরকে নিক্ষিপ্ত, তাঁহাদের পথে চলিব? শ্রীচৈতন্য আ-চণ্ডাল মুসলমানকেও কোল দিয়াছিলেন। আমরা সে পথে চলিতে চেষ্টা করিব, না, ঘৃণা হিংসার পথে চলিব?

প্রথমে জ্ঞান হরণ করিয়া, পরে মধ্যকালের ব্রাহ্মণগণ মানব আত্মার সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন,—ভারতের মনুষ্যত্ব ও রমণীত্ব লোপ করিয়াছিলেন। ধন্য ইংরাজ জাতি, ইংরাজি শিক্ষা, বিদ্যা ও ভাব,—আবার ভারতে জাতীয় ও ব্যক্তিগত মুক্তির পবনহিল্লোলে দুর্গে দুর্গে ইংরাজপতাকা মানব আত্মার ও মানব জাতির স্বাধীনতার গৌরব ও সুসমাচার ঘোষণা করিতেছে!!!

ইংরাজ সরিলেই, আবার পূনর্মূষিক না হয়! যখন মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানকে ভগবান ভারতে আনিয়াছেন, তখন ভারতকে পূর্ণ ভাবে না জাগাইয়া তাহাদিগকে তাড়াইবেন না! একাকার হইবে!

ধন্য ইংরাজজাতি, যে তাঁহারা মানবের অপূর্ণতা দোষে দুষ্ট হইলেও, ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধান করিয়াছেন, এবং তাহার মূল্যস্বরূপ, তাহার বিনিময়ে, অর্থ গ্রহণ করিলেও, ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে এই ঘোর তিমিরের মধ্যে, মুক্তভাবে জ্ঞানালোক-দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন এবং মৃতপ্রায় ভারতের জাতীয় জীবনে এক নূতন জাগরণ, আত্মজ্ঞান, আত্মসংযম ও অসীম আত্মশক্তি আনিয়া দিয়াছেন! এখন ব্রাহ্মণের স্বার্থের, গণ্ডির, চৌহদ্দির মধ্যে, জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান আবদ্ধ নহে,—নিজস্ব ও গুপ্ত ধন নহে। এখন ভারতগগনে "সেই সবিতার গৌরবান্বিত রূপ" নূতন ঊষালোক বিকীরণ করিতেছে এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা,—সকল মানব আত্মাই অবাধে ব্রহ্মনাম করিয়া, "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্" পতাকা হস্তে লইয়া, নূতন দিনের ঊষালোক ও সুযোগের দিকে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় মুক্তির দিকে,—স্থির পদবিক্ষেপে, অগ্রসর হইতেছেন!!! এখন গঙ্গার ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য লুপ্ত হইতেছে!

যিনি যাহাই করুন, এক ব্রহ্ম, এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক আত্মা, এক বিধি, না হইলে ভারতের আর পরিত্রাণ নাই !!!

যতই সকলের শাস্ত্র, ভাব ও কথা আলোচনা করি, ততই হৃদয় একতার দিকেই ছুটে,—সর্ব্বত্র একত্বই অনুভব করে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মধ্বজিগণ নিজের নিজের গরিমা ও জারি লইয়াই উন্মত্ত! অন্যকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না,—ভগবানের স্বর্গরাজ্যে, পিতার চরণেও স্থান দিতে নারাজ! সংসারের বিত্ত ও রাজত্ব লইয়া, যেমন, সকলই, মারামারি, কামড়াকামড়ি করেন,– স্বর্গরাজ্য ও তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধেও তেমনি! হে শান্তিদাতা! আমরা এ অশান্তির দিনে কোথা যাই? দাঁড়াই কোথায়,– কাহার কাছে? কোথায় তোমার শান্তিনিকেতন?

হে অমৃত সাগর! আমরা অজ্ঞান, অপ্রেম ও অপবিত্রতা লইয়া মারা গেলাম! আমাদিগকে অমৃতের পথ দেখাও!

হে দেব! হে পিতঃ! তুমি পিতার ন্যায়, আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দাও। আমাকে বিনষ্ট হইতে দিও না।১

অসৎ হইতে, আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে, আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে, আমাকে অ-মৃতে লইয়া যাও। আমার নিকট প্রকাশিত হও।২

১। "ওঁ পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ।"
যজুর্ব্বেদ। ৩৭। ১০।

২। "ওঁ। অসতোমা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"—সাম মন্ত্র। যজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ১।৩।২৮।

হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তদ্দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।১

হে সংসারের স্থিতি-বন্ধন-মোক্ষহেতু, ভগবন্!২ তুমি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর।৩

আমি ধর্ম্মের শরণাপন্ন হই। আমি সংঘের,—সৎসঙ্গের শরণাপন্ন হই।৪

হে পিতঃ! তুমি স্বর্গে,—অন্তরে,—অন্তরাকাশে রহিয়াছ! তোমার নামের জয় হউক! সংসারে তোমার নাম গৌরবান্বিত হউক! সকল লোকে তোমাকে আত্মসমর্পণ করুক! আমাদের জীবন তোমার রাজ্য হউক। যেমন চিদাকাশে, তেমনি এই পৃথিবীতে,—আমাদের এই পার্থিব, মর্ত্ত্য জীবনে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমাদের অদ্যকার প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহ দাও! আমরা যেমন অন্যকে ক্ষমা করি, তেমনি তোমার নিকট আমাদিগের ঋণ সমূহ মার্জ্জনা কর,—তোমার দায় হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর! আমাদিগকে প্রলোভনের মধ্যে ফেলাইও না! আমাদিগকে পাপ,—প্রলোভন হইতে রক্ষা কর। কারণ, তোমারি এ রাজ্য,

---

১। "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্ পাহি নিত্যম্।"—শ্বেত।৪।২১।

২। "সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।" ঐ।৬।১৬।

৩। "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযনক্তু।" ঐ।৪।১২।

৪। "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি।"—বৌদ্ধ মুদ্রক পাঠ।

তোমারি এ শক্তি, তোমারি এ গৌরব,—তোমারি মহিমা,—চিরদিনের তরে! প্রভো! চিরদিনের তরে!১

হে করুণাময়! সর্ব্বজীবের অধিপতি! তোমারই সর্ব্ব প্রশংসা! তুমিই দয়ালু-শ্রেষ্ঠ! তুমিই শেষ বিচারের কর্ত্তা! আমরা তোমারই শরণাপন্ন হইলাম! আমরা কেবল তোমারই সাহায্য ভিক্ষা করিব। সত্য পথে২ আমাদিগকে চালিত কর। তুমি যাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁহারা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথে আমাদিগকে চালিত কর। যাহাদের উপর তুমি অসন্তুষ্ট, তাহারা যে পথে গিয়াছে, সে পথে আমাদিগকে যাইতে দিও না। যাহারা বিপথে যায়, তাহাদের পথেও যাইতে দিও না।৩

১। "Our Father, which art in Heaven! Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done in Earth, as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into tempation, but deliver us from Evil. For Thine is the Kingdom and the Power and the Glory, for ever and for ever. Amen."—Jesus. Mathew. 6. 9—13.

২। "সম্যক্"।—বুদ্ধদেব।

৩। Sura Fateha. Revealed at Mecca. "Bismillah Hir Rahima Nir Rahim." In the Name of the Most High.

"Praise be to God, the Lord of Creation, The most Merciful The King of the Day of Judgment. Thee do we worship. Thee and no one else. We seek assistance from Thee only and from no one else. Lead us too in the right way, the straight way, in the way of those on whom you are pleased and not in the way of those against whom you are displeased, nor of those who go astray,"—Mahommad. Koran. Sura. I.

হে প্রভো! ধন্য তুমি! তুমিই ভজনীয়,—একমাত্র সম্ভজনীয়! হে স্বামিন্! নিত্য, অনন্ত, চির-বর্ত্তমান, দয়াল! তোমারই দয়া ও শক্তি জগতে ব্যাপ্ত। তুমিই জগতের বিধাতা,—সৃষ্টির আলো! তোমারই পূজা আমাদের! সকল পূজা তোমারই! সকলের পূর্ব্বেও তুমি ছিলে! সকলের পরেও তুমি থাকিবে। হে স্বামিন্! তুমিই পূজিত! তুমিই প্রভু! প্রেমশীল,—ক্ষমাবান! তুমিই, যাঁহাকে ইচ্ছা হয়, শক্তি সামর্থ্য দাও! তুমি যাঁহাকে বড় কর, কেহ তাঁহাকে ছোট করিতে পারে না। তুমি যাহাকে নীচ কর, কেহ তাহাকে উচ্চ করিতে পারে না। হে প্রভো! তুমি অবিনাশী! সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, শক্তিশালী, সম্রাট! তোমার জ্ঞান সকলই জানিতেছে। তোমার মঙ্গলভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার ক্ষমা ও দয়া সকলকেই কৃতার্থ করিতেছে। হে প্রভো! তুমি আর্ত্তগণের সহায়,—সকল দুঃখ দূরকারী,—ভগ্ন হৃদয়ের শান্তিদাতা! তুমি তোমার ভৃত্যগণকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সকল গুপ্ত বিষয় জানিতেছ,—সকল সভার গোপনীয় চিন্তা জানিতেছ। তুমি আমাদের সমুদয় অভাব পূরাও,—সকল সৌভাগ্য প্রদান কর। তুমি দুঃখী তাপীদের বন্ধু! হে প্রভো! তুমি আমার দুর্গ! যাহারা তোমাব সাহায্য চায়, তাহাদের আশ্রয়! তুমি দুর্ব্বলের সহায়,—পবিত্র ও সত্যবানগণের সহায়! হে নাথ! তুমি আমার সহায়, সম্বল, শরণাগত-বৎসল। হে নাথ! তুমি স্রষ্টা।[১]

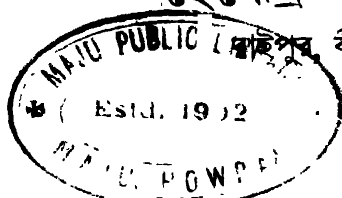
১। হজরৎ মহম্মদের জামাতা, খলিফা আলির নমাজের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। মাননীয় জজ্ আমির আলীর The spirit af Islamএর ২৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

আমি সৃষ্ট। তুমি আমার রাজা। আমি তোমার ভৃত্য। তুমি সাহায্যকারী। আমি ভিখারী। হে প্রভো! তুমি আমার আশ্রয়! তুমি ক্ষমাকারী। আমি পাতকী। তুমি আমার স্বামী,—দয়াময়,—সর্ব্বজ্ঞ,—প্রেমময়! আমি অন্ধকারে ভ্রমিতেছি। আমি তোমার জ্ঞান ও প্রেমের গরীব! হে নাথ! তোমার জ্ঞান ও প্রেম ও দয়া আমাকে দান কর। আমার পাপ সকল ক্ষমা কর। হে প্রভো! আমাকে তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে দাও!

হে প্রভু! তুমি চির-প্রশংসিত, অমৃত, নিত্য বর্ত্তমান, চির নিকট, সর্ব্ববিৎ! তুমি প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রত্যেক আত্মাতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। প্রত্যেক মনেতেই তোমার জ্ঞান। তোমার তুলনা নাই, সমান নাই! তুমি এক, অবিনাশী, সনাতন! ধন্য তুমি প্রভু! প্রত্যেক পাপীর প্রতিই তোমার দয়া। তোমাকে যাহারা মানে না, অস্বীকার করে, তাহাদের জন্যও তুমি সকল অভাব যোগাও। সর্ব্ব আদি ও অন্ত তোমারই,—সর্ব্বজ্ঞান ও হৃদয়ের গূঢ়, অতিগুহ্য কথাও তুমি জান। তুমি অনিদ্র,—কখনও নিদ্রিত হও না। তুমি চির-বিচারক,—চির-জাগ্রত! তুমি আমাদের গভীরতম পাপ সকল ক্ষমা কর। তুমি সৃষ্টিশুদ্ধ সকলকেই ভালবাস! আমি প্রভুর সদ্ব্যবহারের সাক্ষ্যতা দিতেছি!” ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

হেমেন্দ্র নাথ সিংহ।

রাইপুর, বীরভূমি।



গ্রন্থকার প্রণীত

আমি।—মূল্য এক টাকা। সচি ।

জীবন।—মূল্য আট আনা। সচিত্র।

প্রেম।—মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু,—"হৃদয়োন্মাদক।"

প্রবাসী,—"প্রেম। বাঙ্গলাভাষার গৌরবের সামগ্রী।"

সঞ্জীবনী,—"এমন সুখকর প্রবন্ধ কোন ইংরাজ গ্রন্থকাব লিখিতে পারেন নাই।" ইত্যাদি। ইত্যাদি।

সচিত্র, সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত,

তৃতীয় সংস্করণ 'প্রেম' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আমাদের নিকট অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যাইবে।

৩৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। কম্বলিয়াটোলা। কলিকাতা।	শ্রীযোগানন্দ সিংহ। শ্রীজ্ঞানানন্দ সিংহ।